ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 20 August 2021 ■ আগরতলা ২০ আগস্ট, ২০২১ ইং ■ ৩ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

উপেক্ষার রাজনীতি নিয়ে পাহাড়ে সুর চড়ালেন প্রদ্যুৎ

মহারাজা বীর বিক্রমকে যোগ্য সম্মান দেয়া হবে, নিরাশ না হতে আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদূরকে তার জন্মবার্ষীকিতে শ্রদ্ধা জানান (বাঁয়ে) এবং তিপ্রা মথার চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনও পৃথক অনুষ্ঠানে মহারাজকে শ্রদ্ধা জানান (ডানে)।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। মহারাজা বীরবিক্রমকে নিয়ে উপেক্ষার রাজনীতি হয়েছে বাম জমানায়, অভিযোগ করলেন তিপ্রা মথা চেয়ারম্যান তথা এমডিসি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জানিয়েছেন মহারাজ বীর বিক্রমকে যোগ্য সম্মান দেয়া হবে, নিরাশ না হতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব আগরতলায় বীরবিক্রম কিশোর মানিক্যের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখতে দিয়ে একথা বলেছেন। অন্যদিকে, খুমুলুঙে মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের মর্মর মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করেছেন প্রদ্যুৎ।

নিরাশ না হয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার উপর গুরত্ব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। যারা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে সে সব বিভিষনদের চিহ্নিত করার পরামর্শ দেন তিনি। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ১১৩ তম জন্মবার্ষিকীতে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একথা বলেন তিনি। সারা রাজ্যে বৃহস্পতিবার নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মহারাজাকে স্মরণ করা হয়। জনজাতি এলাকার উন্নয়ন থেকে শুরু করে রাজ্য সরকারের নানাবিধ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তগুলো ছিল তার বক্তব্যে। তিনি নাম না করে বামেদের সমালোচনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নিজের রাজ্যের মনিষীদের স্মরন না করে বিদেশি মানসিকতা সম্পন্ন নেতারা গত ৪০ বছর ধরে রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করে রেখেছিল। ইতিহাসকে বিকৃত করেছিল তারা।এখন রাজ্যের মানুষ এ রাজ্যের রাজাদের সম্মান দিচ্ছে।

আগামী বিধানসভা সভা নির্বাচনের বাকি দেড় বছর হলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শুরু হয়েছে তৎপরতা। তিপ্রা মথার চেয়ারম্যান প্রদুত কিশোর দেববর্মনকে নিয়ে দড়িটানাটানির রাজনীতি চলছে। বৃহস্পতিবার এডিসির সদর দপ্তর খুমলুঙে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ১১৩ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষন দিতে গিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করে দেন তিপ্রামথার চেয়ারম্যান প্রদুত বিক্রম কিশোর মানিক্য।

তিনি বলেন কোন রাজনৈতিক দলের সাথে জোট নয়। রাজ্যের ১৯ টি জনজাতি সম্প্রদায়কে একজোট হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। আগামী ২০২৩ সালের বিধানসভা ভোটে রাজ্যের জনজাতিদের মধ্যে জোট হওয়া উচিত। আগামী বিধানসভা ভোট যে তার লক্ষ্য তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি এডিসি প্রশাসনকে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের নামে স্কলারশিপ চালু করার জন্য তহবিল তৈরি করতে বলেছেন। বৃহস্পতিবার এডিসি প্রশাসনের উদ্যোগে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ১১৩ তম জন্মবার্ষিকী পালন কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে তিপ্রা মথার চেয়ারম্যান প্রদুত কিশোর দেববর্মন রাজন্য শাসিত ত্রিপুরার উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরেন। শুধু বিমানবন্দরের নাম মহারাজার নামে নামাঙ্কিত করলে হবে না। রাজ্যের এক একজন জনজাতি অংশের ছেলে মেয়েকে পাইলট তৈরি করতে হবে। তিনি জনজাতি অংশের মানুষকে একে অপরের বিরুদ্ধে হিংসা না করতে পরামর্শ দেন। এতে আখেরে নিজেদের ক্ষতি হয়।

বৃহস্পতিবার খুমলুঙে মহারাজার পুর্নাবয়ব মুর্তির আবরন উন্মোচন করেন তিনি। রাজ পরিবারের অর্থে এই মুর্তি তৈরি করা হয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি বামেদের সমালোচনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে করোনার প্রকোপ কমলেও উঠা-নামা অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। ত্রিপুরায় করোনার প্রকোপ অনেকটা কমেছে ঠিকই, কিন্তু নিয়ন্ত্রণে আসার বদলে প্রতিনিয়ত উঠা-নামা করছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ১৫৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। পাশাপাশি, ১৮৪ জন সুস্থ হয়েছেন। সংক্রমণের হার হয়েছে ২.১৩ শতাংশ। এছাড়া, একজন করোনা-আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে। তাতে বর্তমানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৩১৮ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ৯৩২ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৬,২৬২ জনকে নিয়ে মোট ৭,১৯৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এতে আরটি-পিসিআরে ১২ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ১৪১ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ১৫৩ জনের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গেছে। সংক্রমণের হার হয়েছে ২.১৩ শতাংশ।

এদিকে, সুস্থতা স্বস্তি দিয়ে চলেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ১৮৪ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। এতে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ১,৩১৮ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৮১,৭৩৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৭৯, ৫৭১ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.৮৪ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৭.৪৩ শতাংশ। এদিকে ০.৯৬ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। গত ২৪ ঘণ্টায় একজনের মৃত্যু হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৭৮২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, আবারও পশ্চিম জেলা করোনা সংক্রমণে শীর্ষস্থান দখলে রেখেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৫৪ জন, দক্ষিণ জেলায় ১৭ জন, গোমতি জেলায় ৬ জন, ধলাই জেলায় ১০ জন, সিপাহিজলা জেলায় ২৫ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১২ জন, উনকোটি জেলায় ২৭ জন এবং খোয়াই জেলায় ২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

আগরতলায় উজ্জয়ন্ত প্যালেসের দরবার হলকে রাজ-আমলের আঙিনায় সাজানো হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। ত্রিপুরায় পর্যটনের ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে উজ্জয়ন্ত প্যালেসের দরবার হলকে নতুন আঙিনায় সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য পর্যটন দফতর। ত্রিপুরার সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে সংরক্ষণের লক্ষ্যে এই উদ্যোগ বলে দাবি পর্যটন দফতরের অধিকর্তা তরিতকান্তি চাকমার।

এক টুইট বার্তায় তরিত চাকমা বলেন, ১২০ বছর পুরনো উজ্জয়ন্ত প্যালেসের দরবার হল ফের একবার রাজ-আমলের আদলে সাজানো হচ্ছে। সেই পুরনো ধরন ও সাজানো অনুসারেই প্রস্তুত করা হচ্ছে। এতে ললিতকলা আকাদেমি এবং রাজ পরিবারের সদস্যদের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। তিনি এ-সংক্রান্ত একটি স্ক্যাচও প্রকাশ করেছেন।

প্রসঙ্গত, উজ্জয়ন্ত প্যালেসকে বর্তমানে মিউজিয়াম করা হয়েছে। পর্যটকদের জন্য এই প্যালেসকে উন্মুক্ত কর দিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। অবশ্য, করোনার প্রকোপে আপাতত মিউজিয়াম পর্যটকদের জন্য বন্ধ রয়েছে। কিন্তু রাজ আমলের ঐতিহ্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তালিবানি শাসনে অনাহরের মুখে পড়তে চলেছেন অন্তত ১.৪০ কোটি আফগান

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.)।। আজ তালিবানের ভাঁড়ারে মানুষকে হত্যা করার সমস্ত সরঞ্জাম বর্তমান। বুলেট, গোলা, বারুদ পর্যাপ্ত থাকলেও নেই ভাত। তালিবানি শাসনে অনাহরের মুখে পড়তে চলেছেন অন্তত ১ কোটি ৪০ লক্ষ আফগান।

বুধবার বিশ্ব খাদ্য প্রকল্পের প্রধান মেরি এলেন ম্যাকগ্রোয়ার্টি কাবুল থেকে রাষ্ট্রসংঘকে এই ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা জানিয়েছেন ।হাতে কালাশনিকভ রাইফেল। গায়ে বুলেট প্রুফ ভেস্ট। অনেকের কাঁধে আবার রকেট লঞ্চার। তালিবান জঙ্গিদের অস্ত্রের বাহার রীতিমতো ভীতি জাগানোর মতো।

এবার তাদের হাতে এসেছে আফগান সেনার ফেলে যাওয়া মার্কিন ফৌজের অত্যাধুনিক এম-১৬ রাইফেল থেকে শুরু করে মিসাইল সিস্টেম। এই অবস্থায় দেশজুড়ে চলা নৈরাজ্য ও অরাজকতার মাঝে সাধারণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কসবায় পরিত্যক্ত জলাশয় থেকে উদ্ধার মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ আগস্ট।। বিশালগড় থানার অন্তর্গত কসবা পঞ্চায়েত এলাকায় পরিত্যাক্ত জলাশয় থেকে বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটায় উদ্ধার এক যুবকের মৃতদেহ। জানা যায় মৃত যুবকের নাম অমৃত সিনহা (২৫)। বাড়ি বিশালগড় থানার অন্তর্গত কসবা এলাকায়। বিগত দু”দিন যাবত এই যুবকটির কোন খোঁজখবর নেই।

পিতা মাতা বলতে তার কেউ নেই। মা-বাবা মৃত্যু হয়েছে অনেক দিন পূর্বে। বিয়ে পর্যন্ত করেনি। এলাকাবাসীরা জানান একা থাকাই তার মানসিকতা দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে সারাদিন শ্রমিকের কাজ করে রাতের বেলায় মদ্যপান করতেন অমৃত সিনহা। বারবার না করা সত্ত্বেও সে মদ্যপান করে যেত। দুদিন ধরে সেই নিখোঁজ ছিল।কোন রকম খোঁজ খবর পায়নি তার ভাই। দুই ভাই ছিলেন এক ভাই অন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরে পৃথক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত চারজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৯ আগস্ট।। আবারো একাধিক সড়ক দুর্ঘটনা। ঘটনা দুটোই উদয়পুর মহকুমায়। প্রথম ঘটনা উদয়পুর পুলিশ লাইন স্থিত আগরতলা উদয়পুর জাতীয় সড়কে। বৃহস্পতিবার দুপুরে ভয়াবহ যান দুর্ঘটনা সংগঠিত হয় উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত ধ্বজনগর পুলিশ লাইন মোড়ে। একটি মারুতি অলটো গাড়ির সাথে মাছ বহনকারী একটি গাড়ির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। মারুতি অলটো গাড়িটি উদয়পুর থেকে পুলিশ লাইনের দিকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি পদে চাকুরীর দাবীতে ধরণা চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি পদে ১০,৩২৩ চাকরীচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সরাসরি নিয়োগের জন্য দাবী জানিয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সিটি সেন্টারে বিক্ষোভ দেখায় চাকরীচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তাদের দাবি সুপ্রিম কোর্ট যখন চাকুরীচুত্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিষয় নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে জানতে চেয়েছিল তাদের জন্য কি ব্যবস্থা করা হয়েছে, তখন রাজ্য সরকার বলেছিল চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি পদে সরাসরি নিয়োগ করা হবে।

কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে জে আর বি টি মাধ্যমে সরকার সমস্ত বেকারদের সাথে চাকরীচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পরীক্ষায় বসতে বাধ্য করছে। এর তীব্র প্রতিবাদ জানায় চাকরীচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা। চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কোনরকম ওপেন বিজ্ঞাপন ছাড়া সরাসরি নিয়োগ করার কথা ছিল। কিন্তু এখন যখন সরাসরি নিয়োগ না করে জে আর বি টি মাধ্যমে নিয়োগ করতে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তখন দেখা যাচ্ছে বহু শিক্ষকের বয়স ৫০ উর্ধে। ফলে বহু শিক্ষক মানসিক অবসাদে ইতিমধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। এতে করে চাকরিচ্যুত ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকারা বেকায়দায় পড়েছে।

সরাসরি নিয়োগ না করলে তারা চাকুরী পাওয়া অনেকটা অসাধ্যকর হয়ে পড়বে। যা গত বুধবার প্রত্যক্ষ করা গেছে এ ধরনের মানসিক অবসাদে ভুগে মৃত্যু হয়েছে এক শিক্ষকের। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতে কোভিডে মৃত্যু ৪.৩৩-লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.): ভারতে ফের কিছুটা বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যাও ৫০০-র গন্ডি ছাড়িয়েছে। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৬ হাজার ৪০১ জন, এই সময়ে কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ৫৩০ জনের। বুধবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৩৯,১৫৭ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৭.৫৩ শতাংশ। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩,৬৪, ১২৯ জন, ১৪৯ দিন পর ভারতে এতটা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লামডিং-বদরপুর পাহাড় লাইনের দাওটুহাজা স্টেশনে গুলি বর্ষণ, আতঙ্ক

হাফলং, ১৯ আগস্ট (হি.স.) : লামডিং-বদরপুর ব্রডগেজ রেলপথের দাওটুহাজা স্টেশনে গুলি বর্ষণের ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। বুধবার রাত প্রায় সাড়ে ১১টা নাগাদ পাহাড় লাইনের দাওটুহাজা স্টেশনে গুলি বর্ষণের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে।

গুলি বর্ষণের পর রেল স্টেশন বন্ধ করে স্টেশন ম্যানেজার সহ অন্য রেল কর্মীরা পালিয়ে গেছেন বলে জানা গেছে। বর্তমানে দাওটুহাজা রেল স্টেশনটি সম্পূর্ণ বন্ধ। স্টেশন চত্বরে সব কয়টি ভবনে তালা ঝুলছে। দাওটুহাজা রেলওয়ে স্টেশনে কোনও কর্মী না ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের দাবিতে দামছড়া-পানিসাগর পথ অবরোধ মহিলাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৯ আগস্ট।। পানীয় জলের দাবিতে উত্তর ত্রিপুরা পানিসাগর এর দামছড়া - পানিসাগর পথ অবরোধ করেন প্রমিলা বাহিনী। টানা পাঁচ ঘণ্টা অবরোধের পর ডিডব্লিউএস দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারের আশ্বাসে অবরোধ প্রত্যাহার।

পানীয় জলের দাবিতে প্রমিলা বাহিনীর পথ অবরোধ উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর এর দামছড়া পানিসাগর সড়কে ।দীর্ঘদিন যাবৎ পানীয় জলের সমস্যার ফলে কলসি বালতি ও জলের ড্রাম নিয়ে রাস্তা অবরোধ করা হয় দামচড়া পানিসাগর সড়কের দামচড়ার নরেন্দ্র নগর এলাকায়। পথ অবরোধ করে বসেন সানীয় প্রমিলা বাহিনী ।টানা পাঁচ ঘন্টা পথ অবরোধের পর অবশেষে ডিডাব্লিউ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারের আশ্বাসে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়। অবরোধের ফলে জন দুর্ভোগে চরম আকার ধারণ করে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানানোর ব্যবস্থা করায় উত্তর জেলার পানিসাগর মহকুমাধীন দামছড়া থানাধীন নরেন্দ্র নগর ১ নং ওয়ার্ডে স্থানীয় প্রমিলা বাহিনীরা পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ করে বসেন।

সকাল সাতটা থেকে দামছড়া পানিসাগর সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হয় প্রমিলা বাহিনী। ব্যস্ততম এই সড়কটি অবরোধের ফলে উভয় পাশে যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী গাড়ির দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ে ।এদিকে প্রতিবাদকারী প্রমিলা বাহিনীদের অভিযোগ, নরেন্দ্র নগর এলাকার ১ নং বস্তিতে দীর্ঘদিন যাবৎ পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। যদিও কিছু সংখ্যক পরিবারের সাপ্লাই সংযোগ রয়েছে। কিন্তু তাতেও নিয়মিত জল আসে না। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২৯৯▫ ২০ আগস্ট ২০২১ ইং▫ ৩ ভাদ্র ▫ বুধবার ▫১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সামাজিক অভিশাপ

বাল্যবিবাহ ও শিশু শ্রম আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এখনো অভিশাপ হিসেবেই পরিগণিত। বাল্যবিবাহ ও শিশু শ্রমের দায় রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা কোনভাবেই অস্বীকার করিতে পারিবে না। রাষ্ট্র ও সমাজের ব্যর্থতার কারণেই বাল্যবিবাহ ও শিশুশ্রম স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরও অব্যাহত রহিয়াছে।

আধুনিক তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থায় ইহা দুর্ভাগ্যজনক ও কলঙ্কজনক অধ্যায়ও বটে।এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হইতে নিস্তার পাইতে দেশ ও সমাজ ব্যবস্থাকে আত্মঅনুসন্ধান করা প্রয়োজন। অন্ধকার এই পরিস্থিতি উত্তরন পাওয়া কষ্টকর হইয়া উঠিবে।

করোনার প্রভাবে গোটা দেশেই শিশুশ্রম এর সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। গোটা দেশেই অভাব-অনটন বৃদ্ধি পাইয়াছে। অভাব-অনটন এর প্রভাব শিশুদের উপর আছড়াইয়া পড়িতেছে। শিশুরা খাদ্য নিরাপত্তায় ভুগিতেছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ এবং লকডাউন শিশুদের কাছে অভিশাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিশুশ্রমের ভয়ঙ্কর পরিণতি হইতে বাঁচিতে হইলে সরকার ও প্রশাসনকে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। সার্বিক প্রচেষ্টা ছাড়া শিশুশ্রম বন্ধ করা কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ শিশুদের শৈশব কাড়িয়া নিয়াছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ফলে শিশুশিক্ষার যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ করা কষ্টকর হইয়া উঠিবে। শিশুকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার জন্য প্রত্যেক মা বাবা উদ্বিগ্ন হওয়া উঠেন। এটাই স্বাভাবিক প্রকৃতি। বর্তমান ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি অতি দ্রুত বিদায় না দিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হইবে। কেননা আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ।শৈশবের শুরুটা অর্থাৎ জন্ম থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত সময়টাই যে একটি শিশুর বৃদ্ধি ও শিক্ষার গতিপথ ঠিক করিয়া দেয় সেকথা চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে। নিউরোবায়োলজি এবং কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট বিশেষজ্ঞদের গবেষণা অনুযায়ী মস্তিষ্কের ৯০ু বিকাশ ঘটে জীবনের প্রথম ছ বছরের মধ্যে। জীবনের প্রথম কয়েক বছরে যে মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য, সামাজিক দক্ষতা এবং কগনিটিভ-লিঙ্গুইস্টিক ক্ষমতাগুলো প্রকাশ পায়, সেগুলোই স্কুলে এবং পরবর্তীকালে কর্মক্ষেত্রে ও সমাজে সফল হওয়ার পূর্বশর্ত। ইউনিসেফ বলিয়াছে 'শুরুর দিকের জরুরি বছরগুলোতে শিশুদের প্রয়োজন সংবেদনশীল পরিচর্যা, পর্যাপ্ত পুষ্টি, উদ্দীপনা এবং তাহাদের সামাজিক, অনুভূতিগত ও কগনিটিভ দক্ষতার বিকাশের জন্য নিরাপত্তা।' এই কারণেই আমাদের দেশের কনিষ্ঠতম নাগরিকদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দিতেই হইবে।শিশুদের উপর করোনার প্রভাব পড়িয়াছে মারাত্মকভাবে। মার্চ ২০২০ থেকে ভারতের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হইয়া আছে এবং বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান অনলাইনে চালু রহিয়াছে। এর অর্থ হইল ০-৫ বছর বয়সের প্রায় ১৬৫ মিলিয়ন শিশু প্রাক-স্কুল পরিচর্যা এবং শিক্ষা পাইল না।কারণ তাহাদের বিকাশের উদ্দেশ্যে নির্মিত প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হইয়া আছে। ইউনিসেফের মতে শিশুদের উপর স্কুল বন্ধ থাকিবার প্রভাব ভয়ানক নেতিবাচক হইয়া উঠিতে পারে। স্কুল বন্ধ রাখিলে শিশুরা একাধিক ঝুঁকির সম্মুখীন হইতে পারে। যত বেশিদিন স্কুল বন্ধ থাকিবে, শিশুরা তত বেশি শেখার সুযোগ হারাইবে। যাহার দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব রহিয়াছে। ভবিষ্যতে আয় খোয়ানো এবং স্বাস্থ্যহানি তাহার মধ্যে পড়ে। বয়স, লিঙ্গ এবং অক্ষমতা অথবা আর্থ-সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে অনেক শিশু বিশেষত বয়ঃসন্ধির শিশুরা দীর্ঘকাল বন্ধের পর আর স্কুলে ফিরিয়া যাইতে চায় না। আরো অনেকের শিক্ষার পাকাপাকি ক্ষতি হইয়া যায়। তাহা ছাড়া শিশুরা পুষ্টি, মানসিক সাহায্য এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্যও স্কুলগুলোর উপর নির্ভর করে। করোণা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতি সবচাইতে বেশি ক্ষতি করিয়াছে শিশুদের। শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি ভাঙ্গিয়া পড়িইয়াছে। শিশুরা মায়ের কাছে প্রথম শিক্ষা গ্রহণ করিলেও শিক্ষাঙ্গন শিশুর কাছে সবচেয়ে বড় আঙ্গিক। শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশে শিশুরা ছোটবেলা হইতেই শিক্ষার পরিবেশ গ্রহণ করিয়া থাকে। শিক্ষাঙ্গন শিশুর ভবিষ্যৎ চলার পথকে সামনের দিকে অগ্রসর করে। শিক্ষাঙ্গণ ছাড়া শিশুর শিক্ষা পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারেনা। শিক্ষাঙ্গনে বিভিন্ন শিশুর সঙ্গে একসাথে মিশিয়ে শিশুরা বড় হইতে শিখে। ইহার ফলে শিশুর মধ্যে বড় মানসিকতা তৈরি হয়।

একাকীত্ব ছাড়িয়া শিশু যখন বৃহৎ গন্ডির মধ্যে নিজেকে বিকশিত করিবার সুযোগ পায় তখন শিশুর মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতার মানসিকতাও পরিবর্তন হইয়া যায়। একটি শিশুকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়িয়া তুলিতে শিক্ষাঙ্গন যে ভূমিকা পালন করে তাহা অন্য কোথাও সম্ভব হইবে না। কিন্তু ভয়ঙ্কর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ শিশুদের বড় হইয়া উঠিবার ক্ষেত্রকে সংকুচিত করিয়াছে। এই ক্ষতিপূরণ করা খুবই কষ্টকর। অতি শীঘ্রই যদি করোণা ভাইরাসের ভয়ঙ্কর প্রবণতা সমাজব্যবস্থা মুক্তি না পায় তাহা হইলে শিশুদের ভবিষ্যৎ আরো ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে ধাবিত হইবে। যত শীঘ্রই করোনা মহামারী আমাদের দেশ ও বিশ্ব হইতে বিদায় লইবে তথ্যই আমাদের মঙ্গল হইবে। সমাজ সচেতন মানুষজনকে শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহ চিরতরে বন্ধ করিবার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে। সার্বিক প্রচেষ্টাতেই এই অভিশাপ হইতে দেশ ও সমাজকে রক্ষা করা যাইতে পারে।

মুক্তির দিনেই ফাঁস 'বেল বটম', মাথায় হাত নির্মাতাদের

মুম্বই, ১৯ আগস্ট (হি.স.): আজই মুক্তির কথা ছিল অক্ষয় কুমার অভিনীত 'বেল বটম' ।আর আজই ফাঁস হয়ে গেল গোটা ছবি। বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাচ্ছে ছবিটি। অনলাইনে ছবিটি ফাঁস হওয়ার ঘটনা চিন্তায় নির্মাতারা।

বহুদিন ধরে মুক্তির অপেক্ষায় অক্ষয় কুমারের 'বেল বটম'। শেষমেশ ছবি মুক্তি পেল ১৯ অগাস্ট, বৃহস্পতিবার। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মুক্তির দিনই অনলাইনে ফাঁস হয়ে গেল গোটা ছবি। বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাচ্ছে ছবিটি। তালিমরকার্স, ফিল্মিওয়্যাপ, টেলিগ্রামের মতো সাইটে এইচ ডি ফরম্যাটে পাওয়া যাচ্ছে 'বেল বটম'। অনেক ভেবেচিন্তে বড় পর্দায় ছবি রিলিজ করার কথা ভেবেছিলেন নির্মাতারা। অনলাইনে ছবিটি লিক হওয়ার ঘটনা তাঁদের বিচলিত করে তুলেছে।

প্যান্ডেমিকের সময় অক্ষয়ের এই ছবিটি বড়পর্দায় মুক্তি পেল। বড় পর্দার মালিক, কর্মী ও ডিস্ট্রিবিউটাররা আশায় ছিলেন, বহু প্রতিক্ষিত ছবির কারণে ব্যবসা ফিরলেও ফিরতে পারে। ওটিটি ও ছবি দেখার অন্যান্য মাধ্যমগুলি হলে ছবি দেখার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। তাছাড়া, দীর্ঘদিনের লকডাউনের কারণে এই নেটমাধ্যমগুলির উপর মানুষের আলাদা আসক্তি জন্মেছে। হল বিমুখ হয়ে উঠেছেন বহু দর্শক। তাঁদের হলমুখী করার জন্য বড় তারকা, বড় বাজেটের ছবিই এখন একমাত্র ভরসা। এই পরিস্থিতিতে অনলাইনে 'বেল বটম'-এর মতো ছবি লিক হলে উদ্বেগ বাড়বেই।

ছবির পাইরেসি নতুন কিছু নয়। অনেক ছবিই বেপথে ফাঁস হয়ে যায়। লোকসানের মুখ দেখতে হয় নির্মাতাদের। এমনিতেই করোনাকালে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে ছবি মুক্তির হিরিক। 'বেল বটম'-এর মুক্তির মাধ্যম নিয়েও দোলাচল ছিল। শেষমেশ বড় পর্দাতেই মুক্তি পেল ছবি। এবং মুক্তির কিছুক্ষণের মধ্যেই অনলাইনে ফাঁস হল।

'বেল বটম'-এ গুপ্তচরের চরিত্রে অভিনয় করছেন অক্ষয় কুমার। তাঁর গুপ্ত নাম বেল বটম। অ্যাকশন থ্রিলারটি পরিচালনা করেছেন রঞ্জিত এম তিওয়ারি। প্রযোজনা করেছে পুজা এন্টারটেইনমেন্ট ও আমায় এন্টারটেইনমেন্ট। অক্ষয় ছাড়াও ছবিতে রয়েছেন লারা দত্ত, বাণী কাপুর, হুমা কুরেশি। ১৯৮০-র দশকে খালিস্তানিরা বেশ কয়েকটি ভারতীয় বিমান হাইজ্যাক করে। ফ্লাইট নম্বর ৪২৩, ৪০৫ ও ৪২১। সেই ঘটনার উপর ভিত্তি করেই এই ছবি।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

পঁচাত্তুরে স্বাধীনতা এবং আমরা.......

সুতপা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী

১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এ মধ্যরাতে যে দুটি দেশ জন্মলাভ করে, আমার দেশ তারই মধ্যে একটা। সেদিক থেকে দেখতে গেলে ২০২১-এর ১৫ আগস্টে আমাদের স্বাধীন দেশটার জন্মদিন। দেশের জন্মদিন শব্দটায় অনেকের আপত্তি থাকলেও আমার কিন্তু বেশ লাগে। আর জন্মলগ্নে যতই গোলমাল থাকুক না কেন আজ কিন্তু পচাত্তরে দেশটার জন্মদিন নিয়ে একটু কিন্তু ভাবতেই হচ্ছে। আর ভাবব নাই বা কী করে? এই পঁচাত্তুরে দেশটা যখন তারুণ্যের প্রাবল্যে প্রথমবার অলিম্পিকের মাঠ থেকে সোনা এনে দেয় তখন তার জন্মদিন পালন না করার আহাম্মুকেপণার মধ্যে আমি নেই। খুব ছোটবেলায় দেশ মানে বুঝতাম পরোটার মতো দেখতে একটা মানচিত্র। হাওয়া, মাটি আর আকাশ সব মিলিয়েই আমার দেশত্ত তখনই বাধল গোলমাল। গোলমাল করল "আকাশ" শব্দটা। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে আসে দেশের জলে-স্থলে কীটাতারের মৌলিক সীমানা, যার জোরে লাগিয়ে "জল দেব কিনা ভাবছি" বলতে পারে। কিন্ত আকাশের সীমানা? পাখির অথবা ঘুড়ির উড়ান দেখতে গিয়ে আমার ভাবনা সেই যে ঘেঁটে গেল, আজও সরল হল না।

পঁচাত্তুরে স্বাধীনতা আমাদের দিয়েছে অনেক। ব্রিটিশ রাজ বা কোম্পানি রাজের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার স্মৃতিকথা আমাদের মর্মে পৌঁছে দিয়েছেন ঠাকুমা দিদিমারা। ফলত পনেরোই আগস্ট এলেই নাচতে নাচতে বেরিয়ে পড়ার গল্প ভুলি কেমন করে? তবে পনেরোই আগস্ট এলেই আরেকটি স্মৃতি খুব মনে পড়ে যায়। ছোটবেলার জেদ-সেবার পনেরোই আগস্টে দাবি করেছিলাম লাল টুকটুকে একটা শাড়ি পরে স্কুলে যাওয়ার। দিদিমণি মা সেটা কিছুতেই হতে দেবেন না। এটা নাকি অপসংস্কৃতি! অথচ সে সময় বাম তুলতে। শেষ পর্যন্ত রিকশাকাকু এসে যাওয়াতে তড়িঘড়ি করে শাড়ির বদলে স্কুল ইউনিফর্ম পরেই মায়ের হাত ধরে ফোঁপাতে ফোঁপাতে রিকশায় ওঠা। এ স্মৃতি ভোলার নয়। সঙ্গে ছোট হৃদয়ে উঠে আসা প্রশ্নটাও। কেন পনেরোই আগস্টকে সাদা রঙের ধবধবে শুভ্রতায় মুড়ে ফেলার চেষ্টা? সত্যিই কি অতটা শুভ্রতা রয়েছে স্বাধীনতা দিবসের সর্বাঙ্গে?

রিকশাকাকুর পরণে খানিকটা ময়লা হয়ে যাওয়া মলিন হয়ে আসা লালচে রঙের একটা টি-শার্ট। রিকশাকাকুর কি স্বাধীনতা আসেনি? অথবা রিকশাকাকুর মধ্যে সাদা শার্টের পরাধীনতা নেই। ছোট্ট হৃদয় সেদিন বড় হয়ে রিকশাচালনার মতো

পেশাগ্রহণের অঙ্গীকারও নিয়ে ফেলে। মনে পড়ে যায় মনু দিদির কথাও। মনু দিদি একটু বড় বয়সেই আমাদের ক্লাসে ভর্তি হয়েছিল। লাস্ট বেঞ্চে বসত। লেখাপড়া কিছু বুঝতে পারত না। পড়া ধরলে প্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত। উমা দিদিমণির হাতে মার খেত খুব। আমার মা মারত না। মায়ের নাম ছিল ভালো দিদিমণি। মুখে কিছু না বললেও মাও কিন্তু মনু দিদিকে ছাত্রী হিসেবে গ্রহণযোগ্য মনে করত না। এসব আমি জানি। কিন্তু মনু দিদি টিফিন বেলায় আমচুর মেখে খাওয়ানোর জন্য সেরা ছাত্রী ছিল। মনু দিদি স্বাধীনতার দিন ইস্কুলে আসত না। এদিন ওর মায়ের সঙ্গে রান্নার কাজে যেত। মনু দিদির স্বাধীনতার প্রতিও খুব ঈর্ষান্বিত ছিলাম।

বড় হতে হতে দেখেছি এদেশের অন্যান্য উৎসবের মতোই স্বাধানতার উৎসবেও তিনটি ভাগ আছে। একটা গরিব লোকের স্বাধীনতা। মধ্যবিত্ত বা বড়লোকের স্বাধীনতা উৎসবের খিদমদ খেটে এদিন কিছুটা বাড়তি রোজকার করে নেয় তারা। অনেকটা ওই ফ্যাক্টরির ওভারটাইমের মতো করে। ফলত এই স্বাধীনতা উৎসবের দিনটার জন্যই মুখয়ে থাকে তারা। অন্যটি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের স্বাধীনতার উৎসব। যেমনটি ওই লালপেড়ে শাড়ি পরে নাচগান করতে করতে যাওয়া। আজকাল এখানে আরেকটু বিস্তারিত হয়েছে স্বাধীনতার পরিসর। লালপেড়ে শাড়ির জায়গায় গেরুয়া সবুজ সাদা নীল সহ যে কোনো রঙের ঝলমলে শাড়ি পরে হৈ হৈ করে রাস্তায় নেমে পড়ে শৈশব কৈশোর। শুধু লাল শাড়ির স্বাধীনতা নিয়ে এখনও খানিকটা পরাধীনতার আবহ রয়ে গেছে। এতে রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা কোথাও কিছু আছে কিনা বলতে পারব না। আরেকটি স্বাধীনতা উৎসব পড়লোকদের। সেখানে মদ্যপান থেকে হুডখোলা গাড়িতে লংড্রোইভ-সব চলে সেখানে। এই সমাজেই আমাদের স্বাধীনতা উৎসবের আজ পঁচাত্তরের পূর্তি উৎসব। রাষ্ট্র এই উৎসবের নাম দিয়েছে অমৃত মহোৎসব। এই উৎসবে স্বাধীনতা সংগ্রামের "স্পিরিট"এর কথা মনে করা হবে, আর যাঁরা সেই সংগ্রামে আত্মত্যাগ করেছিলেন, তাদের স্মরণ করা হবে। পাঁচটি তত্তে ভাগ করা হবে সেই অনুষ্ঠান, যার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা হবে সনাতন ভারতীয় ধারা আর আধুনিক ভারতের গৌরবময় মিশেল। অথচ ভারত নামে যে রাষ্টির জন্ম হয়েছিল ১৯৪৭ সালেস, তার আদর্শ, কৃতিত, প্রতিশ্রুতি সবই তো ছিল তাদের মানসপৃথিবী থেকে অনেক দূরে। বে সব নীতির ওপর দাঁড়িয়ে এ দেশ নিজেকে নির্মাণ করেছিল, তারা তো সযত্রে সেগুলোকে উল্টে-পাল্টে ভেঙে দিয়েছেন। তা হলে উদ্যাপন করাটা হবে কার এবং কীসের। যতই হনিতম্বি করুন তারা, তথ্যপ্রমাণ পাল্টে ফেলে, ধ্বংস করে, ইতিহাসটা আবার নতুন করে না লেখা পর্যন্ত আমরা জানি, বিজেপির পূর্বসূরিরা কতটাই প্রান্তিক ছিলেন স্বাধীনতার দীর্ঘ সংগ্রামে। সাভারকরের মতো হিন্দুত্ববাদী নেতারা দেশের স্বার্থের উপরে রেখেছিলেন নিজের ও দলের স্বার্থকে, ঠিক যেমন করেছিলেন কষ্টর মুসলিম নেতারা। বাস্তবিক, ভারত নামক দেশটাকে গঙ্গু হয়ে জন্মাতে হয়েছিল এই ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ঘায়ে, আর জন্মমুহর্তেই তাকে ঘোর অসুখ বলে মেনে নিতে হয়েছিল। আজ সেই ধর্মরাজনীতিরই ধারক বাহক প্রচারক ১৯৪৭-এর ভারতকে উদ্যাপন করবেনই বা কী করে। তাই ভারত.কী ছিল, তার উদ্যাপন করবেন না, তারা ভারতকে কীভাবে পাল্টাচ্ছেন, তার উৎসব করবেন। যে পাঁচটি কর্মধারার কথা বলা হচ্ছে, সেগুলো থেকে কিছুই বোঝা যায় না সাতচল্লিশের ভারতকে অথচ সত্যিই যদি পঁচাত্তর বছর "পঞ্চশীল' আমাদের ভাবতে হত, সেই আদর্শ বা নীতিগুলিকে উদ্যাপন করতে হত, যেগুলি আজকের শাসকগণ মুছে দিতে কোমর বেঁধে নেমেছেন। সেই পাঁচটি আদর্শ- গণতন্ত্র, উদারতন্ত ধর্মনিরপেক্ষতা, উন্নয়নের সাম্য ও সামাজিক ন্যায়। এবং জাতীয়তা। হ্যা, জাতীয়তা। আজকে এই শব্দটির একমাত্রিক ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা আমরা নিশ্চয়ই ভুলে যাচ্ছি যে, এই রাজনীতিকরাই 'জাতীয়তা'র একমাত্র ঠেকা নেননি, জাতীয়তা-র উপব. ভিত্তি করেই দেশ স্বাধীন হয়েছিল, কেবল উদ্দেশ্য ছিল অন্য, তার ভাষা ও ভাব ছিল ভিন্ন। লক্ষ্যণীয়, পাঁচটি আদর্শই কেমন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। নতুন দেশ ভারতের নির্মাতারা খেয়াল করেছিলেন যে গণতন্ত্র তখনই ঠিকভাবে কাজ করে, যখন তার মধ্যে "লিবারাল" ভাবটি রক্ষা করা যায়, নয়তো তা পরিণত হয় সংখ্যাগুরুবাদে, অর্থাৎ যার সংখ্যা বেশি তার জোর বেশি, এই জবরদর্তির মধ্যে। উদারতন্ত্র হল এই বিপদটাকেই আটকানোর অস্ত্র- যার জোর কম, তাকেও সমান সম্মান ও পরিসর দেওয়ার নীতি। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

অ্যাম্ফিথিয়েটারের নাম আফগানিস্তান

সুমন ভট্টাচার্য

মালালা ইউসুফজাই-এর টুইটে আর্তি যতটা, তীব্রতা ততটা নেই। নোবেল পুরস্কার বিজয়িনী---যাঁকে বিশ্ব চেনে তালিবানদের মহিলাদের দেখার 'শো রিল' হিসাবে, যাঁর শরীরে দেগে দেওয়া বুলেটের ক্ষত আসলে বের্পদা করে দিয়েছিল এই কট্টরপন্থী সংগঠনের নারীদের পর্দাপনসীন করার প্রচেষ্টাকে, সেই মালালা ইউসুফজাইয়ের রবিবার বিকেলের টুইট বলে দিচ্ছে অসহায়তার চেহারা। কাবুলে তালিবান বাহিনীর পতাকা ওড়া বাস্তবেই কট্টরপন্থীর সামনে পশ্চিমের তথাকথিত আলোকিত পৃথিবীর আত্মসমর্পণের অন্যতম সেরা উদাহারণ রূপে ইতিহাসে লেখা হয়ে থাকবে।

আফগানিস্তানের নারী আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী সিরাজ মেহবুবা তাই যখন মার্কিন টেলিভিশনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারের আবিশ্বকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বলেন, 'শেম অন ইউ', তখন তা সংগত কারণেই 'ভাইরাল' হয়ে ।সিরাজ মেহবুবার তোলা প্রতিটি প্রশ্ন আমাদেরবুকে গেঁছে যায়, মাথায় রক্তক্ষরণ ঘটায়। আফগানিস্তান বিশ্ব রাজনীতির ৬৪ খোপে কোন নৌকা, যে বারেবারে এই দেশটাকে ডুবে যেতে হবে? আর আফগান মহিলারা ? রাজনীতির এই পাশাখেলায় কেন বারবার তাঁদেরই বাজি হিসাবে লাগানো হয়? সিরাজ মেহবুবা, মুসলিম মহিলা আন্দোলনের অগ্রণী মুখ, বিশ্বকে যে প্রশ্নে বিদ্ধ করেছেন, কাবুল থেকে দিল্লি পালিয়ে চলে আসতে বাধ্য হওয়া অবগুণ্ঠনবতী আফগান রমণী সেটাই কাঁদতে কাঁদতে টেলিভিন ক্যামেরার সামনে বলেছেন ---বিশ্ব তো কার্যত আফগানিস্তানকে মৃত্যুর মুখে ছেড়ে দিল। এরপরে আর কোন আফগান মহিলা সাহস করে তালিবানদের শাসনের প্রতিবাদ করবে?

কাবুলে ফের তালিবানদের শাসন আফগানিস্তানকে ২০০ বছর পিছিয়ে দিল কি না, ভবিষ্যতের মালালা ইউসুফজাইরা স্কুলে গেলে, কী অপেক্ষা করে থাকবে তাঁদের জন্য—এসহ প্রশ্নের উত্তর সময় দেবে। কিন্তু যেটা চিন্তাজনক, সেটা তথাকথিত প্রগতিশীল দুনিয়ার নিস্তব্ধতা। বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী দুই নারী, মার্কিন বাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস বা জার্মান চ্যান্সেলর কিচ্ছুটি বলেলনি। আমেরিকার আইনসভার সদা জাগ্রত বিবেক স্কোয়াডের চারজন মহিলা রাজনীতিকও নিশ্চুপ। হোয়াইট

হাউসের সামনে বিক্ষোভের পরে শুধু 'হাউজ অফ বিপ্রেজেন্টেটিভ' -এর সমস্যা (রশিদা তালিব) আফগান শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য টুইট করেছেন। আফগানিস্তান গত দু'দশক ধরে যাঁরা কট্টরপন্থার বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভুল বিদেশনীতির জন্যই যেহেত আজ তাঁরা তালিবানদের বন্দুকের সাননে, সেহেতু সেই বন্ধ আফগানদের মার্কিন মুলুকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য আর্জি জানিয়েছেন রশিদা তালিব।

ব্যস? এইটুকু? আধুনিক এবং গণতান্ত্রিক আফগানিস্তান গড়ার জন্য যাঁরা সেদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করছিলেন, ওয়াশিংটনের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে এতদিন চলতেন, তাঁদের মধ্যে কতজনকে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার করিছে নিয়ে যাওয়া হবে? মার্কিন পরিসংখ্যান বলছে, রবিবার রাত পর্যন্ত ১২০০ আফগান নাগরিককে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন আফগানিস্তান থেকে বের করে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং হচ্ছেও মার্কিন নাগরিকদের। তাহলে বাকিদের? আফগানিস্তানে যাঁরা তালিবান-বিরোধী, তাঁদের কী হবে? দেশটার কী হবে? মার্কিন বিদেশ দফতরের এক প্রাক্তন উপদেষ্টা যেটা টুইট করে বলেছেন তাই ওয়াশিংটনের কাছে সবচেয়ে বিব্রতকর। এই বছরের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণষ মার্কিনী রাষ্ট্রনায়করা, রাজনীতিকরা যখন আমেরিকার বুকে সন্ত্রাসবাদী হামলার বর্ষপূতি উদ্যাপন করবেন, নিউ ইয়র্কে টুইন টাওয়ার ধ্বংসের জন্য চোখের জল ফেলবেন, তখন হোয়াইট হাউজ-ই আফগানিস্তানের সর্বত্র তালিবানদের পতাকা ওড়াকে নিশ্চিন্ত করে দিল। কট্টরপন্থীদের কাছে ওয়াশিংটনের এই আত্মসমর্পণ যাকে রাজনৈতিকর পর্যবেক্ষকরা 'পশ্চিমের বিশ্বাসঘাতকতা বলছেন, বস্তুত গত দু'দশক ধরে চলা ওয়ার অন টেরর বা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ স্রোগানের সারবত্তা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিল। একই সঙ্গে আমেরিকা বা তথাকথিত পশ্চিমি দুনিয়া, কীভাবে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সহাবস্থান করতে চায়, তাই নিয়ে কিন্তু তুমুল তর্ক শুরু হয়ে গেল। আশরাফ গনির বদলে তালিবান নেতা আবদুল গনি বারাদরকে আফগানিস্তানের কুর্সিতে বসতে দিলে আলোচনা তো হবেই যে মুক্তচিন্তার চ্যাম্পিয়ন আমেরিকার কাছে কোনটা পছন্দের মডেল? কোনটা রোল মডেল?

১৯৯৬ সালে রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত নাজিবুল্লাকে কাবুলের প্রকাশ্য রাস্তায় ফাঁসিতে লটকে দেওয়াটা যদি মৌলবাদের উত্থানের টিজার ছিল, তাহলে রবিবার ২০২১-এর ১৫ আগস্ট আফগানিস্তানে প্রেসিডেন্ট প্যালেসে ফের তালিবানদের দাপাদাপি জমজমাট ঐতিহাসিক থ্রিলারের 'মধ্যবিরতি' বা 'হাফটাইম' বলে ধরে নিচ্ছি। এবং তাহলে হাইটাইমের পরে কী থাকবে, সেটা নিয়ে ভেবে আকুল হওয়া ছাড়া আমাদের কাছে আর কোনও পথ নেই। ইহিস এবং রাজনীতি যেহেতু একটা বহমান নদী, সেহেতু থ্রিলারের শেষ 'অন্ধাধুন'-এর মতো ওপেন এন্ডেড হবে কি না, তা-ও ভাবা যেতে পারে । অর্থাৎ এক্ষেত্রে আফগানিস্তান নামক এই নিদারুণ অ্যাম্ফিথিয়েটারে কী হল এবং তা সমগ্র এশিয়ার রাজনীতিকে কীভাবে বারেবারে ঝুঁকনি দিয়ে গেল, মৌলবাদ এবং কট্টরপন্থাকে কীভাবে আইসিইউ-তে ঢোকাল ও আবার সহাস্যে হাসপাতালের বাইরে বিজয়ীর বেশে নিয়ে এল, তা দর্শক, মানে এশিয়ার বাকি জনগোষ্ঠী নিজেদের মতো করে ভেবে নেবে। আমেরিকা বা পশ্চিমি দুনিয়া আমাদের হয়তো এটাই বলতে চায়। এই থ্রিয়ারের চিত্রনাট্য যেহেতু মার্কিন মুলুকে বসেই লেখা হচ্ছে, তাই আর একটা সংশয় থেকেই যায়। আমিরকা 'র‍্যাম্বো'-র মতো সিকুয়েল বানিয়ে যাবে না তো, আর এদিকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম রক্ত ঝরেই যাবে।

রক্ত ঝরার প্রসঙ্গ যখন এল, তখন আফগানিস্তানে পালাবদল নয়াদিল্লির কেন রক্তচাপ বাড়িয়ে দিচ্ছে, সেটা উপেক্ষা কার যায় না। কাবুলে তালিবান-রাজ মানে পাকিস্তানের পোয়াবারো, ইসলামাবাদ এবং বেজিংয়ের অক্ষে আর একটি শক্তি জুড়ল । কাবুলে সাফল্যের পরে পাক গুপ্তচর সংস্থা 'আইএসআই' কাশ্মীর নিয়ে কী ভাববে, উপত্যকায় মৌলবাদ কেমন করে মাথাচাড়া দেবে, এগুলো ভারতের কাছে গভীর চিন্তার বিষয়। একই সঙ্গে মধ্য এশিয়া এবং পশ্চিম এশিয়ার পরিবর্তিত রাজনৈতিক সমীকরণ কী হবে, তা -ও বারবার ভেবে দেখতে হবে। কিন্তু সে বিষয়টা এখনই এই নিবন্ধে ঢুকছি না, কারণ কাশ্মীর এবং মধ্য এশিয়ায় কাজ কররা সুবাদে বলতে পারি, এই নিয়ে ভবিষ্যতে অনেক নিউজ প্রিন্ট খরচ হবে, টেলিভিশনে অনেকে টক শো করতে হবে। আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনার বিদায় এবং কাবুল পতনের সঙ্গে অনেকেই যেহেতু ১৯৭৫ সালে তদানীস্তন দক্ষিণ ভিয়েতনামের পতনের তুলনা করছেন এবং আমেরিকা কোনও যুদ্ধ জিততে পারে না বলে বিশ্লেষণাত্মক টিপ্পানী কাটছেন, তাঁদের বিনম্র চিত্তে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই । কমিউনিস্টদের কাছে ক্ষমতা হারানো আর পট্টরপন্থী তালিবানদের ময়দান ছেড়ে দেওয়া এক বিষয় নয়। ভিয়েতনাম আর আফগানিস্তানকে এক তুলাদাণ্ডে মাপা শুধু ভুল নয় অপরাধ। 'রাজনৈতিক লড়াই' আর 'সব্যতার লড়াই' এক হতে পারে না।

ভিয়েতনামের প্রসঙ্গে একটা বক্তিগত গল্প দিয়ে শেষ করি। বেশ কিছুদিন আগে এখবার আমার কন্যাকে সায়গন মানে অধুনা হো চি মিন শহর দেখাতে নিয়ে গিয়েছি। দক্ষিণ ভিয়েতনামের একদা রাজধানী, আজকের ভিয়েতনামের আধুনিকতম শহরে এখনও অন্যতম দ্রষ্টব্য 'প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেস' বা 'রিইউনিফকশন প্যালেস'। আমেরিকা-অনুগত দক্ষিণ ভিয়েতনারে শাসকদের একদা বাসস্থান এই বিশালাকার অট্টালিকায় বহুবার এসেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির সব আইকন, জন ফস্টার ডালেস থেকে হেনরি কিসিঞ্জার। বহু ইতিহাসের সাক্ষী সেই প্যালেস দেখতে দেখতে আমার কিশোরী কন্যা কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, প্যালেসের ছাদে কেন হেলিকপ্টার রাখা, সামনে বিশাল মাঠ থাকতেও ছাদেই কেন চপার ওঠা-নামার বন্দোবস্ত ছিল। সঙ্গী এক বন্ধু যেটা বলেছিল, সেটা প্রায় অর্ধশতাব্দী বাদেও সত্যি থেকে গেল। আমেরিকার সঙ্গে ঘর করতে গেলে প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেস'-এর ছাদ থেকেই লেহিকপ্টারে পালিয়ে যাওয়ার উপায় ভেহে রাখতে হবে যে।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

ইটানগরে রাজভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী রিজিজু এবং মুখ্যমন্ত্রী পেমার

ইটানগর, ১৯ আগস্ট (হি.স.) : ইটানগরে রাজ্যপালের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে রাজভবনে হাজির হয়েছেন কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এবং মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু।

বৃহস্পতিবার রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল ব্রিগেডিয়ার (অবসরপ্রাপ্ত) ড় বিডি মিশ্রের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন কেন্দ্রীয় আইন ও ন্যায় দফতরের মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এবং মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু। রাজ্যবাসীর কল্যাণে অভিভাবকের মতো বিভিন্ন স্তরে পদক্ষেপ নেওয়ায় রাজ্যপালকে অফুরন্ত ধন্যবাদ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। রাজ্যপালের সঙ্গে তাঁরা রাজ্য প্রশাসন নিয়ে বেশ কিছু বিষয়ে কথা বলেছেন বলে জানা গেছে।

মূলত বিজেপির 'জন আশীর্বাদ যাত্রা'য় অংশগ্রহণ করতে অরুণাচল প্রদেশে এসেছেন রিজিজু। রাজভবনের যাওয়ার আগে সদ্যপ্রয়াত বিজেপির প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি মাল্লো তারিন এবং দলীয় নেতা কাবাক ইয়াবির সমাধিস্থলে গিয়ে উভয়ের আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন আইন মন্ত্রী রিজিজু। তিনি বলেন, অরুণাচল প্রদেশে বিজেপি এবং সমাজকে শক্তিশালী করতে মাল্লো তারিন ও কাবাক ইয়াবির ব্যাপক অবদান রয়েছে। তিনি উভয়ের পরিবারবর্গের সঙ্গে মতবিনিময় করে তাঁদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। আগামী দুদিন রাজ্যে ধারা কার্যক্রম রয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর। হিন্দুস্থান সমাচার / সমীপ / অরবিন্দ

দু-পক্ষের মারপিট, উত্তপ্ত হাইলাকান্দি টাটা মোটরসের শোরুম, জখম চার, আটক চার

হাইলাকান্দি (অসম), ১৯ আগস্ট (হি.স.) : একটি গাড়ি মেরামতিকে কেন্দ্র করে দু-পক্ষের মারপিটে উত্তপ্ত হাইলাকান্দিতে সুরানা মোটরস টাটা শোরুম। মারপিটে চারজন জখম হয়েছেন। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চারজনকে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনা আজ বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে সংঘটিত হয়েছে। জানা গেছে, জেলা সদরের উপকণ্ঠে ভিচিংচায় সুরানা মোটরস নামের টাটা মটরসের শোরুমে গ্রাহক এবং কর্মচারীর মধ্যে একটি মেরামতকে কেন্দ্র করে প্রথমে বাদানুবাদ। খনিকের মধ্যে শোরুম চত্বর রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। প্রানয় এক ঘণ্টা দুই পক্ষের মধ্যে চলে খণ্ডযুদ্ধ। অবশ্য পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

জানা গেছে, গত প্রায় পাঁচ মাস আগে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত এএস ১১ ডিসি ৮৪১২ নম্বরের একটি টাটা ডিআই মিনিট্রাক মেরামতির জন্য শোরুমে দিয়েছিলেন জনৈক মুরশিদা বেগম লস্কর নামের গ্রাহক। কিন্তু গত পাঁচ মাসেও গাড়িটি মেরামতি না করে এমনিতেই ফেলে রেখে দিয়েছিল শোরুম কর্তৃপক্ষ। এই অভিযোগ গাড়ির মালিক মুরশিদা বেগমের। তাঁর অভিযোগ, আজ গাড়িটি নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি শোরুমে আসেন, তখন শোরুমের কর্মচারীরা তাঁর (মুরশিদা) এবং সঙ্গে আগতদের ওপর হামলা চালায়। অন্যদিকে, গাড়ির মালিক মুরশিদা বেগম এবং তাঁর সঙ্গীরা শোরুমের কর্মচারীদের ওপর প্রথমে হামলা চালিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন শোরুম কর্তৃপক্ষ।

ড়শঙ্কর দয়াল শর্মার জন্মবার্ষিকীতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানালনে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.) : রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড় শঙ্কর দয়াল শর্মার জন্মবার্ষিকীতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি ভবনের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড় শঙ্কর দয়াল শর্মার জন্মদিনে আজ রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এই উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি এবং রাষ্ট্রপতি ভবনের কর্মকর্তারা ড় শঙ্কর দয়াল শর্মার ছবির সামনে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

উল্লেখ্য, শঙ্কর দয়াল শর্মা ১৯১৮ সালের ১৯ আগস্ট মধ্যপ্রদেশের ভোপালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

সংক্রমণ বাড়ছেই, ৭৪ বেড়ে পাকিস্তানে করোনায় মোট মৃত্যু ২৪,৭১৩

ইসলামাবাদ, ১৯ আগস্ট (হি.স.): পাকিস্তানে আবারও বাড়ল করোনা-আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪,৩৭৩ জন। কিছুটা বেড়েছে মৃত্যুর সংখ্যা, বুধবার সারাদিনে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৭৪ জনের। ৭৪ জনের মৃত্যুর পর পাকিস্তানে এযাবত করোনা কেড়ে নিয়েছে ২৪,৭১৩ জনের প্রাণ এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১,১১৩,৬৪৭ জন। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৯ লক্ষ ৯৯ হাজার ৪০৩ জন।

বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪,৩৭৩ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৭৪ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,১১৩,৬৪৭। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৮৯,৫৩১। পাকিস্তানে পজিটিভিটি রেট ৭.৮৬ শতাংশে পৌঁছেছে।

পাকিস্তানে শিয়াদের শোভাযাত্রায় বিস্ফোরণে মৃত ৩, জখম কমপক্ষে ৫০

মুলতান, ১৯ আগস্ট (হি.স.): মধ্য পাকিস্তানে শিয়া মুসলিমদের শোভাযাত্রায় বোমা ফেটে প্রাণ হারালেন ৩ জন। এছাড়াও কমপক্ষে ৫০ জন কমবেশি আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের বাহাওয়ালনগর শহরে শিয়াদের মিছিলে বিস্ফোরণ হয়। বোমা বিস্ফোরণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শহরের পুলিশ অফিসার মহম্মদ আসাদ ও শিয়া ধর্মীয় নেতা খাওয়ার শফকত।

শিয়া ধর্মীয় নেতা খাওয়ার শফকত জানিয়েছেন, মুহাজির কলোনি থেকে শোভাযাত্রা যাওয়ার সময় আচমকাই বিস্ফোরণ হয়। পুলিশ জানিয়েছে, বিস্ফোরণে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে ও কমপক্ষে ৫০ জন আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হামলার নিন্দা করে এই ধরনের শোভাযাত্রার নিরাপত্তা আরও জোরদার করার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ করেছেন শফকত।

রাজৌরিতে এনকাউন্টারে নিকেশ জঙ্গি, গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ জেসিও

জম্মু, ১৯ আগস্ট (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে একজন সন্ত্রাসবাদী। তবে দুঃখের বিষয় হল, এনকাউন্টার চলাকালীন জঙ্গিদের গুলিতে জখম হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন একজন জুনিয়র কমিশনড অফিসার। রাজৌরি জেলার থানামান্ডি এলাকার ঘটনা। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, জঙ্গিদের গতিবিধির খবর পাওয়ার পর বৃহস্পতিবার রাজৌরি জেলার থানামান্ডি এলাকায় অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী।

তল্লাশি অভিযান চলাকালীন সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলি চালাতে থাকে জঙ্গিরা। গুলিবিদ্ধ হন সেনাবাহিনীর রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের একজন জুনিয়র কমিশনড অফিসার। তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। পরে সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে একজন জঙ্গি। নিহত জঙ্গির নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। উল্লেখ্য, এর আগে গত ৬ আগস্ট এই স্থানেই পুলিশের গুলিতে নিকেশ হয়েছিল দু''জন জঙ্গি।

তালিবানের কব্জায় আফগানিস্তানের প্রথম মহিলা গভর্নর সালিমা মাজারি

কাবুল, ১৯ আগস্ট (হি.স.): গ্রেফতার হলেন তালিবান জঙ্গিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান আফগানিস্তানের প্রথম মহিলা গভর্নর সালিমা মাজারি। দেশের কঠিন পরিস্থিতিতে যখন পুরুষ রাজনীতিবিদরা প্রাসাদে লুকিয়েছেন, তখন তিনি প্রকাশ্যে এসে বন্ধুক হাতে লড়াই করেছেন। সেই সালিমা মাজারি এখন তালিবানের হাতে আটক। গত মাসে তালিবান আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর আফগানিস্তানের রাজনীতিবিদরা যখন দেশ ছেড়ে পালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, সেই সময় হাতে বন্দুক তুলে নিয়েছিলেন আফগানিস্তানের প্রথম মহিলা গভর্নর সালিমা মাজারি। বালখ প্রদেশে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তালিবানের সামনে। আগ্নেয়াস্ত্রের লেন্সে চোখ রেখে তালিবান জঙ্গিদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছেন বালখ প্রদেশের এই গভর্নর। পুরুষ রাজনীতিবিদরা যখন প্রাসাদে লুকিয়েছেন, তখন তিনি প্রকাশ্যে এসে লড়েছেন। দেখিয়েছেন প্রকৃত 'মর্দানি'। সেই সালিমা মাজারি এখন তালিবানের হাতে আটক। বালখ প্রদেশের গভর্নর, জননেত্রী এখন কোথায় আছেন, কেমন আছেন কেউ জানে না। -হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

আইন মেনে চলি, মন্তব্য জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি. স.):বৃহস্পতিবার ভোট পরবর্তী অশান্তি মামলায় রায়দান হয়। হাইকোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চ তদন্তভার দেয় সিবিআইকে। আর এরপরেই হাইকোর্টের রায় প্রসঙ্গে """আইন মেনে চলি"""" বলে মন্তব্য রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের। একুশের বিধানসভা ভোটের পর ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগ উঠেছিল। এদিন রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনার তদন্তভার সিবিআইকে দিয়েছে হাইকোর্ট। খুন, ধর্ষণের মত অভিযোগগুলির তদন্ত করবে সিবিআই। এই প্রসঙ্গে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, """তদন্ত হোক। সব সত্যি বেরিয়ে আসবে। মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্ট উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। যারা কমিশনে রয়েছে তাদের রাজনৈতিক পরিচয় প্রকাশ্যে আসা উচিত। আমি পেশায় একজন আইনজীবী। আদালতের নির্দেশ নিয়ে কোনও কথা আমি বলব না। তদন্ত হোক। সব তথ্য সামনে আসবে """"। হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল

অন্ধ্রপ্রদেশে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত ১,৫০১ জন, মৃত্যু বেড়ে ১৩,৬৯৬

অমরাবতী, ১৯ আগস্ট (হি.স.): দক্ষিণ ভারতের রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ১,৫০১ জন। এছাড়াও মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের। ফলে অন্ধ্রপ্রদেশে করোনায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৯,৯৮,৬০৩ ও মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল, ১৩,৬৯৬। বৃহস্পতিবার অন্ধ্রপ্রদেশ স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যে নতুন করে ১,৫০১ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে এবং মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ১,৬৯৭ জন। অন্ধ্রপ্রদেশে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১৯,৬৯, ১৬৯ জন।

চোখের ছানির সফল অস্ত্রোপচার, ভালো আছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.): চোখের ছানির সফল অস্ত্রোপচার হল রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের। বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির সেনা (রেফারাল ও রিসার্চ) হাসপাতালে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের চোখের ছানির সফল অস্ত্রোপচার হয়েছে। সফল অস্ত্রোপচারের পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রপতিকে, কোবিন্দ এখন ভালই আছেন। আপাতত বিশ্রাম নিতে হবে রাষ্ট্রপতিকে।

রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব অজয় কুমার সিং জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকালে নয়াদিল্লির সেনা (রেফারাল ও রিসার্চ) হাসপাতালে ছানির অস্ত্রোপচার করিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। ছানির অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে, হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রপতিকে।

সংক্রমণ ফের বাড়ল, রাশিয়ায় ৭৯১ বেড়ে করোনায় মৃত্যু ১.৭৩ লক্ষের বেশি

মস্কো, ১৯ আগস্ট (হি.স.): রাশিয়ায় ফের বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, একইসঙ্গে বাড়ল মৃত্যুও। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) রাশিয়ায় মৃত্যু হয়েছে ৭৯১ জনের, এই সংখ্যা যুক্ত হওয়ার পর রাশিয়ায় এখনও পর্যন্ত করোনার বলি হয়েছেন ১,৭৩,৭০০ জন।মৃত্যুর পাশাপাশি নতুন আক্রান্তের সংখ্যাও বেড়েছে রাশিয়ায়। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২১,০৫৮ জন। ফলে রাশিয়ায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৬,৬৮৪,৫৩১। ইতিমধ্যেই রাশিয়ায় করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৫,৯৬৩,০৫৪ জন।

এবার বাংলায় উৎপাদিত কাপড়েই পড়ুয়াদের স্কুলের পোশাক, সুত্র

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি. স.): একটা গোটা বছর পেরিয়ে গিয়েছে তবুও পরিবর্তন হয়নি পরিস্থিতির। প্রতিনিয়ত আতঙ্ক দিচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। বর্তমানের কঠিন পরিস্থিতির মাঝেই এবার বাংলায় উৎপাদিত কাপড়েই পড়ুয়াদের স্কুলের পোশাক বানানোর সিদ্ধান্ত নিচ্ছে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার এমনটাই খবর সূত্রের।

করোনা পরিস্থিতিতে কাজ হারিয়ে সমস্যায় দেশ বিদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ। একই অবস্থায় আমাদের রাজ্যেরও। এই পরিস্থিতিতে পড়ুয়াদের স্কুলের পোশাক তৈরি করতে আর ভিন রাজ্য থেকে কাপড় আমদানি হবে না। সূত্রের খবর, এবার থেকে এই রাজ্যের উৎপাদিত কাপড় দিয়েই পোশাক তৈরী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই রাজ্যের আধিকারিকরা জেলায় জেলায় কত হ্যান্ডলুম ও পাওয়ারলুম মজুদ রয়েছে কি অবস্থায় আছে তা জানতে জোলাগুলোতে তথ্য চেয়ে পাঠানো হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল

তালিবানি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তান

কাবুল, ১৯ আগস্ট (হি.স.) : ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তান। বৃহস্পতিবার সকালে ৪.৫ মাত্রার কম্পনে কেঁপে ওঠে আফগানিস্তানের খিঞ্জ এলাকা। যার জেরে ছড়িয়ে পড়ে চাঞ্চল্য। কাবুল থেকে ১২২ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে কম্পন অনুভূত হয়। যার জেরে ছড়িয়ে পড়ে চাঞ্চল্য। তবে আফগানিস্তানে ওই কম্পনের জেরে কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কি না, সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায়নি।

এদিকে তালিবান দখলদারির মাঝে আফগানিস্তান জুড়ে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে জঙ্গি সংগঠন বিরোধী আন্দোলন। জালালাবাদের পূর্ব দিকে ইতিমধ্যেই তালিবান বিরোধী আওয়াজ উঠতে শুরু করেছে। যার মধ্যে খোস্ত প্রদেশে সবচেয়ে বেশি তালিবান বিরোধী আওয়াজ উঠতে শুরু করেছে।

মঙ্গলবার থেকে খোস্ত প্রদেশে তালিবান বিরোধী আওয়াজ উঠতে শুরু করে। এমনকী, খোস্ত প্রদেশে তালিবানের পতাকা নামিয়ে সেখানে আফগানিস্তানের পতাকা ওড়াতে শুরু করেন সাধারণ মানুষ। এরপরই জালালাবাদেও শুরু হয় তালিবান বিরোধী আন্দোলন। যার জেরে আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় তালিবান। জঙ্গিদের গুলিতে ৩ জনের মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলে। আহত হন ১০০-রও বেশি।

মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের ১৩১তম জন্মদিবসে প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দরা।

কাবুল দখলের পর এবার পাকিস্তানে নজর তালিবানের, হামলায় নিহত সেনা জওয়ান

কাবুল, ১৯ আগস্ট (হি.স.) : আফগানিস্তানে অশান্তির আঁচ এবার পাকিস্তানে। বুধবার আফগান সীমান্ত লাগোয়া খাইবার-পাখতুনখোয়া প্রদেশের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) গোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষে এক পাক সেনার মৃত্যু হয়েছে। সংঘর্ষে নিহত হয়েছে এক জঙ্গিও। পাক সেনার তরফে অবশ্য নির্দিষ্ট ভাবে তালিবানের নাম করা হয়নি। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'জঙ্গি হামলায় শহিদ হয়েছেন সেনার নায়েব সুবেদার সোনা জাই'। তবে একাংশ জানাচ্ছে, গোটা দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানেই একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ টিটিপি-র। আমেরিকায় ড্রোন হামলায় নিহত জঙ্গিনেতা বায়তুল্লা মেহসুদ প্রতিষ্ঠিত এই গোষ্ঠী বরাবরই পাক সরকারের বিরোধী। ২০১৪ সালে পেশোয়ারের একটি স্কুলে হামলা চালিয়ে শতাধিক পড়ুয়াকে খুন করেছিল টিটিপি জঙ্গিরা। প্রসঙ্গত, গত রবিবার তালিবান বাহিনী কাবুল দখলের পরেই তাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। আফগানিস্তানের পরবর্তী তালিবান সরকারে পাক সেনার মদতে পুষ্ট তালিবান নেতা সিরাজুদ্দিন হক্কানি গুরুত্বপূর্ণ পদ পেতে পারেন বলেও ইঙ্গিত মিলেছে। খাইবার-পাখতুনখোয়া প্রদেশের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে প্রভাব রয়েছে হক্কানি নেটওয়ার্কের।

এরই মধ্যে বুধবার আফগানিস্তানের জেলে বন্দি টিটিপি-র নেতা মৌলানা ফকির মহম্মদকে মুক্তি দিয়েছে তালিবান। আফগান তালিবানের নেতা মহম্মদ ইয়াকুবের নির্দেশেই তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

যোরহাটের 'বাল্যভবন'-এ নস্টালজিক মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষাজীবনের প্রথম পাঠের স্মৃতি রোমন্থন, বিদ্যালয়কে এক কোটি টাকা উপহার পত্নীর

যোরহাট (অসম), ১৯ আগস্ট (হি.স.) : যে বিদ্যালয়ে শিক্ষাজীবনের আদিপাঠ নিয়েছিলেন, সেই 'বাল্যভবন'-এ গিয়ে আজ নস্টালজিক হয়ে পড়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। রোমন্থন করেছেন শৈশবের বহু স্মৃতি। আজ বৃহস্পতিবার ঠাসা সরকারি কার্যসূচি নিয়ে যোরহাট এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে রয়েছেন পত্নী রিনিকি ভুইয়াঁ শর্মা, বিধায়ক তথা বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ হিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী, যোরহাটের অভিভাবক মন্ত্রী রণোজ পেগু প্রমুখ বহজন। শিক্ষাজীবনে যে বিদ্যালয়ে স্বামীর হাতেখড়ি, সেই বিদ্যালয়কে পত্নী রিনিকি ভুইয়াঁ শর্মা এক কোটি টাকা উপহার দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে সকাল থেকেই বাল্যভবন-এ হাজির হন প্রধানশিক্ষক, অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মচারী এবং ছাত্রছাত্রীরা। বিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারে গানে-নাচে, গলায় গামোছা পরিয়ে ও পুষ্পস্তবক দিয়ে উষ্ণ স্বাগত-অভ্যর্থনা জানানো হয়। যে বিদ্যালয়ে শৈশবে শিক্ষার হাতেখড়ি, সেই বিদ্যালয়ের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে স্মৃতিবিদুর হয়ে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী সে-সময়কার রেজিস্টার চেয়ে তাতে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে স্মতিবিদুর হয়ে পড়েন। পরে এই রেজিস্টারে কয়েক লাইন শুভেচ্ছা বাণীও লিখে রাখেন ড় শর্মা।

প্রাক্তন শিশুছাত্র এবং বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা সভার আয়োজিন করেছিলেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে আবেগিক মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, বয়স তখন তাঁর প্রায় তিন বছর। চাকরি সূত্রে বাবা ও মা যোরহাট শহরে জেবি রোডের দরঙিচুকের একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। পরে চলে আসেন জেলরোডে। ১৯৬৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি যোরহাট মিশন হাসপাতালে তাঁর জন্ম। তাঁর অন্য ভাইদের জন্মও যোরহাটেই। তাই যোরহাটের সঙ্গে তাঁর এবং গোটা পরিবারের আত্মার সম্পর্ক।

হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, সে সময়ত বাল্যভবন যোরহাটের প্রথমসারির বিদ্যালয় ছিল। বয়স তাঁর তখন প্রায় তিন বছর, ১৯৭২ সালে একদিন বাবা বাল্যভবনে গিয়ে তাঁর নাম লিখে ভরতি করে দেন। এই বাল্যভবনই তাঁর শিক্ষার হাতেখড়ি। মনে আছে, তাঁর রোল নম্বর ছিল ২৮। পরে অবশ্য উত্তরোত্তর চূড়ান্ত শ্রেণি পরীক্ষায় ১ নম্বরে স্থান লাভ করে উত্তীর্ণ হন। শৈশবে আজকের হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে তাঁর সহপাঠীরা নিতুল বলে ডাকত। তিনি বলেন, বাল্যভবনেই তাঁর সব ভাই অধ্যয়ন করেছেন।

এভাবে শৈশবের বহু স্মৃতি রোমন্থন করে আবেগিক হয়ে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাল্যভবনের একটি বিশেষ সুনাম ছিল। এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করা ছাত্রছাত্রীদের কাছে গৌরবের ছিল। বিদ্যালয়ের এক বিশেষ পরম্পরা ছিল। মন্টেসরি শিক্ষা অসমের মধ্যে যোরহাট বাল্যভবনেই শুরু হয়েছিল। এই বিদ্যালয়েই ১৯৭২ সালে তিনি প্রথম মিড-ডে মিল খেয়েছিলেন। সাম্প্রতিককালে সেদিনের মিড-ডে মিল ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিয়ে সমগ্র দেশে প্রচলিত হয়েছে, বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা।

তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীয় হিসেবে রাজ্যের সব বিদ্যালয়কে সরকারের তরফ থেকে সমদৃষ্টিতে দেখা হয়। তবে নিজের শিক্ষাজীবনের প্রথম পাঠ যে বিদ্যালয়ে, তার উন্নয়নের জন্য ভাইদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আজ। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এখানে আসার আগে পত্নী রিনিকিকে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার শিক্ষাজীবনের প্রথম পাঠ যে বিদ্যালয়ে তার উন্নয়নে তুমি কোনও উপহার দেবে কিনা। সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত এই বিদ্যালয়ে রিনিকি এক কোটি টাকা উপহার দেবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

এদিকে, সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নস্টলজিক মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, বাল্যভবন হাইস্কুলকে মন্টেসরি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় হিসেবে উন্নীত করতে ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এ ব্যাপারে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যোরহাটের অভিভাবক মন্ত্রী রণোজ পেগু এবং বিধায়ক হিতেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে দায়িত্ব দিয়েছেন, জানান মুখ্যমন্ত্রী।

হিন্দুস্থান সমাচার / নির্মলেন্দু / সমীপ

করিমগঞ্জে প্রায় দেড়শো অসহায় পরিবারের হাতে খাবারের প্যাকেট তুলে দিয়েছে বেসরকারি সংস্থা

করিমগঞ্জ (অসম), ১৯ আগস্ট (হি.স.) : লায়ন্স ক্লাব অব করিমগঞ্জ ফ্রন্টলাইনের পক্ষ থেকে প্রায় দেড়শো অসহায় পরিবারের হাতে খাবারের প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়েছে। করিমগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন বর্তমান কভোডি পরিস্থিতির শিকার অসহায় এই সকল পরিবারের সদস্যদের মুখে আহার তুলে দিয়ে নিজেদেরকে ধন্য মনে করছেন ক্লাবের সদস্যরা। করোনা অতিমারির কবলে পড়ে কর্মসংস্থান হারিয়ে পথে বসা অসহায় জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে মানবতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন লায়ন্স ক্লাব অব করিমগঞ্জ ফ্রন্টলাইনের কর্মকর্তাগণ। আগামী দিনেও রুজি-রোজগার হারানো অসহায় মানুষজন সহ শহরের ভবঘুরেদের মুখে আহার তুলে দিতে যথাসম্ভব প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন বলে জানান লায়ন্স ক্লাব অব করিমগঞ্জ ফ্রন্টলাইনের সভাপতি বিশ্বজিৎ ঘোষ। করোনা অতিমারি শুরু হওয়ার পর প্রায় বছরখানেক থেকে পরিস্থিতির শিকার অসহায় লোক সহ শহরের ভবঘুরেদের প্রতি নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে লায়ন্স ক্লাব অব করিমগঞ্জ ফ্রন্টলাইন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত অসহায় লোকদের ক্লাবের পক্ষ যথাসম্ভব সাহায্য করা হবে বলে জানান বিশ্বজিৎ ঘোষ। অসহায়দের মধ্যে আহারের প্যাকেট তুলে দিতে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সম্পাদক অসীম নাথ, কোষাধ্যক্ষ পার্থ নাথ, প্রজেক্ট চেয়ারম্যান রূপক ঘোষ, গৌতম দে, অমিত দেবরায়, সত্যজিৎ দাস, রতন পাল, প্রদীপ কুরি প্রমুখ।

বিধানসভায় সপা-কে খোঁচা, যোগী বললেন কেউ কেউ নির্লজ্জভাবে তালিবানদের সমর্থন করছে

লখনউ, ১৯ আগস্ট (হি.স.): বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সমাজবাদী পার্টিকে তীব্র আক্রমণ করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বললেন, কিছু মানুষ নির্লজ্জভাবে তালিবানদের সমর্থন করছে, তাঁরাই আবার মহিলাদের কল্যাণের কথা বলে। এই সমস্ত মানুষজনকে সম্মুখে আনা উচিত। প্রকাশ্যেই আফগানিস্তানের তালিবানি শাসনকে সমর্থন জানিয়েছেন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ সাফিকুর রহমান বরক। তালিবানদের লড়াইকে তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে তুলনা পর্যন্ত করেছেন।

তালিবানকে সমর্থনের জন্য এমনিতেই সমালোচিত হয়েছেন তিনি। এবার বৃহস্পতিবার উত্তর প্রদেশ বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৪৬ শতাংশ মহিলা নেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন ও ব্লক সভাপতি নির্বাচনে ৫৬ শতাংশ। কিছু মানুষ (বিরোধীরা) নির্লজ্জভাবে তালিবানদের সমর্থন করছে, তাঁরাই আবার মহিলাদের কল্যাণের কথা বলে। এই সমস্ত মানুষজনকে সম্মুখে আনা উচিত।' নিজ সরকারের খতিয়ান তুলে ধরে যোগী আরও বলেছেন, 'বিগত চার বছরে আখের বকেয়ার জন্য কৃষকদের ১ লক্ষ কোটি টাকার বেশি দেওয়া হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের একটি প্রকল্পের অধীনে ট্যাবলেট ও স্মার্টফোন দেওয়া হবে, যাতে তাঁরা ডিজিটাল সম্পদ ব্যবহার করতে পারেন।' যোগী জানান, 'জুলাই মাস থেকে রাজ্য সরকারের কর্মীদের মহার্ঘ্য ভাতা ২৮ শতাংশ বাড়িয়েছে রাজ্য সরকার। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পারদের সম্মানী বৃদ্ধি করবে সরকার।'

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

গ্রহের সূত্র এবং কেপলার

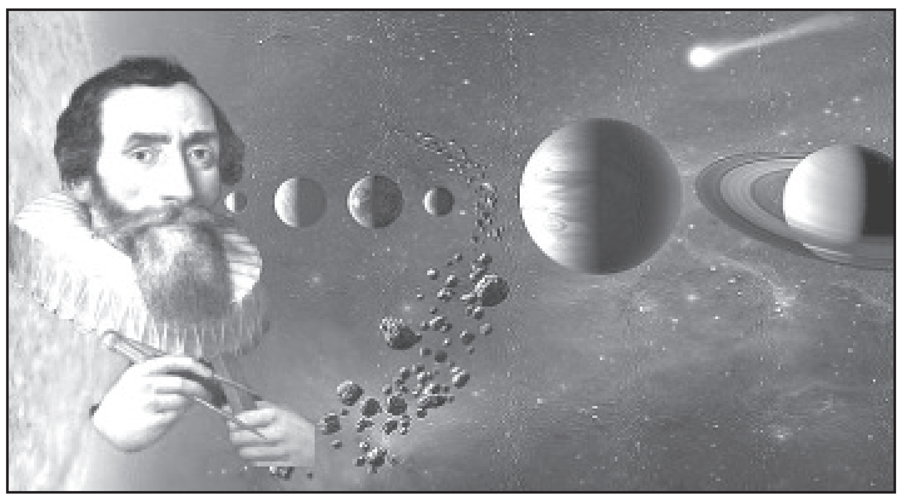

একটানা কয়েক রাত রাতের আকাশের দিকে নজর রাখলে দারুণ একটি ব্যাপার আপনার চোখে পড়বে। দেখবেন, প্রতি রাতেই তারারা একটু একটু করে পশ্চিমে সরে যাচ্ছে। একটি নির্দিষ্ট রাতে তো সরে অবশ্যই। এ ছাড়া একটি তারা প্রতি রাতে আগের রাতের প্রায় চার মিনিট আগেই একই অবস্থানে চলে আসে। এক বছর পর একে ঠিক আগের সময়ে আগের জায়গায় দেখা যায়। কিন্তু গ্রহরা এই নিয়ম মানে না। দূরের তারাদের তুলনায় কখনো এরা বেশি পশ্চিমে চলে যায়। কখনো আবার পরের রাতে দেখা যায়এরা আগের চেয়ে পূর্ব দিকে চলে এসেছে। প্রাচীনকালে গ্রহদের এই আচরণ ছিল ব্যাখ্যাতীত। অ্যারিস্টটলীয় মতবাদ অনুসারে, পৃথিবী ছিল মহাবিশ্বের কেন্দ্রে। এ ধারণার ভিত্তিতে গ্রহদের গতির ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য টলেমি প্রস্তাব করলেন দূরের তারাদের পাশাপাশি গ্রহরাও পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। তবে এরা তার পাশাপাশি নিজেরা আবার একটি বৃত্তপথে ঘুরছে। এই পথের নাম ছিল মন্দবৃত্ত।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এই মডেল সঠিক হলে কখনো কখনো চাঁদকে দ্বিগুণ কাছে দেখা যাওয়ার কথা। তার মানে ভুল আছে এতে। কিন্তু ভুলটি ঠিক কোথায়? আর সঠিক মডেলটিই বা কী?

সেই গ্রিকদের আমলেই অ্যারিস্টার্কাসসহ অনেকে পৃথিবীর বদলে সূর্যকে মহাবিশ্বের কেন্দ্রে চিন্তা করতেন। ১৫৪৩ সালে কোপার্নিকাস এই মতবাদকে নতুন করে আলোচনায় নিয়ে আসেন। এর আগে আরবের জ্যোতির্বিদদের কেউ কেউও কাছাকাছি ধারণা প্রস্তাব করেন। যেমন আবু সাঈদ আল সিজ্জি বলেন, আকাশের তারাদের চলাচলের কারণ আসলে পৃথিবীর নিজ অক্ষের সাপেক্ষে ঘূর্ণন।

কিন্তু সঠিক জ্ঞান জানতে হলে চাই পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া তথ্য। কাজটি নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নিলেন টাইকো ব্রাহে। এই জ্যোতির্বিদ ১৫৪৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন ডেনমার্কে। তাঁকে আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার প্রথম সক্ষম চিন্তাবিদ বলা হয়। রাতের পর রাত অমানুষিক পরিশ্রম করে তিনি যে পর্যবেক্ষণগুলো জড়ো করলেন, তা প্রচলিত তথ্যের চেয়ে ছিল পাঁচ গুণ সঠিক। তখনো কিন্তু টেলিস্কোপেরও প্রচলন হয়নি। টেলিস্কোপ ছাড়া কাজ করা উল্লেখযোগ্য জ্যোতির্বিদদের মধ্যেও তিনিই সর্বশেষ। তবু তাঁর পর্যবেক্ষণগুলো একদিকে যেমন ছিল নির্ভুল, তেমনি পরিমাণেও ছিল বিশাল। কোপার্নিকাসের মডেলের জ্যামিতিক সুবিধা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি সঠিকভাবে বুঝতে পারেন, চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। গ্রহরা ঘুরছে সূর্যের চারদিকে। তবে তিনি ভুল করে মনে করে বসেন যে সূর্য ঘুরছে পৃথিবীর চারদিকে। অর্থাত তিনি কোপার্নিকান মডেলের সঙ্গে পুরোপুরি একমত ছিলেন না। কেপলারসহ অন্যান্য কোপার্নিকান জ্যোতির্বিদেরা তাঁকে সৌরকেন্দ্রিক মডেল মেনে নেওয়ার জন্য বোঝাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ভুল ধারণা নিয়েই ১৬০১ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কেপলারের জন্ম ১৫৭১ সালে, জার্মানিতে। ক্যারিয়ারের উল্লেখযোগ্য সময় তিনি গণিতের শিক্ষক হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। ১৬০০ সালের ফেব্রুয়ারিতে টাইকোর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। এ সময়ই প্রাগ শহরে টাইকো দুজন সহকারীকে নিয়ে তাঁর যুগান্তকারী পর্যবেক্ষণগুলো সংগ্রহ করছিলেন। পরের দুই মাস তিনি টাইকোর বাড়িতে বেড়ালেন। চিন্তাভাবনা করলেন মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে পাওয়া তথ্যগুলো। প্রথম দিকে টাইকো নিজের উপাত্তগুলো খুব সযত্নে লুকিয়ে রাখতেন। কিন্তু কেপলারের তাত্ত্বিক জ্ঞান তাঁকে যথেষ্ট মুগ্ধ করে। ফলে কেপলার আগের চেয়ে বেশি তথ্য নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ পেলেন। হঠাৎ করে টাইকোর সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেল কেপলারের। শেষ পর্যন্ত সম্পর্ক আবার জোড়া লাগল। পরিবার নিয়ে ফিরে আসার জন্য বাড়ি এসে বিভিন্ন কারণে আর সঙ্গে সঙ্গে ফিরতে পারলেন না। সেটা জুন মাসের কথা। শেষ পর্যন্ত আগস্টে ফিরে এলেন টাইকো ব্রাহের কাছে। একত্রে কাজ শুরু হলো পুরোদমে। ১৬০১ সালের অক্টোবরে আকস্মিকভাবে টাইকোর মৃত্যু হলে তাঁর অসমাপ্ত কাজের ভার পড়ে কেপলারের ওপর।

দীর্ঘদিন সাধনা করে ১৬০৯ সালে তিনি গ্রহের গতির প্রথম দুটি সূত্র এবং ১৬১৯ সালে তৃতীয় সূত্র প্রকাশ করেন। প্রথম সূত্র থেকেই জানা গেল, গ্রহরা সূর্যের চারদিকে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘোরে। সূর্যের চারদিকে গ্রহদের ঘোরার বিষয়টি প্রমাণিত হলেও আরও বহুদিন যাবতসূর্যকে পুরো মহাবিশ্বের কেন্দ্র ভাবা হতো। আঠারো শতকে এসে ধারণা তৈরি হলো না, মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রই হয়তো মহাবিশ্বের কেন্দ্র। আর এখন? এখন আমরা জানি, মহাবিশ্বের কেন্দ্রই নেই। কেন নেই সেটা না হয় আমরা আরেক দিন জানব।

পিঁপড়া কেন এক পথে চলে ?

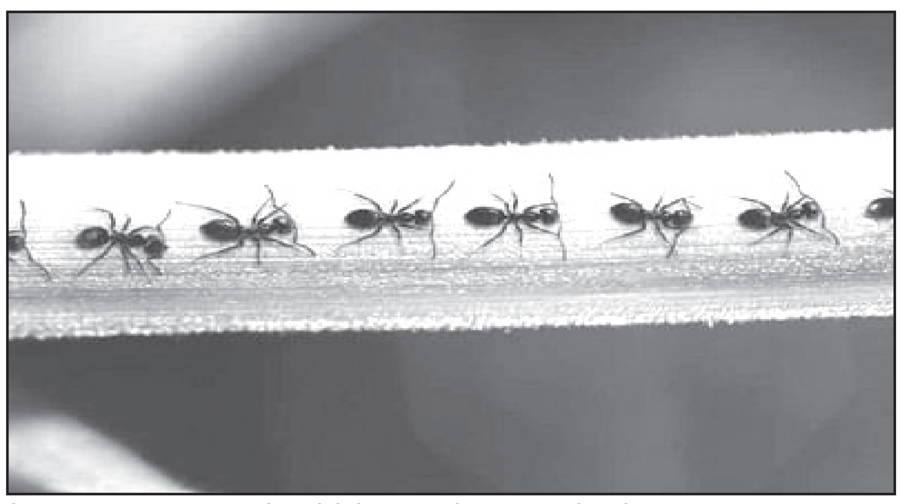

পিঁপড়েদের চলাফেলা ভারি অদ্ভুত। এরা দলবেঁধে চলে, সারবেঁধে চলে। প্রথম পিঁপড়া যে যে পথে যায়, অন্যরা সেই একই রেখা অনুসরণ করে চলে। প্রথম পিঁপড়া একপাশে কয়েক মিলিমিটার সরে গিয়ে আবার যদি আগের পথে ফিরে আসে, অন্য পিঁপড়াও সেটুক বাঁকা পথ অনুসরণ করেই চলবে। একচুলও এদিক-সেদিক হবে না। কিন্তু পিঁপড়ারা এই সামাজিক চলাফেরা কিন্তু শুধু চোখে দেখে করে না; চোখে দেখে এতটা সূক্ষ্মভাবে অগ্রগামীকে অনুসরণ করা সম্ভবও নয়। এর পেছনে রয়েছে রসায়নের খেলা। পিঁপড়াদের আছে ফেরোমন নিঃসরণের ক্ষমতা। পিঁপড়ার দলনেতা চলে সবার আগে। সে চলার সময় পথে ফেরোমন ছড়িয়ে যায়। সেই ফেরোমনের গন্ধ শুঁকে পেছনের পিঁপড়াটি তাকে অনুসরণ করে। দ্বিতীয় পিঁপড়াটিও ফেরোমন ছিটিয়ে এগিয়ে চলে। সুতরাং পরপর সব পিঁপড়া ফেরোমনের গন্ধ অনুসরণ করে একই রেখায় চলতে পারে। পিঁপড়ার সারির মাঝখানের কোনো স্থানে যদি মুছে ফেলা হয়, তখন দেখা যাবে পেছনের পিঁপড়াগুলো সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে। ফেরোমনের গন্ধ মুছে গেছে, তাই তখন চলার পথ ঠিক করতে অসুবিধা হয়।

পিঁপড়ার নাক নেই। ফেরোমনের গন্ধ অনুসরণ করার জন্য তারা মাথার সামনের দিকে থাকা অ্যান্টেনা ব্যবহার করে।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে এই সব খাবার গুলি

করোনাকালে শরীরের প্রতি বাড়তি যত্ন নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। শরীরে রোগ বাসা বাঁধলে করোনার ঝুঁকি বেড়ে যায় অনেকটাই। এই সময়ে অনেকেই নানা আতঙ্কে কাটান এবং দীর্ঘসময় ধরে বাসাবাড়িতে অবস্থান করেন। এতে করে রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে। তাই পটাশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শরীরের জন্য অন্যতম জরুরি উপাদান হলো পটাশিয়াম। তাই খাবারে রাখতে হবে পটাসিয়াম। ফলের মধ্যে কলা খেলে পটাশিয়াম ঘাটতি নিয়ে চিন্তা থাকে না। মাঝারি আকারের একটা কলায় পটাসিয়াম থাকে প্রায় ৪২২ মিলিগ্রাম। কিন্তু অনেকেই কলা খেতে পছন্দ করেন না। সে ক্ষেত্রে শাক, টমেটো, ফলের রস এবং সব রকমের ডালে মিটবে পটাশিয়ামের ঘাটতি। এই সময়ে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখাটা জরুরি। তাই যাদের কলা খেতে সমস্যা নেই, তারা কলা তো খাবেনই এর সঙ্গে আরও যা খেতে পারেন তা জেনে নিন. ডাবের জল চিকিতকরা বলেন, পুষ্টির সমাহার রয়েছে ডাবের জলে। এক কাপ ডাবের জলে প্রায় ৪০৫ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম থাকে। তাই নিয়মিত ডাবের জল খেলে পটাশিয়ামের ঘাটতি দূর হবে। তাতে আপনার রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হবে। বেদানা এই ফলে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার, প্রোটিন, ভিটামিন সি, ভিটামিন কে, ফোলেট। ১০০ গ্রাম বেদানায় পটাশিয়ামের পরিমাণ ২৩৬ মিলিগ্রাম। তাই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত কার্যকর এটি। তাই খাবারের তালিকায় বেদানা রাখার চেষ্টা করুন। লেবুজাতীয় ফল পটাশিয়ামের সমাহার রয়েছে মোসাম্বিতে। ১০০ গ্রাম মোসাম্বিতে রয়েছে ৪৯০ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম। এছাড়া ১০০ গ্রাম কমলালেবুতে রয়েছে ১৮১ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম। যে কোন লেবুতে পাবেন পটাশিয়াম।

তরমুজ এই ফলে জলের পরিমাণ অনেকটাই বেশি। হৃদযন্ত্রের সমস্যায় উপকারী তরমুজ, এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে। মাত্র এক টুকরা তরমুজে (গোটা তরমুজের ১৬ ভাগের এক ভাগ) ৩২০ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম থাকে। যা প্রতিদিনের প্রয়োজনের প্রায় ৭ শতাংশ পূরণ করতে সক্ষম।

আলু খাবারে আলু থাকে না, এ রকম মানুষ পাওয়া বেশ দুষ্কর। ১০০ গ্রাম আলুতে ৪২১ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম রয়েছে। তাই সহজেই অপরিহার্য উপাদানের ঘাটতি মেটায় এই সবজি। মিষ্টি আলুতেও পটাসিয়ামের মাত্রা যথেষ্ট। ১০০ গ্রাম মিষ্টি আলুতে পটাশিয়ামের পরিমাণ ৩৩৭ মিলিগ্রাম। অ্যাপ্রিকট বা খুবানি শুকনো অ্যাপ্রিকট যদি দিনে ৬টা খাওয়া যায়, তাহলে সহজেই ৪৮৮ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম পাওয়া যেতে পারে। এতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে, চোখ ভাল থাকবে এবং হাড়ের গঠনও মজবুত হবে। পালং শাক এই শাক পুষ্টির সমাহার বললে ভুল হবে না। অপরিহার্য ভিটামিন এ, সি, কে ছাড়াও রয়েছে ফোলিক অ্যাসিড, আয়রন, ক্যালসিয়াম। এক কাপ পালং শাকে প্রায় ৫৪০ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম থাকে। ওজন কমাতেও সাহায্য করে পালং। আপনার প্রতিদিনের খাবারে উপরোক্ত খাদ্যদ্রব্যগুলোকে সংযুক্ত করুন। তাতে করে আপনার রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকবে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকলে ভালো থাকবে হৃদযন্ত্র, এর সঙ্গে কিডনিও ভাল থাকবে।

প্রযুক্তি কি মস্তিষ্ক বদলে দিচ্ছে ?

গ্রিক দার্শনিক প্লেটো ছিলেন আরেক গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিসের ছাত্র। সক্রেটিস অনেক বড় দার্শনিক হলেও তাঁর কোনো লেখা পাওয়া যায় না। প্রাচীন গ্রিক পণ্ডিতেরা স্মৃতিবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁরা একটি প্রাসাদ কল্পনা করে সেখানকার একেক ঘরে বিভিন্ন তথ্য রেখে দিতেন। পরে ওই প্রাসাদে কাল্পনিক ভ্রমণের মাধ্যমে সেই তথ্যগুলো পুনরুদ্ধার করতেন। এই পদ্ধতি মেথড অব লোসাই নামে পরিচিত গ্রিক ভাষায় লোসাই মানে স্থান)। প্লেটো স্মৃতি থেকে সক্রেটিসের বিভিন্ন কথোপকথন ও তাঁর বিচারের জবানবন্দি সংলাপ আকারে লিখে রেখে গিয়েছিলেন। প্লেটো নিজেও প্রচুর লিখেছেন। তবে তিনি আবার লেখনীর প্রচলন দেখে অন্যদের সাবধানও করে দিয়েছিলেন। তার ভয় ছিল, লেখনীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লে সমসাময়িক গ্রিকরা স্মৃতিশক্তি ব্যবহার করা থেকে নিরুতাহিত হবে।

আধুনিক যুগেও এমন অনেককে পাওয়া যাবে, যাঁরা মনে করেন গুগল আমাদের নিরেট মূর্খ বানাচ্ছে, সামাজিক মাধ্যম আমাদের অসামাজিক করে তুলছে আর স্মার্টফোন আমাদের করে তুলছে অস্থির, চপলমতি, খামখেয়ালি। এ ধরনের কথাবার্তা আধুনিক প্রযুক্তির ইতিবাচক দিকগুলোকে মোটেই ধর্তব্যের মধ্যে না এনে একচোখা সমালোচনা করে। প্রযুক্তি আমাদের ওপর কী প্রভাব ফেলছে, তা এককথায় বলে দেওয়ার জন্য প্রকৃত পরিস্থিতি বেশ জটিল। তবে প্রযুক্তির একটা নেতিবাচক প্রভাব যে রয়েছে, সেটা আমরা অনুভব করতে পারি। কয়েক বছর আগে যেখানে এক ডজন ফোন নম্বর মনে থাকত, এখন নিজের নম্বরই মনে করতে কষ্ট হয়ে যায়। অধিকাংশ অনলাইন পাঠক বড় প্রবন্ধের জায়গায় কয়েক শ শব্দের ছোট লেখা পড়তে পছন্দ করেন। আর আমরা প্রত্যেকেই এমন কাউকে চিনি, যিনি আধা ঘণ্টাও স্মার্টফোনে একবার চোখ না বুলিয়ে থাকতে পারেন না। প্রযুক্তি আমাদের মস্তিষ্ককে বদলে দিচ্ছে কি না, সে-বিষয়ক কিছু গবেষণার খবর জানা যাক।

আমরা গোল্ডফিশের স্মৃতি নিয়ে হাসিঠাট্টা করি, যার স্থায়িত্ব নাকি ৩ সেকেন্ড। এটা মিথ। অ্যাকুরিয়ামে পোষা এই মাছের স্মৃতি পাঁচ মাস পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। যদি বলি, গোল্ডফিশের মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা মানুষকে টেক্কা দেবে, তাহলে আমাদের অহংবোধে ব্যথা লাগবে কি?

২০১৫ সালে কানাডায় পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, তারা

কোনো বিষয়ে গড়ে মাত্র ৮ সেকেন্ড মনোযোগ ধরে রাখতে পারে, যেখানে গোল্ডফিশ মানুষের চেয়ে এক সেকেন্ড বেশি মনোযোগ ধরে রাখতে পারে। এর ১৫ বছর আগের একটি গবেষণা অনুসারে মানুষের মনোযোগ ধরে রাখার স্থায়িত্ব ছিল গড়ে ১২ সেকেন্ড। শুধু উল্লিখিত গবেষণা নয়, ২০১২ সালের যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও পুয়ের্তো রিকোর হাজার হাজার শিক্ষকের পরিচালিত জরিপ বলছে, এখনকার স্কুল শিক্ষার্থীরা বেশিক্ষণ মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না। মাত্র ১৫ বছরে এমন কী হলো যে উন্নত বিশ্বের নাগরিকদের মনোযোগ ধরে রাখার ক্ষমতার এত অবনতি ঘটল?

এই শতাব্দীর শুরু থেকেই মোবাইল ফোন, বিশেষ করে স্মার্টফোন মানুষের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। সহজলভ্য এই প্রযুক্তি পারস্পরিক যোগাযোগ যেমন সহজ করে দিয়েছে; তেমনি মেসেজ, চ্যাট, ফেসবুক নোটিফিকেশনসহ অজস্র তথ্যে ক্ষণে ক্ষণে আমাদের মনোযোগ কেড়ে নিচ্ছে। বিভিন্ন প্রযুক্তির প্রসার এবং মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা কমে যাওয়া-এ দুটি ঘটনা একসঙ্গে ঘটেছে, সে জন্য তাদের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে এমনটা আমরা বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে দাবি করতে পারব না। তবে অনেকে এমনটাই ভাবছেন। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়ুবিজ্ঞানী অধ্যাপক রাসেল পোল্ডরাক যেমন ভাবছেন, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি নিশ্চিত যে প্রযুক্তির কারণে আমাদের অপেক্ষা করে মনোযোগ দেওয়ার ধৈর্য কমে গেছে। আর তাতণিক তথ্যের চাহিদা বেড়ে গেছে।'

তথ্যপ্রযুক্তি মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে কি নাএ বিষয়ে বিজ্ঞানীরা পুরোপুরি নিশ্চিত হতে না পারলেও অধিক প্রযুক্তি ব্যবহারে মানুষের মেজাজ বদলে দেওয়ার সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গেছে। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অধিক ব্যবহার করলে আত্মবিশ্বাস কমে নিজেকে অযোগ্য মনে হতে পারে। অনলাইনে সবাই নিজের সেরা ছবি আর ইতিবাচক ঘটনার খবরই সাধারণত সবাইকে দেখান।

এ ছাড়া বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে অনেক ছবি সম্পাদনার মাধ্যমে নিখুঁত আদর্শ হিসেবে প্রচারিত হয়। এ ধরনের অজস্র ছবি দেখা হলে তা মস্তিষ্কের অ্যামিগডালার মতো অঞ্চলের কিছু স্নায়ুজালিকা সক্রিয় করে। সেই স্নায়ুজালিকা ভয় ও দুশ্চিন্তার সঙ্গে জড়িত। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, মেয়েরা তাদের মায়েদের খুদে বার্তা পাঠালে তাদের মধ্যে কর্টিসোল হরমোন উতন্ন হয়। কর্টিসোল হরমোন মানসিক চাপের জন্য দায়ী, যেখানে তৈরি হওয়ার কথা ছিল ভালো অনুভূতি উদ্রেককারী অক্সিটোসিন। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আমরা প্রিয় মানুষদের সাহচর্যে একটি ন্যূনতম সময় কাটানোর জন্য অভিযোজিত। মানুষের পরস্পর আবেগীয় মিথস্ক্রিয়া না হলে তা শারীরিক বা মানসিক সমস্যা তৈরি করতে পারে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অধিক আসক্তি আমাদের সরাসরি মিথস্ক্রিয়ার সময় কমিয়ে দেয়।

স্মৃতির ওপর প্রযুক্তির প্রভাব কী, এটা অবশ্য পরিষ্কার নয়। দিনকে দিন আমরা ফোন নম্বর ও অন্যান্য ছোটখাটো তথ্য মনে করার জন্য স্মার্টফোন ও সার্চ ইঞ্জিনের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছি। এটাকে অনেকে ইতিবাচক, অনেকে নেতিবাচকভাবে দেখেন। যেমন অনেকে মনে করেন, অপ্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য অন্য যন্ত্র বা ইন্টারনেট ব্যবহার করলে মস্তিষ্কের ওপর চাপ কমে। ফলে তুলনামূলক প্রয়োজনীয় তথ্য সহজেই স্মৃতিতে জমা রাখতে যায়। অন্যদিকে, কম্পিউটার গেমে আসক্ত ব্যক্তিদের ওপর করা পরীক্ষায় দেখা গেছে, তাদের মস্তিষ্কের সামনে ফ্রন্টাল লোবের ধূসর পদার্থ সংকুচিত হয়ে যায়। ফ্রন্টাল লোব পরিকল্পনা ও উচ্চতর চিন্তার কাজে সাহায্য করে। কম্পিউটার গেমে আসক্তি তাই স্বাভাবিক চিন্তা করার ক্ষমতা ব্যাহত করতে পারে। তবে ইন্টারনেটে আসক্ত ও সাধারণ ব্যবহারকারীদের মধ্যে তুলনামূলক পরীক্ষা করলে বোঝা যাবে যে প্রযুক্তির এ ধরনের নেতিবাচক প্রভাবের মাত্রা কতটুকু। প্রযুক্তি আমাদের ঘুমের ওপর একটা বড় প্রভাব ফেলছে। অনেকেই দিনে যতটা সময় ঘুমান, তার চেয়ে বেশি সময় ব্যয় করেন প্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে। যেমন কম্পিউটারে কাজ করা, ফোনে কথা বলা, খুদে বার্তা লেনদেন, টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসমূহে ঘুরে বেড়ানো ইত্যাদি। এসব কর্মকাণ্ড দুইভাবে ঘুমকে প্রভাবিত করছে। প্রথমত, বিষয়বস্তু, যা হতে পারে ছবি, লেখা বা ভিডিও, যার জন্য আমরা ঘুমের সময়ও জেগে থাকি। দ্বিতীয়ত, মোবাইল বা এ ধরনের ডিভাইস নীল আলো নিঃসরণ করে। এই নীল আলো মস্তিষ্কে ঘুমের জন্য প্রয়োজনীয় হরমোন মেলাটনিন উতন্ন করতে বাধা দেয়। সূর্যের আলোয় আলোকিত যে দিন আমরা দেখি, সেখানেও একই কম্পাঙ্কের নীল আলো থাকে। মোবাইল থেকে আসা এই আলো মস্তিষ্কের পিনিয়াল গ্রন্থিকে বলে দিন হয়ে গেছে, সুতরাং মেলাটনিন তৈরি করা বন্ধ করো। আমাদের যদি প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঘুম না হয়, তাহলে বিষণতা, স্থূলতা, পড়াশোনা খারাপ হওয়া ইত্যাদি সমস্যা হতে পারে। বিজ্ঞানীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের সঙ্গে ঘুমের সমস্যার সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। ঘুমের সময় মোবাইল ব্যবহার আশঙ্কাজনক জনপ্রিয় অভ্যাস হলেও তা আমাদের ঘুমে সমস্যা ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঘুম না হওয়া সংশ্লিষ্ট মনোদৈহিক সমস্যার কারণ হতে পারে।

যে লোক দুই হাতে সমান কাজ করতে পারে, তাকে আমরা সব্যসাচী বলি। প্রযুক্তির সহযোগিতায় আমরা একসঙ্গে অনেক কাজ করে ফেলতে পারিঅন্তত আমরা তাই ভাবি। কেউ হয়তো পড়ার সময় বন্ধুর সঙ্গে মোবাইলে বার্তা পাঠিয়ে গল্প করছে, অন্যদিকে হেডফোন দিয়ে গানও শুনছে। পড়ার ফাঁকে আবার ই-মেইল বা ফেসবুক থেকেও ঘুরে আসছে নতুন কী ঘটল তা দেখার জন্য। বিভিন্ন গবেষণা থেকে উঠে এসেছে, আমাদের মস্তিষ্ক একসঙ্গে একাধিক কাজ করার জন্য তৈরি হয়নি।

যেমন একটি গবেষণায় দুই দল শিক্ষার্থীর একটিকে নির্দিষ্ট কাজ করতে দেওয়া হলো। এর মধ্যে একটি দল শুধু ওই কাজটিই করছে, অন্য দল কাজের মধ্যে খুদে বার্তাও পাঠাচ্ছে। দেখা গেল, এক কাজের মধ্যে যারা অন্য কাজ করে, তাদের অন্যদের তুলনায় প্রায় দেড় গুণ বেশি সময় লাগে (বার্তা পাঠানোর সময় বাদ দিয়েও)। প্রযুক্তির ব্যবহার হয়তো আমাদের একসঙ্গে অনেক কাজ করতে সক্ষমতা দিয়েছে। তবে এর জন্য কাজে অতিরিক্ত সময় লাগার মতো মূল্যও দিতে হচ্ছে।

প্রযুক্তি আমাদের জীবন বদলে দিচ্ছে, অনেক কিছু সহজ ও মসৃণ করে দিচ্ছেএ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রযুক্তি কি আমাদের মস্তিষ্কও বদলে দিচ্ছে? অবশ্যই। স্মার্টফোন, কম্পিউটার, জিপিএস ইত্যাদিতে অভ্যস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের স্নায়ুসংযোগের ধরনও বদলে যায়। কিন্তু কলম দিয়ে লেখা, রান্না করা কিংবা স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহার করলেও স্নায়ুসংযোগ বদলে যায়। সুতরাং প্রযুক্তি আমাদের মস্তিষ্ক কীভাবে বদলে দিচ্ছে, সেটা নিয়ে না ভেবে আমাদের বরং চিন্তা করা উচিত আজকের ডিজিটাল পর্দায় বন্দী অনলাইনে যুক্ত জীবনধারায় মস্তিষ্ক কীভাবে অভিযোজিত হচ্ছে।

প্রযুক্তি খুব দ্রুত অগ্রসর হলেও আমাদের দেহ ও মস্তিষ্কের গঠন প্রস্তর যুগের মানুষ থেকে খুব একটা বদলায়নি। কাজেই উন্নত প্রযুক্তি কীভাবে আমাদের জীবনধারায় সংযুক্ত করলে শারীরবৃত্তীয় সমস্যা হবে না, সেটা আমাদের যাচাই করা দরকার।

বর্ষায় চুল পড়া বন্ধ করার কিছু টিপস দেখেনিন

ভ্যাপসা গরমের পর বর্ষায় হাফ ছেড়ে বাঁচে মানুষ। স্বস্তিদায়ক বর্ষা আসাতে স্বভাবতই খুশি মনে থাকে সবাই। কিন্তু চুলের হাল একদমই ভালো থাকে না। এ সময়ই চুলে বিভিন্নরকম সমস্যা দেখা দেয় সবচেয়ে বেশি চুল ওঠে ও, বর্ষায় চুল নিয়ে বিপত্তিতে আছেন! মাথায় চিরুনি দিলেই চুলে ভরে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আর কয়েক দিন গেলেই মাথা খালি হয়ে যাবে। আজকের শহুরে জীবনে এটাই বড় চ্যালেঞ্জ। কিছু টিপস বা উপায় মেনে চললেই এড়াতে পারেন এই সমস্যা। আপনার চুল আপনার মাথাতেই থাকবে।

এবার জেনে নিন কি করতে হবে আপনাকে -

বৃষ্টিতে ভিজলেই আবার স্নান

বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশে থাকে বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণা ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ।তাই বৃষ্টিতে ভিজলে আবার চুল ধুয়ে ফেলতে হবে। নইলে স্ক্যাল্পে জমে যাবে ওই ধূলিকণা। এর ফলে চুলের গোড়া আলগা হয়ে চুল পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে। তাই হাল্কা কোনও শ্যাম্পু দিয়ে ভাল করে চুল ধুয়ে মাথা পরিষ্কার করে মুছে নিন। এর পর স্ক্যাল্পে দিন লেবুর রস। তাতে ধূলিকণা বেরিয়ে যাবে।

মাথা ঢেকে রাখুন

বাইরে বের হলেই মাথা ঢেকে রাখুন। বর্ষার আর্দতা থেকে বাঁচবে চুল। মানানসই রঙিন টুপি বা স্কার্ফ ব্যবহার করুন। ফলে এক ঢিলে দুই পাখি। চুলও বাঁচল, ফ্যাশনও হলো।

ভেজা চুলে চিরুনি নয়

এই নিয়ম মনে রাখতে হবে সারাবছরই। তবে বর্ষায় ভাল করে চুল শুকিয়ে তবেই চুল আঁচড়াবেন। জট ছাড়াবার জন্য ব্যবহার করুন মোটা দাঁতের চিরুনি। ভিজা চুল আঁচড়ালে তা আরও ছিঁড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। অবশ্যই ব্যবহার করুন নিজের চিরুনি। কারণ বর্ষায় অন্যের চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ালে বিপদের আশঙ্কা আরও বেশি।

গরম তেলের মালিশ

বর্ষার জন্য বেছে নিন উষ্ণ তেল। ভাল করে তা মালিশ করুন স্ক্যাল্পে। বর্ষার আর্দতায় চুলে যে জট পড়ে, তার হাত থেকে রেহাই পাবেন অনেকটাই। স্ক্যাল্পে তেল ফিরিয়ে আনবে চুলের হারিয়ে যাওয়া জেল্লা। চুল মজবুত তো হবেই। সেই সঙ্গে মসৃণও হবে। তেলতেলে হয়ে যাওয়ার ভয়ে বর্ষায় তেল থেকে দূরে থাকবেন না। বরং তেল মালিশের পরে শ্যাম্পু করে নিবেন। চুল থাকবে ঝরঝরে।

কন্ডিশনার দিতে ভুলবেন না

শ্যাম্পুর পরে ভাল করে চুলে কন্ডিশনার দিন। বেশি করে কন্ডিশনিং-এর প্রলেপ থাকুক চুলের ডগায়। যতটা মন দিয়ে চুলে কন্ডিশনার দেবেন, ততটাই যত্ন নিয়ে তা চুল থেকে ধুয়েও ফেলবেন। নয় তো হিতে বিপরীত। এখন অনেক এক্সপার্ট বলেন, বেশি তৈলাক্ত চুল হলে শ্যাম্পুর আগে ভিজে চুলে কন্ডিশনার দিতে। তারপর শ্যাম্পু করে নিলেই চুলের সুস্বাস্থ্য হাতের মুঠোয়।

হেয়ার স্টাইলিং বন্ধ থাকুক

যারা চুলে নিত্যনতুন স্টাইল করেন। বর্ষায় এই স্টাইল বন্ধ রাখুন। এমনিতেই রাসায়নিক ক্ষতি করে চুলের। বর্ষায় সেই ক্ষতির বহর বেড়ে যায়। কারণ ওই রাসায়নিক স্ক্যাল্পে জমে ক্ষতি করে চুলের। তাই বর্জনীয়।

টিএসইউ'র প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয় বৃহস্পতিবার। ছবি ঃ নিজস্ব

আফগানিস্তানের ঘটনাক্রমের উপর নজর, আটকে থাকা ভারতীয়দের ফিরিয়ে সচেষ্ট, জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.) : আফগানিস্তানে এখনও আটকে রয়েছেন বহু ভারতীয়। তাঁদের ফেরানোর চেষ্টা চালাচ্ছে কেন্দ্র। এই পরিস্থিতিতে নয়াদিল্লি তালিবানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে? এই প্রশ্নের জবাবে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর জানালেন, আমরা নজর রাখছি পরিস্থিতির উপর। কথাবার্তা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এই মুহূর্তে নিউইয়র্কে রয়েছেন জয়শঙ্কর। সেখানেই সাংবাদিকদের সামনে তিনি বলেন, "এই মুহূর্তে আমরা কাবুলের পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছি। যেহেতু তালিবান কাবুলের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে তাই আমাদের তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তবে আফগানিস্তানের জনগণের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক একই রকম থাকবে।"
এই মুহূর্তে ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনা প্রথম লক্ষ্য বলেই জানিয়েছেন জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, "সবার মতো আমরাও আফগানিস্তানের পরিবর্তিত পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছি। আমাদের প্রধান লক্ষ্য সেখানে থাকা ভারতীয়দের সুরক্ষার দিকে নজর রাখা ও ভারতীয়দের নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনা।"
যদিও তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি ভারত। এই বিষয়ে তালিবানের হুঁশিয়ারির মুখেও পড়তে হয়েছে নয়াদিল্লিকে। তালিবান সরকার সম্পর্কে ভারতকে অবস্থান বদলের অনুরোধ করেছে তারা। অন্য দিকে সোমবার থেকে ভারতীয়দের দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে ভারত। কিন্তু এখনও অনেকে আটকে রয়েছেন সেখানে। তাঁদের কী ভাবে বার করা যায় সেই চেষ্টা চালানো হচ্ছে। শুধু ভারতীয়দের নয়, সেখানকার হিন্দু ও শিখ নাগরিকরা চাইলে তাঁদেরও ফিরিয়ে আনা হবে বলেই জানিয়েছে কেন্দ্র। এখন দেখার এই পরিস্থিতিতে ভারতের তরফে কী পদক্ষেপ করা হয়।
হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

তিব্বতের সীমান্তে বাড়ছে জনসংখ্যা

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.): তিব্বতের স্বয়ংশাসিত এলাকাগুলিতে জনসংখ্যা বাড়ছে। প্রায় ১০ শতাংশ জনসংখ্যা বেড়েছে বলে সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন। চিনের সাম্প্রতিকতম জনগণনার হিসাবে দেখা যাচ্ছে তিব্বতে বর্তমানে ৩.৬৪ মিলিয়ন স্থায়ী বাসিন্দা রয়েছেন। গত ১০ বছরে সেই সংখ্যা প্রায় ২১.৫২ শতাংশ বেড়েছে। চিনের কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষ নেতা ওয়াং ইয়াং জানিয়েছেন, ওই এলাকায় যে জনজাতি গোষ্ঠী আছে তাদের যে কোনওরকম বিভেদকামী শক্তির বিরুদ্ধে লৌহবলয় গড়ে তুলতে হবে। তিব্বতের সম্প্রীতি ও স্থিতাবস্থার উপরেও জোর দেন তিনি। এদিকে চিনের সাম্প্রতিকতম জনগণনার হিসাবে দেখা যাচ্ছে তিব্বতে বর্তমানে ৩.৬৪ মিলিয়ন স্থায়ী বাসিন্দা রয়েছেন। গত ১০ বছরে সেই সংখ্যা প্রায় ২১.৫২ শতাংশ বেড়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় চিনের পার্টি চিফের এই বক্তব্যের মাধ্যমে একথা কিছুটা স্পষ্ট হচ্ছে যে টাড়(ৎঙ্গু) এলাকায় শুধু নানা পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করেই চিন তার আধিপত্য বজায় রাখছে এমনটা নয়,এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারেও নজর রাখছে। আসলে সিকিম, অরুণাচল, জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তরাখণ্ড, লাদাখ সংলগ্ন সীমান্তের চিনের দিকের অংশগুলিকে টাড় বলে উল্লেখ করা হয়। সেখানাকার পরিকাঠামো উন্নয়নের উপর বিশেষ নজর রয়েছে চিনের। একাধিক স্যাটেলাইট ছবিতে দেখা যাচ্ছে সিকিম সীমান্ত এলাকায় এই অংশে নতুন নতুন গ্রাম গড়ে উঠছে। অভিজ্ঞমহলের মতে এভাবেই ওই এলাকাগুলিতে চিন তার আধিপত্য বজায় রাখতে চায়। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

দ্বিতীয় ডোজের পরে দেশে কোভিড আক্রান্ত ৮৬ হাজারের বেশি, তাঁদের ৪৬ শতাংশই কেরলের

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.) : কোভিড ভ্যাকসিনের দু"টি ডোজ নেওয়ার পরেও ওই রোগে সংক্রমিত হচ্ছেন বহু মানুষ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের হিসাব অনুযায়ী, দু"টি ডোজ নেওয়ার পরে দেশে প্রায় ৮৭ হাজার মানুষ কোভিড পজিটিভ হয়েছেন। কেরলে একটি ডোজ নেওয়ার পরে আক্রান্ত হয়েছেন ৮০ হাজার মানুষ। দু"টি ডোজ নেওয়ার পরে সংক্রমিত হয়েছেন ৪০ হাজার জন। কেরলে যেভাবে দৈনিক সংক্রমণ বাড়ছে, তাতে উদ্বিগ্ন হয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রক। যাঁরা দু"টি ডোজ নেওয়ার পরে আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ২০০ জনের জিনোম সিকোয়েনসিং করা হয়েছে। কিন্তু কোভিডের কোনও নতুন ভ্যারিয়ান্ট ধরা পড়েনি।
দেশে কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ের আগে ডেল্টা ভ্যারিয়ান্ট সৃষ্টি হয়েছিল। এখন নতুন কোনও ভ্যারিয়ান্ট দেখা দিচ্ছে কিনা, সেদিকে নজর রাখছেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ নতুন ভ্যারিয়ান্টের মাধ্যমে তৃতীয় ঢেউ আসতে পারে। কেরলের ওয়ানাড়ে ১০০ শতাংশ মানুষকেই ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। সেখানেও অনেকে কোভিড পজিটিভ হয়েছেন। কেরলে মঙ্গলবার ২১ হাজার ৪২৭ জন কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। মারা গিয়েছেন ১৭৯ জন। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

রাজস্থানের কোভিড পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে, দাবি অশোক গেহলটের

জয়পুর, ১৯ আগস্ট (হি.স.) : রাজস্থানের করোনা পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেল জানিয়েছেন। তিনি বলেন, রাজ্যে প্রায় ৯৯ করোনা মুক্ত করা গেছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে রাজ্যে করোনা সংক্রমণের সংখ্যা ক্রমাগত কুড়ি নিচে থেকেছে। এমনকি চলতি মাসের শুরু থেকে করোনা আক্রান্তের কোনও খবর নেই। এমনকি নেই মৃত্যুসংখ্যাও। তিনি আরও বলেন, এখন পর্যন্ত ১৫৩ জন করোনা আক্রান্ত আছেন, যাদের মধ্যে ৯৯ সুস্থ হয়ে উঠছেন। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে।

দিল্লি সরকারের লো ফ্লোর বাস কেনার ব্যাপারে সিবিআই তদন্তের সুপারিশ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.): বিপাকে দিল্লির অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দিল্লি সরকারের এক হাজার নিম্ন তলার বাস কেনা এবং বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা (সিবিআই)-এর দ্বারা তদন্তের সুপারিশ করেছে।
মন্ত্রণালয় বৃহস্পতিবার এই বিষয়ে সুপারিশ করার সময়, ত্রুটিগুলি তদন্ত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। এর আগে, লেফটেন্যান্ট গভর্নর অনিল বৈজাল দ্বারা গঠিত একটি কমিটি নিম্ন তলার বাস কেনা এবং বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণে অনিয়মের ইঙ্গিত দিয়েছিল।

মাইবাঙে জঙ্গি-যোগের সন্দেহে তিন যুবক পুলিশের জালে

হফলং (অসম), ১৯ আগস্ট (হি.স.) : আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা নাগাদ ডিমা হাসাও জেলার মাইবাঙে মেঘনারায়ণ সেতুর কাছে জঙ্গি-যোগের সন্দেহে তিন যুবককে আটক করেছে পুলিশ।
সূত্রের খবর, মাইবাং মেঘনারায়ণ সেতুতে পুলিশ নাকা তল্লাশি চালানোর সময় ডিএনএলএ-র তিন লিঙ্কম্যান মোটর সাইকেল নিয়ে আসছিল। সেতুর ওপর দিয়ে আসার পথে অভিযানকারী পুলিশের দল দেখে তিন লিঙ্কম্যান মোটর সাইকেল ফেলে পালাতে যায়। কিন্তু পুলিশ তিনজনকেই আটক করতে সক্ষম হয়।
ডিমা হাসাওয়ের পুলিশ সুপার জয়ন্ত সিং জানিয়েছেন, মাইবাং থেকে বৃহস্পতিবার পুলিশ ডিএনএলএ-র তিন লিঙ্কম্যানকে আটক করা হয়েছে। তারা জঙ্গি সংগঠনটির হয়ে অর্থ আদায় করার কাজে জড়িত।
উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে সেই সময়ের ত্রাস সৃষ্টিকারী ডিএইচডি (জে) জঙ্গি সংগঠন অস্ত্র সংবরণ করে জাতীয় জীবনের মূল স্রোতে ফিরে এলে পাহাড়ি জেলায় স্থায়ী শান্তি ফিরে আসে। শুরু হয় পাহাড়ি জেলায় উন্নয়নের কাজ। কিন্তু গত কিছু দিন থেকে পাহাড়ে ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠন সক্রিয় হয়ে ওঠায় এবং এদের গতিবিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় পাহাড়ে আবার অশান্তির কালো মেঘ দানা বাঁধছে।হিন্দুস্থান সমাচার / নিরুপম / সমীপ

কাবুলের ভারতীয় হিন্দু ও শিখদের সুরক্ষার আশ্বাস তালিবানের

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.): কাবুলে শিখ ও ভারতীয়রা সুরক্ষিত রয়েছেন। তাঁদের ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। কাবুলের গুরুদ্বারে আটকে থাকা ভারতীয় হিন্দু ও শিখদের এভাবেই আশ্বস্ত করেছে তালিবান। এমনটাই জানিয়েছেন গুরুদ্বারের প্রধান।
কাবুলের গুরুদ্বারে আটকে রয়েছেন অনেক ভারতীয় হিন্দু ও শিখ। দেশে ফিরতে চাইছেন তাঁরা। তাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত দিল্লি। এই পরিস্থিতিতে সেখানে গিয়ে আটকে থাকা হিন্দু ও শিখদের সুরক্ষার আশ্বাস দিয়েছে তালিবান। এই বিষয়ে একটি ভিডিও নেটমাধ্যমে প্রকাশ করেছেন অকালি দলের নেতা মনজিন্দর সিংহ শীর্ষ। ৭৬ সেকেন্ডের সেই ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, গুরুদ্বারে গিয়ে কয়েক জন কথা বলছেন। যাঁরা গিয়েছেন তাঁদের তালিবান প্রতিনিধি বলা হচ্ছে। টুইট করে মনজিন্দর বলেন, 'কাবুলের গুরুদ্বারের প্রধানের সঙ্গে আমি যোগাযোগ রেখেছি। সেখানে অনেকে আটকে আছেন। তালিবান নেতারা সেখানে গিয়ে হিন্দু ও শিখদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁদের সুরক্ষার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।' এম নইম নামের এক তালিবান নেতা সেই একই ভিডিয়ো প্রকাশ করেছেন। আরবি ভাষায় তিনি লিখেছেন, 'কাবুলে শিখ ও ভারতীয়রা সুরক্ষিত রয়েছেন। তাঁদের ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। আগে মানুষ জীবন ও সম্পত্তি নিয়ে ভয় পাচ্ছিলেন। কিন্তু এখন কোনও সমস্যা নেই। আমরা আশ্বাস দিয়েছি।' এর আগে সোমবার পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী অমরেন্দ্র সিংহ বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে টুইট করে আফগানিস্তানের গুরুদ্বারে আটকে থাকা শিখদের উদ্ধার করার অনুরোধ করেছিলেন। ভারত সরকারের তরফে কাবুলে একের পর এক বিমান পাঠানো হচ্ছে ভারতীয়দের বার করে আবার জন্য। তার মধ্যেই গুরুদ্বারে আটকে থাকা হিন্দু ও শিখরা সুরক্ষিত বলেই জানাল তালিবান।
—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

পাকিস্তানে শিয়াদের মিছিলে ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত ৩, আহত ৫০

ইসলামাবাদ, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ পাকিস্তানে মৃত কমপক্ষে তিন জন। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৫০ জন। শিয়া সম্প্রদায়ের একটি জুলুসকে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। তাতেই বৃহস্পতিবার এই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, এদিন দুপুরে শিয়া সম্প্রদায়ের ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জুলুস বোমা ফেটে তীব্র বিস্ফোরণ হয়। কয়েকজনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাদের নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিস্ফোরণের তীব্রতা দেখে প্রশাসন অনুমান করছে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়বে। তবে সরকারিভাবে এই বিস্ফোরণ নিয়ে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি। মোবাইল ফোন পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়ায় সরকারের কোনও পদস্থকর্তার সঙ্গেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। শিয়া নেতা খাওয়োর শাফকাত জানিয়েছেন, মুহাজির কলোনির মধ্যে দিয়ে মিছিল যাওয়ার সময় বিস্ফোরণ হয়। হামলার নিন্দা করে তিনি বলেছেন, মিছিলে পুলিশি নিরাপত্তা থাকার পরেও কী করে এই হামলা হল। ঘটনার জন্য তিনি প্রশাসনকে দায়ী করেছেন। দাবি করেছেন, সরকার যেন আগামী দিনে এই ধরনের মিছিলেন নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কঠোর করে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

সুনন্দা মামলার রায়ে অখুশি হয়ে প্রকাশ্য মন্তব্য সুব্রাহ্মণীয়ম স্বামীর

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : শশী থারুর স্ত্রী সুনন্দার রহস্যজনক মৃত্যুর মামলার রায় নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করলেন বিজেপি সাংসদ সুব্রাহ্মণীয়ম স্বামী। বৃহস্পতিবার স্বামী দুটি টুইট করেছেন। একটিতে লিখেছেন, "কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর স্ত্রী সুনন্দার রহস্যজনক মৃত্যু মামলা থেকে অব্যাহতি পেলেন-কিভাবে? একটি হাই-প্রোফাইল ফৌজদারি মামলা নাশকতা করা হল। আইপিএল (ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ) নিয়ে সুনন্দার পরিকল্পনা ছিল। তাঁকে চলে যেতে হল। দিল্লি হাইকোর্টে আপিল করা হবে না। সুনন্দার সমস্যা ছিল পশ্চিম ভারতের ধনী ছেলেরা ভয় পেয়েছিল যে আইপিএল-এর নিলামের (বিড ফিক্সিং) ব্যাপারটি তিনি ফাঁস করে দিতে পারেন। তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। ললিত মোদী ভয় পেয়ে লন্ডনে চলে গেলেন। জিএসটি নিয়ে চুপ ছিলেন সুনন্দা। সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছিলেন। এর কয়েক ঘন্টা আগে তাঁকে হত্যা করা হয়।" প্রসঙ্গত, বলিউড সুশান্ত সিংহ রাজপুতের মৃত্যু নিয়ে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেছেন বিজেপি-র রাজ্যসভার সাংসদ সুব্রহ্মণ্যম স্বামী। তিনি এই ঘটনার সঙ্গে দুবাই-যোগ নিয়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। এই ঘটনা নিয়ে বলিউডের তিন খানকেও নিশানা করেছেন তিনি। শ্রীদেবী ও সুনন্দা পুষ্করের মৃত্যু নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন তুলেছেন স্বামী। বুধবার দিল্লির একটি আদালত সুনন্দা পুষ্কর মৃত্যু মামলায় বেকসুর খালাস করে কংগ্রেস সাংসদকে। ২০১৪ সালের ১৭ জানুয়ারি দিল্লির একটি বিলাসবহুল হোটেলে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় সুনন্দাকে। এরপরই মৃত্যু নিয়ে শুরু হয় জলঘোলা। স্ত্রীকে আত্মহত্যা প্ররোচনা এবং অত্যাচার করার অপরাধে অভিযুক্ত হন শশী থারুর। অবশেষে সেই মামলা থেকে অব্যাহতি পান তিনি। এর প্রেক্ষিতেই ফেসবুকে ও টুইটারে মন্তব্য করেছেন সুব্রহ্মণ্যম স্বামী। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

দিল্লিতে অস্ট্রেলিয়া দূতাবাসের বাইরে ভিড় আফগানদের, সদুত্তর না পেয়ে ক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.): কেউ শুনেছেন অস্ট্রেলিয়া সরকার আফগানিস্তানের শরণার্থীদের আশ্রয় দেবে, আবার কেউ শুনেছেন শরণার্থীদের অভিবাসন ভিসা দেওয়া হবে। সেই মতো বৃহস্পতিবার সকালে নয়াদিল্লিতে অস্ট্রেলিয়া দূতাবাসের বাইরে ভিড় করলেন আফগানিস্তানের নাগরিকরা। কিন্তু, কোনও সদুত্তর না পাওয়ায় তাঁদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। একজন আফগান নাগরিক জানিয়েছেন, 'আমি জানতে পেরেছি, অস্ট্রেলিয়া সরকার ঘোষণা করেছে শরণার্থীদের আশ্রয় দেবে ও অভিবাসন ভিসা দেওয়া হবে। কিন্তু, এখানকার দূতাবাসের পক্ষ থেকে আমাদের কিছুই জানানো হচ্ছে না। বুঝতে পারছি না কী করব।'
আরও একজন আফগান নাগরিক জানিয়েছেন, 'আমরা জানতে পেরেছি আফগানিস্তানের নাগরিকদের ৩০০০ ভিসা দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়া দূতাবাস। আমরা যখন এখানে আসি, তাঁরা আমাদের একটি ফর্ম দেয়। ওই ফর্মে উল্লেখ আমাদের প্রথমে রাষ্ট্রপুঞ্জের হাই কমিশন ফর রিফিউজি (ইউএনএইচসিআর) -তে ই-মেল পাঠাতে হবে, যা আমাদের ভিসার জন্য দূতাবাসে পাঠাবে। কিন্তু, রাষ্ট্রপুঞ্জের হাই কমিশন ফর রিফিউজি অফিস কোনও উত্তর দিচ্ছে না।' হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

হাইতিতে ভূমিকম্পে মৃত্যু বেড়ে ২,১৮৯, আশ্রয়হীন অসংখ্য মানুষ

পোর্ট-অ-প্রিন্স, ১৯ আগস্ট (হি.স.): ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হাইতিতে বেড়েই চলেছে প্রাণহানির সংখ্যা। গত শনিবারের ৭.২ তীব্রতার ভূমিকম্পে হাইতিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২,১৮৯, একদিন আগেই মৃতের সংখ্যা ছিল ১,৯৪১। আহতের সংখ্যা ১০ হাজারের বেশি। ভূমিকম্পে বাড়ি-ঘর ভেঙে পড়ায় আশ্রয়হীন হাজার-হাজার মানুষ, বহু মানুষের এখনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ভূমিকম্পে ব্যাপক প্রাণহানির পাশাপাশি ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে প্রচুর, খাবার ও পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে।
গত শনিবার ৭.২ (স্থানীয় সময় সকাল ৮.৩০) তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে দরিদ্রতম দেশ হাইতি। তারপর বারবার অনুভূত হয়েছে আফটারশক। ধুলোয় মিশে গিয়েছে একাধিক শহরের ঘরবাড়ি। ১০ হাজারের বেশি মানুষ আহত হওয়ায়, হাসপাতালে রোগীদের ভর্তি করার জায়গা নেই। এখনও বহু মানুষ নিখোঁজ, তাই আরও প্রাণহানির আশঙ্কা করা হচ্ছে। স্থানীয় সময় অনুযায়ী বুধবার রাতে হাইতি প্রশাসন জানিয়েছে, ভূমিকম্পে এখনও পর্যন্ত ২ হাজার ১৮৯ জনের মৃত্যু হয়েছে।

ভোট-পরবর্তী হিংসা : সিবিআই তদন্তের নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনায় সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতের পর্যবেক্ষণে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চ। ছ'সপ্তাহের মধ্যে জমা দিতে হবে রিপোর্ট। কলকাতা হাইকোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চের সদস্যরা হলেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রাজেশ বিন্দল, বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি হরিশ টন্ডন, বিচারপতি সৌমেন সেন এবং বিচারপতি সুব্রত তালুকদার। এছাড়াও ভোট-পরবর্তী সময়ে ভাঙচুর করা, আগুন লাগানো, মারধর করা, ঘরছাড়া করার মতো অপেক্ষাকৃত কম অশান্তির ঘটনায় সিট গঠন করার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। তিন আইপিএস আধিকারিক সুমন বালা সাহু, সৌমেন মিত্র এবং রণবীর কুমারের নেতৃত্বে গঠিত হবে বিশেষ তদন্তকারী দল। সেই রিপোর্টও ছ'সপ্তাহের মধ্যে জমা দিতে হবে। ভোট পরবর্তী হিংসায় যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাঁদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। দুই তৃণমূল নেতা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও পার্থ ভৌমিক এই মামলায় যুক্ত হতে চেয়েছিলেন। তাঁদের আবেদন খারিজ করে দেয় আদালত। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

শুধু খাদ্য বিতরণ নয়, সরকারের সেবার উপলক্ষ অন্নপূর্ণা উৎসব : রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.): হরিয়ানা সরকার দ্বারা আয়োজিত "অন্নপূর্ণা উৎসব"-এ অংশ নিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে হরিয়ানা সরকার দ্বারা আয়োজিত "অন্নপূর্ণা উৎসব"-এ অংশ নেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। পাশাপাশি কথা বলেন "প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা"-র সুবিধাভোগীদের সঙ্গে। রাজনাথ সিং এদিন বলেছেন, 'হরিয়ানা সরকার দ্বারা আয়োজিত অন্নপূর্ণা উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।' অন্নপূর্ণা উৎসব সম্পর্কে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, 'এই উৎসব শুধুমাত্র খাদ্য বিতরণের উৎসব নয়। বরং রাজ্যের সাধারণ মানুষের আশা ও বিশ্বাস, সরকারের সেবা, উৎসর্গ ও সহযোগিতার উপলক্ষ।' হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

গণতন্ত্রে হিংসার কোনও স্থান নেই, বললেন কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে খুশি অনুরাগ

কলকাতা ও শিমলা, ১৯ আগস্ট (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে ভোট-পরবর্তী হিংসা মামলার তদন্তভার সিবিআই-এর হাতে তুলে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। ভোট-পরবর্তী সময়ে খুন, ধর্ষণ ও অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত করবে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)। কলকাতা হাইকোর্টের এই রায়ে খুশি প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। তিনি বলেছেন, 'গণতন্ত্রে হিংসার কোনও স্থান নেই।' "জন আশীর্বাদ যাত্রা"-র সূচনা করতে এখন হিমাচল প্রদেশে আছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। এদিন কলকাতা হাইকোর্টের রায় সম্পর্কে অনুরাগ ঠাকুরকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। গণতন্ত্রে নিজেদের মতাদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার অধিকার রয়েছে সকলের, কিন্তু গণতন্ত্রে হিংসার কোনও স্থান নেই।' বিজেপি খুশি হলেও, কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে মোটেও খুশি হয়নি তৃণমূল। তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় বলেছেন, 'হাইকোর্টের রায়ে আমি খুশি না।'

রক্তপাত থামাতেই দেশে ছেড়েছিলাম, কথা বলব দেশবাসীর সঙ্গে : গনি

কাবুল, ১৯ আগস্ট (হি.স.): আশরফ গনি ফের একই কথা জানালেন, বললেন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এড়াতেই তিনি দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। একইসঙ্গে নিজের সঙ্গে প্রচুর পরিমানে অর্থ নিয়ে যাওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন আশরফ গনি। সদ্য প্রাক্তন আফগান প্রেসিডেন্ট আশরফ গনি জানিয়েছেন, দেশে ফিরে আসার বিষয়ে আলোচনা চলছে। কথা বলব দেশবাসীর সঙ্গে।
আফগানিস্তানের জনগণের যখন আশরফ গনিকে ভীষণ প্রয়োজন ছিল, সেই সময় দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান তিনি। কাবুল তালিবানদের দখলে চলে যেতেই সকলের অজান্তে দেশ ছাড়েন গনি। শোনা যায়, আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় নিজের সঙ্গে প্রচুর পরিমানে অর্থ নিয়ে যান তিনি। যদিও, অর্থ নিয়ে যাওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন গনি নিজেই। যাইহোক, আফগানিস্তানের জনগণ এখন গনিকে "বিশ্বাসঘাতক" হিসেবেই দেখছে। এই পরিস্থিতিতে গনি ফের জানালেন, রক্তপাত থামাতে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। দেশবাসীর সঙ্গে কথা বলবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, সপরিবারের আশরফ গনিকে এখন আশ্রয় দিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ভূমিকম্পে কাঁপল জম্মু-কাশ্মীরের কাটরা, তীব্রতা মাত্র ৩.৬

জম্মু, ১৯ আগস্ট (হি.স.): মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জম্মু ও কাশ্মীরের রিয়েসি জেলার কাটরা শহর। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.৬। বৃহস্পতিবার সকাল ৫.০৮ মিনিট নাগাদ মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয় কাটরাতে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল ৫.০৮ মিনিট নাগাদ ৩.৬ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় জম্মু-কাশ্মীরে।
ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল জম্মু ও কাশ্মীরের কাটরা থেকে মাত্র ৫৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে, ভূপৃষ্ঠের ৫ কিলোমিটার গভীরে। ৩২.৭০ অক্ষাংশ ও ৭৫.৪০ দ্রাঘিমাংশ। মৃদু তীব্রতার ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

লুধিয়ানায় প্লাস্টিকের গোডাউনে ভয়াবহ আগুন, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির শঙ্কা

লুধিয়ানা, ১৯ আগস্ট (হি.স.): পঞ্জাবের লুধিয়ানায় প্লাস্টিকের গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। বৃহস্পতিবার সকালে লুধিয়ানার ফিল্ড গঞ্জ এলাকায় অবস্থিত একটি তিন-তলা প্লাস্টিকের গোডাউনে ভয়াবহ আগুন লাগে। আগুন লাগার কিছুক্ষণের মধ্যেই চারিদিক কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের ৫০টিরও বেশি ইঞ্জিন। গোডাউনটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় মানুষজন।
দমকল সূত্রের খবর, গোডাউনটি বন্ধ ছিল, শর্টসার্কিটের কারণে আগুনের সূত্রপাত বলে মনে করা হচ্ছে। গোডাউনের ভিতরে প্রচুর পরিমানে পলিথিন ও অন্যান্য প্লাস্টিকের সামগ্রী ছিল, আগুনের লেলিহান শিখায় সমস্ত কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। গোডাউনের ভিতরে প্রবেশ করার জন্য প্রধান শাটার ভেঙে ফেলেন দমকল কর্মীরা।এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই, তবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সংক্রমণ বেড়ে ৪১,০১৭, ব্রাজিলে ২৪ ঘন্টায় করোনায় ৯৮৫ জনের মৃত্যু

রিও ডি জেনেইরো, ১৯ আগস্ট (হি.স.): আগের দিনের তুলনায় ব্রাজিলে দৈনিক করোনা-সংক্রমণের সংখ্যা খানিকটা বাড়ল, কমে গেল দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা-সংক্রমিত ৯৮৫ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে ৫ লক্ষ ৭১ হাজার ৭০৩ জন করোনাভাইরাসে-সংক্রমিত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪১ হাজার ০১৭ জন, সবমিলিয়ে ব্রাজিলে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২০,৪৫৮,২২১ জন।
আগের দিনের তুলনায় ব্রাজিলে দৈনিক সংক্রমণ খানিকটা বেড়েছে। ব্রাজিলে ইতিমধ্যেই করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ১৯,৩৬২,৯৯০ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৫,২৩,৫২৮ জন। তাঁদের মধ্যে ৫,১৫,২১০ জনের শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ নয় এবং ৮,৩১৮ জনের অবস্থা গুরুতর। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

১.৫৮-লক্ষাধিক দৈনিক সংক্রমণ, আমেরিকায় করোনায় ১,০৫৫ জনের মৃত্যু

ওয়াশিংটন, ১৯ আগস্ট (হি.স.): কোভিড-১৯ ভাইরাসে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা হু হু করে বেড়েই চলেছে আমেরিকায়, বিগত ২৪ ঘন্টায় ১.৫৮-লক্ষের বেশি মানুষ কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। আগের দিনের তুলনায় অনেকটাই বেশি আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় করোনা কেড়ে নিয়েছে ১,০৫৫ জনের প্রাণ। এই সময়ে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১,৫৮,১২৭ জন। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত নতুন করে ১,০৫৫ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৬ লক্ষ ৪১ হাজার ৩৪৬ জনের।
আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৫৮,১২৭ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ১,০৫৫ জনের। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩৮,০৭২,৬৫৬-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৩০,৩৪১,৮৮৬ জন। চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৭,০৮৯,৪২৪-তে পৌঁছেছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রি, বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে ভিজছে কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলা

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি.স.): কখনও রোদ, কখনও আবার বৃষ্টি। আবহাওয়ার এই খামখেয়ালিপনা চলছে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই। দিনভর এমনই আবহাওয়া থাকবে বলেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে মেঘে ঢাকা ছিল কলকাতা ও সংলগ্ন জেলার আকাশ। আবার রোদও ওঠে। সঙ্গে কোথাও কোথাও ঝিরঝিরে, কোথাও আবার মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে।
তবে, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিও হতে পারে বলে জানিয়েছেন আবহবিদরা। বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রির আশপাশেই থাকবে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বনিম্ন পরিমাণ ৮০ শতাংশ। সর্বোচ্চ পরিমাণ হবে ৯৭ শতাংশ। হালকা বা মাঝারি বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও গুমোট ভাব বজায় ছিল কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলায়।

নিরাপত্তার কড়াকড়ি কলকাতা বিমানবন্দরে

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি. স.): একেই করোনা হানা পিছু ছাড়ছে না শহরবাসীর। করোনা আতঙ্কের মাঝেই বিমান হাইজ্যাকের হুমকি। ঘটনায় বৃহস্পতিবার নিরাপত্তার কড়াকড়ি কলকাতা বিমানবন্দরে। জানা গেছে, গতকাল রাতে কলকাতা বিমানবন্দরে কেউ ফোন করে অপহরণের হুমকি দেয়। অজ্ঞাত পরিচয়ের এক ব্যক্তি ফোন করে কলকাতা বিমানবন্দরে ফোন করে সে হুমকি দেয়, এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমান হাইজ্যাক করা হবে । এই হুমকির পর থেকেই ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স এর সব বিমানে গোয়েন্দা কুকুর নিয়ে শুরু হয় তল্লাশি। এই ঘটনার জেরে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে নিরাপত্তার কড়াকড়ি কলকাতা বিমানবন্দরে। হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল

মহারাজা বীরবিক্রমের জন্মবার্ষিকী পালিত রাজ্যজুড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, তেলিয়ামুড়া, ১৯ আগস্ট।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আজ আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের ১১৩ তম জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়।গোমতী জেলা ভিত্তিক আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের ১১৩ তম জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয় উদয়পুর রাজর্ষি কলা ক্ষেত্রের ২নং হলে।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার কৃষক ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, পর্যটন ও পরিবহন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, গোমতী জেলা সভাধিপতি স্বপন অধিকারী, বাগমা বিধান সভা কেন্দ্রের বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া,উদয়পুর পুরপরিষদের প্রাক্তন

পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার, সামাজ সেবক অভিষেক দেবরায়, প্রবীর দাস প্রমুখ।এই জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠানে একক নৃত্য পরিবেশন করে ঋতব্রতী দাস।এই দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে স্বাগত ভাষণ তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর উদয়পুর কার্যালয়ের তথ্য আধিকারিক, রাখেন মনোজ দেববর্মা , বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন বীরবিক্রম কিশোর মানিক্যের স্বল্প জীবন রাজ্যের অগ্রগতিতে দূরদর্শী ভূমিকা পালন করে গেছেন। মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় বলেন অতীতকে ভুলে বর্তমান কখনো সুখকর হয় না। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যর জন্মজয়ন্তী কে কেন্দ্র করে এইদিন সাংস্কৃতিক প্রেমী সাধারণ মানুষের উপস্থিতি রাজর্ষি কলা ক্ষেত্রের ২নং হল ছিলো। চোখে পড়ার মতো।

উদয়পুর ৩০বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রের আঠার ভোলা গড়িয়া একাডেমি মডেল স্কুলে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ১১৩ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়।এই জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয় জমাতিয়া হদার উদ্যোগে। এই জন্ম।জয়ন্তী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বুবাগ্রা অর্থাৎ মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন এবং স্বশাসিত জেলা পরিষদ মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া, বাগমা বিধান সভা কেন্দ্রে র বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া সহ জমাতিয়া হদা আক্রার বিভিন্ন পদাধিকারীগন। অনুষ্ঠানে শুরুতে মহারাজ বীর বিক্রম মানিক্য বাহাদুরের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন। গড়িয়া একাডেমি মডেল সস্কুল প্রাঙ্গণে অস্থায়ী মঞ্চে গিয়ে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন বলেন সকলকে থানসা হতে হবে, তাহলেই উন্নতি হবে। তিনি কোন রাজনৈতিক নেতা হতে চান না, তিনি চান মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের আদর্শ মতে সকলকে থানসা অর্থাৎ জনজাতি ১৯টি সম্প্রদায় একত্রিত হতে হবে। গড়িয়া একাডেমি অনুষ্ঠান শেষ করে পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আঠার ভোলা মোটর স্ট্যান্ডে তিপ্রা মথা রাজনৈতিক দলের জন সভায় অংশ গ্রহণ করে বোবাগ্রা। সেখানে তিনি মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ১১৩তম জন্মজয়ন্তী পালন করেন। রাজনৈতিক সভায় উপস্থিত ছিলেন স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া, এমডিসি বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা সহ জ্যোতিষ জমাতিয়া। সে সভাতে বুবাগ্রা অর্থাৎ তিপ্রা মথা সুপ্রিমো মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন সকলকে থানসা হওয়ার জন্য আহ্বান করেন। জনজাতি ১৯টি সম্প্রদায় থানাসা হলে আগামী ২০২৩ সালে গ্রেটার ত্রিপ্রাল্যান্ড হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।অনুষ্ঠান সমূহে জনজাতিদের উপস্থিতি ছিলো লক্ষণীয়।

গোটা রাজ্যের সাথে বৃহস্পতিবার গন্ডাছড়া মহকুমাতেও সরকারী, বেসরকারী উদ্যোগে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের ১১৩তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। এদিন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ধলাই জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে এবং ধলাই জিলা পরিষদের সহযোগিতায় ধলাই জেলা ভিত্তিক অনুষ্ঠান গন্ডাছড়া মহকুমায় আয়োজন করা হয়। গন্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক ভবনে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তথা উদ্বোধক ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি রুবি ঘোষ। তাছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী সমীর রঞ্জন ত্রিপুরা, আদিত্য সরকার প্রমুখ। এছাড়া এদিন তিপ্রা মথার পক্ষ থেকেও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে দিনটি পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে দলীয় কর্মী সমর্থকরা একটা রেলি করে গন্ডাছড়া শহর এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। শেষে হরিপুর মোটরস্ট্যান্ডে এক সভায় মিলিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দলের নেতৃত্ব মধ্যম রাম রিয়াং, উৎপল ত্রিপুরা, হিরন্ময় ত্রিপুরা, ক্ষত্রজয় রিয়াং প্রমুখ। বক্তারা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের আত্মজীবনী নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন।

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সংবর্ধনা রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিককে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম/ বক্সনগর, ১৯ আগস্ট।। বৃহস্পতিবার চড়িলাম মন্ডল এর উদ্যোগে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীকে সম্বর্ধনা দেওয়ার আয়োজন করে চড়িলাম বিজেপি কার্যালয়ের সামনে। যদিও সময় ছিল দুপুর দুইটা কার্যকর্তারা দুইটার সময় চড়িলাম বিজেপি কার্যালয়ের সামনে পুরুষ-মহিলা হাজির হয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে। সেই অনুষ্ঠান শুরু হয় বিকেল ৪:৩০ মিনিটে। সম্বর্ধনা তুলে দেন চড়িলাম মন্ডল এর পক্ষ থেকে মন্ডল সভাপতি রাজকুমার দেবনাথ , সহ-সভাপতি সন্দীপ দাস। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে চড়িলাম মন্ডলের পক্ষ থেকে বিশাল আকারে ফুলের মালা দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বিশ্রামগঞ্জ রেল ব্রিজের সামনে থেকে যুব মোর্চার কর্মীরা বাইক রেলি মাধ্যমে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীকে চড়িলাম পার্টি অফিসের সামনে নামলে উনাকে মঞ্চ নিয়ে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। চড়িলাম মঞ্চে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক ছাড়াও প্রদেশ যুব মোর্চার সভাপতি নবাদল বণিক ছিলেন বিজেপি প্রদেশ সহ-সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য। ছিলেন প্রদেশ কমিটির সম্পাদক কিশোর বর্মন সহ অন্যান্যরা। বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা থেকে সংবর্ধনা শেষে বিভিন্ন শাখা সংগঠন এর পক্ষ থেকে এবং বিভিন্ন কর্মচারী সংগঠনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অন্যদিকে বিশালগড় মোটর স্ট্যান্ডে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক কে নিয়ে জন আশীর্বাদ যাত্রা শুরু করেন বিশালগড় মন্ডল সভাপতি সুশান্ত দেব এর নেতৃত্বে বিশালগড় মোটর স্ট্যান্ড থেকে জন আশীর্বাদ যাত্রা শুরু করে বিশালগড় বাজার এলাকা ঘুরে বিশালগড় মহকুমা শাসক অফিসের বাইপাস রোডে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন করেন। বিশালগড় মধ্য রাস্তায় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীকে সংবর্ধনা দেয় বিশালগড় প্রেসক্লাব। এছাড়া সম্বর্ধনা দেন বিশালগড় সংস্কৃতি সংস্থা বিশালগড় কালী মন্দিরের সামনে দুই সংস্থা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কে সম্বর্ধনা দেন। জন আশীর্বাদ যাত্রা গিয়ে শেষ হয় বিশালগড় মহকুমা শাসক অফিসের বাইপাস রোডে। ওই জায়গায় সম্মাননা তুলে দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কে বিশালগড় মন্ডলের পক্ষ থেকে।

কমলাসাগর পা রেখে সংবর্ধনা ও জন আশীর্বাদে ভাসলেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় প্রতিমন্ত্রী তথা ভূমি কন্যা প্রতিমা ভৌমিক। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার রাজ্যের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর এই প্রথম কমলাসাগর কসবা মন্দিরে পা রাখতেই দলীয় কর্মীদের পাশাপাশি রাস্তার দু''পাশে জড়ো হয় ভূমিকন্যা কে শুভেচ্ছা জানাতে। ব্যান্ড পার্টি বাজিয়ে ফুল ছড়িয়ে, শঙ্খ ধ্বনি ও উলুধ্বনির মধ্য দিয়ে স্বাগত জানানো হয় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীকে। স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য,মন্ডল সভাপতি সুবীর চৌধুরী, সিপাহী জলা জেলা সভাধিপতিসুপ্রিয়া দাস দত্ত ব্লক চেয়ারপার্সন ছন্দা দেববর্মা কমলাসাগর মন্ডল যুব মোর্চা সভাপতি বিকাশ সাহা সহ অন্যান্যরা অন্যান্য নেতৃত্বরা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : **জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিলোনীয়ায় রেলওয়ে আধিকারীকদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৯ আগস্ট।। আজ বিকাল তিনটায় বিলোনিয়া সরকারি ডাকবাংলায় রেলের বদরপুর এরিয়া ম্যানেজার দীপক কুমার মূর্মু এবং ট্রাফিক ইনস্পেক্টর এবং কমার্শিয়াল ইন্সপেক্টর বদরপুর এবং আগরতলা এবং রেলের অন্যান্য আধিকারিক দের উপস্থিতিতে এই মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে তথা ঙ্গজ্জঙ্খ জেনারেল ম্যানেজার বিপ্লব রায় , জয়মাল্য ভট্টাচার্যী, ট্রান্সপোর্ট ইন্সপেক্টর ,এগ্রিকালচার ও ট্যাক্স দপ্তরের আধিকারিকরা ও বিলোনিয়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বৃন্দ এবং এর সাথে যুক্ত সাধারন পরিবহনের সংগঠনের কর্মীদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় , জেনারেল ম্যানেজার দীপক কুমার মূর্মুর বক্তব্য সমস্ত ধরনের সুব্যবস্থা থাকার পরও কেন রেলের শেয়ার বাড়বেনা ,যেখানে সাধারণ পরিবহনে থেকে রেল এর মাধ্যমে যদি ব্যবসায়ীরা মালপত্র আমদানি ও রপ্তানি করেন তাহলে ভাড়া অনেকাংশ কমই লাগে ,এই বিষয়ের সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে আধিকারিকরা এবং ব্যবসায়ীরা মতামত প্রকাশ করেন, এ বিষয়ে আধিকারিকরা ত্রিপুরার রাবার ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষন করার চেষ্টা করেছেন ওদের বক্তব্য স্বল্প পরিবহন খরচের সারা ভারতবর্ষে রাবার রপ্তানি করার ক্ষেত্রে সুব্যবস্থা আছে , রেলের মাধ্যমে অতি কম ভাড়ায় রাবার সারা দেশে পৌঁছে দেওয়া যাবে তাহলে পরে ত্রিপুরার রাবার কৃষকরা এবং ব্যবসায়ীরা এতে লাভবান হবে বলে তিনি মনে করেন।

কবি সম্মেলন ও গ্রন্থপ্রকাশ বিলোনীয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিলোনীয়া:১৬ আগস্ট।।পঁচাত্তর তম স্বাধীনতা দিবস এবং বিপ্লবী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিলোনীয়াতে অনুষ্ঠিত হলো কবি সম্মেলন ও গ্রন্থপ্রকাশ অনুষ্ঠান।১৫ আগস্ট ত্রিপুরার খ্যাতনামা সৃষ্টি লিটল ম্যাগ ও জ্ঞান বীক্ষণ প্রকাশনীর যৌথ আয়োজনে বিলোনীয়া জনগ্রন্থাগারে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বরিষ্ঠ প্রাবন্ধিক হরিনারায়ণ সেনগুপ্ত। অভিনন্দনসূচক বক্তব্য রাখেন জ্ঞানবীক্ষণ প্রকাশনীর কর্ণধার প্রীতম ভট্টাচার্য এবং সৃষ্টি লিটল ম্যাগ এর প্রকাশক সৈকত মজুমদার। কবি অভীককুমার দে ছড়াকার শ্রীমান দাসের ''অন্নচাষা বর্ণচাষা'', প্রাবন্ধিক হরিনারায়ণ সেনগুপ্ত কতৃক সৈকত মজুমদার সম্পাদিত ''স্বপ্নের উড়ন্ত গালিচা'',কবি চন্দন পাল কতৃক অনুগল্প সংকলন ''অষ্টমীর শাড়ীর ক্যানভাস এবং কবি কৃষ্ণকুসুম পাল কতৃক প্রাণেশ রঞ্জন গোস্বামীর ''আমার ভাবনা'' বইগুলোর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ সহ আলোচনা করেন। উক্ত অতিথিরা ছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করেন কবি খোকন সাহা,অরুন চন্দ্র নন্দী,বিভুলাল চক্রবর্তী, মিঠু বৈদ্য, লিটন আচার্য,ভবানী বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা। মঞ্চে সমগ্র অনুষ্ঠানের তাৎপর্য তুলে ধরেন সাংবাদিক ও সমাজকর্মী শ্যামল সরকার।এছাড়াও এদিন বিলোনীয়া জন গ্রন্থাগারের উদ্যোগে পুস্তক প্রদর্শনীর গুরুত্ব তুলে ধরেন গ্রন্থকারিক লক্ষীচরণ ত্রিপুরা।

আগরতলায়

● প্রথম পাতার পর

দেখার জন্য করোনাকালের আগে প্রচুর পর্যটক ভিড় করতেন। ধারণা করা হচ্ছে, দরবার হল পুনরায় সাজিয়ে তোলা হলে পর্যটকরা আরও বেশি আকৃষ্ট হবেন।

মৃতদেহ

● প্রথম পাতার পর

আরেক বাড়িতে ভাড়া থাকে।বৃহস্পতিবার কসবা গ্রামের একটি অপরিতৃপ্ত জলাশয়ের পাশে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। এলাকার লোকেরা ছোটাছুটি করে সে দুর্গন্ধের সন্ধান করতে গিয়ে অমৃত সিনহা দেহটি দেখতে পায় পরিত্যক্ত জলাশয়ে। এলাকাবাসী দ্রুত খবর দেন বিশালগড় থানায়। বিশালগড় থানা থেকে এ এস আই রাজু ভৌমিকের নেতৃত্বে টিএসআর বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছায়। পরবর্তী সময়ে জলাশয় থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করার পর দেখা যায়। যুবকটি এলাকারই। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে মৃতদেহ ময়না তদন্ত কারি কর্মীদের খবর দেয়া হয়।

অপরিত্যক্ত জলাশয় থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করার। ময়নাতদন্তকারী কর্মীরা দ্রুত কসবা ছুটে গিয়ে পরিত্যক্ত জলাশয় থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। শুক্রবার মৃতদেহটি ময়না তদন্ত করার পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানা যায়। তবে বিশালগড় থানার পুলিশ মৃতদেহটিকে নিয়ে একটি মামলা গ্রহণ করেছেন ও তার তদন্ত করার পর বেরিয়ে আসবে অমৃত সিনহা মৃত্যুর মূল রহস্য।

শিক্ষকদের

● প্রথম পাতার পর

এখন পর্যন্ত রাজ্যে ১০৬ জন শিক্ষক শিক্ষিকার মৃত্যু হয়েছে। তাই রাজ্যের জে আর বি টি মাধ্যমে গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি পদে নিয়োগ না করার দাবি জানান চাকরিচ্যুত শিক্ষক কমল দেব। তিনি আরো বলেন, কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেও সরকারি নির্দেশিকা অমান্য করে নিয়োগ করতে চলেছে জে আর বি টি। তাই জে আর বি টি চেয়ারম্যানকে অবিলম্বে পদত্যাগের দাবি তোলেন তিনি। পাশাপাশি তিনি আরো বলেন, জে আর বি টি রাজ্যে ছেলেমেয়েদের কথা না ভেবে বহিঃ রাজ্যের ছেলে মেয়েদের স্বার্থে ইংরেজিতে পরীক্ষা গ্রহণ করতে চাইছে। এবং এ ধরনের ভূমিকায় জে আর বি টি বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানান তিনি। পাশাপাশি তিনি আরো বলেন চাকুরীচ্যুত্য শিক্ষকদের উপর লাগাতার সন্ত্রাস হচ্ছে। এর মধ্যে দেখা গেছে সম্প্রতি খোয়াই বিশ্বজিৎ দাস এবং চন্দন দাস, মেলাঘর ভোলা ভৌমিক নামে তিনজন শিক্ষক-শিক্ষিকা আক্রান্ত হয়েছেন। তার জন্য চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন এ ধরনের সন্ত্রাস যদি চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপর হয়, তাহলে আগামী দিনে রাস্তায় নামতে বাধ্য হবে চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

চাকুরিচ্যুত ১০,৩২৩ -এর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন। প্রয়াত শিক্ষকের নাম বীরচন্দ্র নমঃ , বয়স ৫৮। বাড়ি গোমতি জেলার ফুলকুমারী ক্যানেল চৌমূহনী এলাকায়। মৃত্যু কালে তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী ও কলেজ পড়ুয়া এক ছেলে ও এক মেয়েকে। পরিবারে তিনিই ছিলেন একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি। এই পর্যন্ত ১০৬ জন শিক্ষক শিক্ষিকা প্রয়াত হয়েছেন। এই ঘটনায় শোক জ্ঞাপন করেন চাকুরীচ্যুত জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি। প্রয়াত চাকুরীর ক্ষেত্রে শিক্ষকের প্রতিকৃতির সামনে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান চাকরীচ্যুত শিক্ষক শিক্ষিকারা।

লক্ষাধিক

● প্রথম পাতার পর

কমল সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমেছে ৩,২৮৬ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৮,৭৩,৭৫৭।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৩৬,৪০১ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ২৩ লক্ষ ২২ হাজার ২৫৮ জন। ভারতে ৫৬.৬৪-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৫৬,৬৪,৮৮,৪৩৩ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ৫৬,৩৬,৩৩৬ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৫৩০ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৩৩,০৪৯ জন (১.৩৪ শতাংশ)।

ভারতে সুস্থতার সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, বুধবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩৯,১৫৭ জন। ফলে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,১৫,২৫,০৮০ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.৫৩ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৫৬ কোটি ৬৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ৪৩৩ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে।

চারজন

● প্রথম পাতার পর

বাকনেওয়ার সময় হঠাৎ আগরতলার দিক থেকে মাছ নিয়ে আসা একটি গাড়ি সজোরে ধাক্কা দেয় অল্টো গাড়িটিকে।

এ ঘটনায় অলটো গাড়িতে থাকা দুজন আরোহী সহ গাড়িচালক গুরুতর আহত হয়। এই দুর্ঘটনা হওয়ার সাথে সাথেই স্থানীয় লোকজন উদয়পুর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে ফোন করে ঘটনা সম্পর্কে জানানোর খবর পাওয়ার সাথে সাথে ঘটনাস্থলে দ্রুত দমকলের একটি ইঞ্জিন ছুটে আসে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দমকলের কর্মীরা অলটো গাড়ির আরোহীদের ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে টেপানিয়া স্থিত গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য।

দ্বিতীয় ঘটনা রাত আনুমানিক নয়টার সময় উদয়পুর কিল্লা থানার অন্তর্গত কুপিলং এলাকায়। টিটন নম নামে এক বাইক চালক প্রচন্ড গতিতে একটি বাইক চালিয়ে রাস্তার পাশে থাকা সাইমন খানের বাড়ির ঘরে সজোরে ঢুকিয়ে দেয়। ফলে টিটন দেবনাথ, পিতা নির্মল দেবনাথ ঘোরতর আহত হয়।পরবর্তীতে উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের খবর দিলে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা টিটনে অবস্থায় টিটন দেবনাথ নামের ঐ যুবককে উদয়পুর টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। টিটন দেবনাথ নামের ঐ যুবককের অবস্থা আসংখ্যা জনক হওয়ায় সাথে সাথে কর্তব্যরত চিকিৎসক উনাকে আগরতলা জি বি হাসপাতালে রেফার করেন। দ্রুত গতিতে গাড়ি চালানোর জন্যই এই দুর্ঘটনা বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করেন কমমমম

আফগান

● প্রথম পাতার পর

আফগানদের কাছে খাদ্য সংগ্রহ করা ক্রমে কঠিন হয়ে উঠছে। বুধবার বিশ্ব খাদ্য প্রকল্পের প্রধান মেরি এলেন ম্যাকগ্রোয়ার্টি কাবুল থেকে রাষ্ট্রসংঘকে ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা তুলে জানিয়েছেন, তালিবানি শাসনে অনাহরের মুখে পড়তে চলেছেন অন্তত ১ কোটি ৪০ লক্ষ আফগান। কারন, জঙ্গিদের ভয়ে ব্যবসার সাধারণ নিয়ম ও পরিকাঠামো সমস্ত কিছুই প্রায় ভেঙে পড়েছে। ফলে খাদ্য পরিবহণও ধাক্কা খেয়েছে। একইসঙ্গে মার খেয়েছে উৎপাদনও।

তবে খাদ্য সঙ্কটের কারণ হিসাবে তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছেন ম্যাকগ্রোয়ার্টি। শেষ তিন বছরে দু'বার মারাত্মক খরার মুখে পড়েছে এই দেশটি, তার উপর করোনা পরিস্থিতি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে অনেকটাই পিছনের সারিতে ঠেলে দিয়েছে। এর পর আফগানিস্তানে ক্ষমতা দখল করেছে তালিবান। এর ফলেই সামগ্রিক পরিস্থিতি দেশটিকে খাদ্য সঙ্কটের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

দেশটির বর্তমান পরিস্থিতির ছবি রাষ্ট্রসংঘের কাছে তুলে ধরে ম্যাকগ্রোয়ার্টি বলেছেন, "অনাবৃষ্টির কারণে দেশের একটা বড় অংশের ফসল নষ্ট হয়েছে। এ ছাড়া তালিবান একের পর এক প্রদেশে যুদ্ধ করেছে, তার ফলে অনেক ফসল নষ্ট হয়েছে। ফসলের গোলা পুড়ে গিয়েছে, এমন উদাহরণও রয়েছে। সব মিলিয়ে মোট উৎপাদনের ৪০ শতাংশ ফসল ইতিমধ্যে নষ্ট। শীত ক্রমে এগিয়ে আসছে। তার আগে যথেষ্ট পরিমাণ ফসল উৎপাদিত না হলে তীব্র খাদ্য সঙ্কট তৈরি হতে পারে।"

উল্লেখ্য, পঞ্জশিরে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে নর্দার্ন অ্যালায়েন্স। স্থানীয় প্রতিরোধে বেশ কিছু এলাকা হারিয়েছে তালিবান জঙ্গিরা। আর তালিবান বিরোধী এই জোটের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সদ্য-প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আশরফ ঘানির 'ডেপুটি' আমরুল্লা সালেহ। তিনি বুধবারই ঘোষণা করেছেন, যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। উত্তর-মধ্য আফগানিস্তানের এই এলাকা দিয়েই কাবুল থেকে মাজার-ই-শরিফের পথ গিয়েছে। ফলে ফের দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হতে চলেছে বলে আশঙ্কা।

মহারাজা

● প্রথম পাতার পর

করে বলেন রাজ্যে বাম আমলে বিদেশি নেতা কাল মার্কস, স্টেলিনের স্ট্যাচু বসানে হয়েছিল। তিনি বলেন ইংরেজ সরকারও তাজমহল, বা কোন মসজিদের নাম পরিবর্তন করে নি। কিন্তু বাম সরকার উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের নাম পরিবর্তন করতে চেয়েছিল। বর্তমান সরকার মহারাজার জন্মদিন পালনের যে উদ্যোগ নিয়েছে তাকে সাধুবাদ জানান তিনি। তিনি বলেন, নেতিবাচক মনোভাব ঠিক নয়। বাম নেতা প্রাক্তন সাংসদ জিতেন্দ্র চৌধুরী দিল্লি থেকে ইতিবাচক ম্যাসেজ দিয়েছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। মহারাজ রাজ্যে যে ভিত্তি তৈরী করেছেন তার জন্য তাকে শ্রদ্ধা জানানো উচিত বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রদুত কিশোর মানিক্য জনগণকে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, কম রাজনীতি প্রয়োজন। বেশি রাজনীতি হলে উন্নয়নের গতি থেমে যায়। রাজ্য পিছিয়ে পরে। রাজনীতিকে পেছনে রেখে উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপর তিনি জোর দেন। নেতৃত্বের অহংকার ঠিক নয়। বিজয় মিছিলের নামে ভাঙচুর, ভায়োলেন্স একটি রাজ্যকে পিছিয়ে দেয়। অনুষ্ঠানে এডিসির মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য সহ কার্যনির্বাহী সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর দেববর্মণ ছিলেন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এক বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব। আধুনিক ত্রিপুরা গড়ার ভাবনায় তাঁর নেতৃত্ব অল্প সময়ের মধ্যে ত্রিপুরাকে শিক্ষা সহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রভূত উন্নতির শিকড়ে পৌঁছে দিয়েছিল। তাঁর নির্দেশিত পথে হাঁটলে আরও আগেই শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা নির্মাণ করা সম্ভব হত। বর্তমান সরকার তাঁর ভাবনায় আধুনিক ও সমৃদ্ধশালী ত্রিপুরা নির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করছে, দৃঢ়তার সাথে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। সাথে তাঁর দাবি, ভারতীয় বা রাজ্যের সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন একটি ভিন্ন মানসিকতাকে বিগত দিনে রাজ্যে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরার প্রকৃত ইতিহাস বা রাজাদের অবদান সম্পর্কে জানার সুযোগ থেকে রাজ্যবাসীকে সুকৌশলে মুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার একটা অপচেষ্টা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কিন্তু বর্তমান সরকার ত্রিপুরার উন্নয়নে মহারাজাদের যে অবদান ছিল তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কারণ আমরা বিশ্বাস করি, ত্রিপুরার রাজন্য স্মৃতি বিজড়িত ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিই হল রাজ্যের মূল শক্তি, প্রত্যয়ের সুরে বলেন তিনি।

তিনি জানান, মহারাজার প্রতি সম্মান জানানোর লক্ষ্যে একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, মহারাজার জন্মজয়ন্তী দিনটিকে সরকারি ছুটি ঘোষণা, সরকারিভাবে মহারাজার জন্মজয়ন্তী পালনের উদ্যোগ সহ আগরতলা বিমানবন্দরের নাম মহারাজা বীরবিক্রম কিশোরের নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর দেববর্মণের দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজ্যের সর্বাঙ্গীন বিকাশের লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরার ভারতভুক্তিতে মহারানি কাঞ্চনপ্রভা দেবী বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু রাজাদের ইতিহাস সর্বোপরি ত্রিপুরার ইতিহাসের প্রতি বিগত দিনে প্রকৃত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়নি।

বিপ্লব দেব বলেন, মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য শিক্ষা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পরিকাঠামো উন্নয়নেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। সঠিক মূল্যায়ন ও পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। রাজ্য সরকারও শিক্ষার ভিতকে আরও সুদৃঢ় করতে এনসিইআরটি পাঠক্রম চালু, ১০০টি বিদ্যালয়কে সিবিএসই-র আওতায় আনা, ১৮টি একলব্য বিদ্যালয় স্থাপনের মতো একাধিক পরিকল্পনা নিয়েছে। বঞ্চনার স্লোগানের বদলে সঠিক কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে রাজ্যের সর্বাঙ্গীন বিকাশে সরকার বিশ্বাসী।

এদিন তিনি দাবি করেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রাথমিক ক্ষেত্র, পানীয়জল সহ সমস্ত ক্ষেত্রে উন্নয়নের মাপকাঠিতে রাজ্য বহুলাংশেই অগ্রগতি হয়েছে। ত্রিপুরায় জনজাতিদের কল্যাণে বর্তমান সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। সঠিক ব্যবস্থাপনার ফলে কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেও ত্রিপুরার অর্থনীতি পিছিয়ে যায়নি। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় জনজাতিদের সম্মানে গড়িয়া পূজায় সরকারি ছুটি দু'দিন করা, বড়মুড়া পাহাড়ের নাম হাতাইকতর করা, সমাজপতিদের সামাজিকভাতার ব্যবস্থা, টিটিএএডিসির আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ৫০টি করা সহ টিটিএএডিসির নামকরণ তিপ্রা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল করার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

সাথে তিনি যোগ করেন, দীর্ঘ প্রতীক্ষিত রিয়াংদের পুনর্বাসন সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা হয়েছে। সুষ্ঠু কর্মসংস্কৃতি ও শ্রমিকদের অর্জিত অধিকার রক্ষায় সরকার গুরুত্ব দিয়েছে। রাজ্যে স্বরোজগারের মানসিকতা গড়ে উঠেছে। কাঁঠাল ও আনারস সহ বিভিন্ন প্রকল্প রাজ্যে রোজগারের নতুন দিশা দেখাচ্ছে। কিন্তু একটা অংশ বিভ্রান্তি ছড়ানোর কাজে লিপ্ত। এ-সব প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে রাজ্যের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকদের সার্বিক প্রচেষ্টায় ত্রিপুরা কোভিড টিকাকরণে সমগ্র দেশে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে, প্রত্যয়ের সুর মুখ্যমন্ত্রীর।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, দিল্লির সাথে সরাসরি বিমান যোগাযোগ, একাধিক এক্সপ্রেস ট্রেন, উন্নত হাইওয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর হীরা মডেলের বাস্তবায়নের ফলে রাজ্যের উন্নয়নে আরও গতি আসছে। রাজ্যের গর্ব রোসেম বাদক থাঙ্গা ডার্লং, সত্যরাম রিয়াং ও বেণীচন্দ্র জমাতিয়ারা নিজেদের শিল্পকর্ম ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ড বহুকাল ধরে চালিয়ে আসলেও বর্তমানে তাঁদের খুঁজে বের করে সম্মানিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এখানেই দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর।

আতঙ্ক

● প্রথম পাতার পর

থাকায় পাহাড় লাইন দিয়ে চলাচলকারী কোনও ট্রেন আজ দাওটুহাজা স্টেশনে থামেনি। শিলচর-গুয়াহাটি-শিলচরের মধ্যে চলাচলকারী বিশেষ প্যাসেঞ্জার ট্রেন পাহাড় লাইনের সব কয়টি স্টেশনে স্টপেজ রয়েছে। কিন্তু আজ এই ট্রেন দুটি দাওটুহাজা স্টেশনে দাঁড়ায়নি। তবে কে বা কারা এই গুলি বর্ষণের সঙ্গে জড়িত এ সম্পর্কে ডিমা হাসাও জেলা পুলিশ বা দাওটুহাজা স্টেশনে অবস্থানকারী রেল পুলিশ মুখ খুলছে না।

গতকাল রতে সাড়ে এগারোটা নাগাদ দাওটুহাজা স্টেশনে তিন রাউন্ড গুলি ছোঁড়া হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে মনে করছে পুলিশ। দুটি গুলি গিয়ে আঘাত করেছে স্টেশন ম্যানেজারের কার্যলয়ের দেওয়ালে, আরেকটি গুলি গিয়ে লাগে প্ল্যাটফর্মের সিড়িঁর নীচে।

গতরাতের ঘটনায় আবারও কি এক দশক আগের সেই অভিশপ্ত দিন পাহাড়ে ফিরতে চলছে, এ নিয়ে আরও একবার সাধারণ মানুষের মধ্যে এক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। গত বেশ কিছুদিন থেকে মাইবাং মহকুমায় ডিমাসা ন্যাশনাল আর্মি (ডিএনএলএ) নামের জঙ্গি সংগঠন সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তবে বুধবার রাতে দাওটুহাজা স্টেশনে গুলি বর্ষণের ঘটনার দায় এখন পর্যন্ত কেউ স্বীকার করেনি।

এদিকে এক বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, কিছু ভুল বোঝাবুঝির দরুন নিরাপত্তা বাহিনী এই গুলি বর্ষণ করেছে। এদিকে ডিআরএম জিএস লাখরা জানিয়েছেন, বুধবার রাতে দাওটুহাজা স্টেশনের কাছে ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠন অবস্থান করছে, এই খবর পেয়ে নিরাপত্তা বাহিনী অভিযানে নামলে কিছু ভুল বোঝাবুঝির দরুন এই ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। ডিআরএম বলেন, গুলি বর্ষণের পর রেল কর্মীরা আতঙ্কিত হয়ে স্টেশন বন্ধ করে পালিয়ে গেলেও শুক্রবার থেকে দাওটুহাজা স্টেশন কার্যকর হয়ে উঠবে বলে জানিয়েছেন ডিআরএম জিএস লাখরা। তবে বুধবার রাতে গুলি বর্ষণের ঘটনায় দাওটুহাজা স্টেশনে কর্তব্যরত রেল কর্মীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। এ জন্যই স্টেশন বন্ধ করে রেল কর্মীরা পালিয়ে গেছেন।

মহিলাদের

● প্রথম পাতার পর

অধিকাংশই সাপ্লাইয়ের লাইন বিকল থাকে বলে প্রমিলাদের অভিযোগ। তাই আজ বাধ্য হয়ে পানীয় জলের দাবিতে কলসি বালতি ও জলের ড্রাম নিয়ে পথ অবরোধে শামিল হন স্থানীয়রা। যতো সময় বাড়তে থাকে ততই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে থাকে। অবশেষে টানা ৫ঘন্টা পথ অবরোধের পর ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন পানিসাগর মহকুমার অন্তর্গত ডিডব্লিউএস দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার বিপ্লব দাস।তিনি অবরোধ স্থলে এসে উত্তেজিত অবরোধকারীদের সাথে কথা বলে আশ্বস্ত করেন এখন থেকে নরেন্দ্র নগর এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে পানীয় জল সরবরাহ করা হবে। সাপ্লাইয়ে কোন সমস্যা হলে গাড়ি করে উক্ত এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ করা হবে।

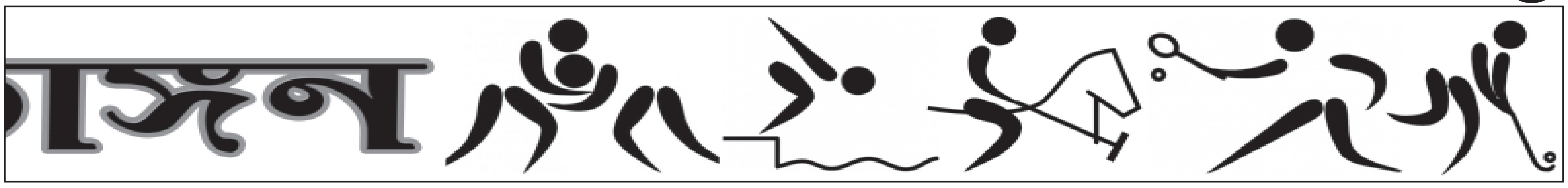

ভারতের বিরুদ্ধে আসন্ন পূর্ণাঙ্গ সিরিজের জন্য মহিলা দলের নাম ঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়া

সিডনি, ১৯ আগস্ট (হি.স.): আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে শুরু হচ্ছে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া মহিলা দলের পূর্ণাঙ্গ সিরিজ। এই সিরিজের জন্য অজি মহিলা দলের নাম ঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়া। এই সিরিজে অস্ট্রেলিয়া দলে জায়গা হয়নি অভিজ্ঞ মেগান স্কুট এবং জেস জোনাসেনের।

জানা গেছে, আসন্ন এই সিরিজের জন্য অভিজ্ঞ পেসার মেগান স্কুট নিজেই নির্বাচকদের কাছে অনুরোধ করেছিলেন, যাতে তাঁকে এই সিরিজের জন্য নির্বাচন না করা হয়। অন্যদিকে স্পিন অলরাউন্ডার জেস জোনাসেন তার টিবিয়াতে চোটের কারণে এই সিরিজে খেলতে পারবেন না। এ ছাড়াও বেলিন্ডা ভাকারেওয়া তাঁর পারিবারিক কারণে এই সিরিজ থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। মাইতলান ব্রাউন তার কাফের চোট সারিয়ে দলে ফিরেছেন। এ ছাড়া প্রথম বার দলে জায়গা পেয়েছেন স্টেল্লা ক্যাম্পবেল, জর্জিয়া রেডমাইনে।

প্রসঙ্গত, আসন্ন সিরিজে তিনটি ওয়ানডে, তিনটি টি-২০ এবং একটি দিন-রাতের টেস্ট খেলবে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। ১৯ শে সেপ্টেম্বর সিডনিতে প্রথম ওয়ানডে ম্যাচের মধ্যে দিয়ে এই সিরিজের সূচনা হবে। ৩০ শে সেপ্টেম্বর ওয়াকাতে খেলা হবে একমাত্র দিন-রাতের টেস্ট। ৭ অক্টোবর সিডনিতে টি-২০ সিরিজের সূচনা হবে।

ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজে অস্ট্রেলিয়া মহিলা দল : মেগ ল্যানিং, ডার্সি ব্রাউন, রাচেল হেইন্স, স্টেলা ক্যাম্পবেল, নিকোলা ক্যারি, মাইতলান ব্রাউন, হ্যান্না ডার্লিংটন, অ্যাশলে গার্ডনার, অ্যালিহা হিলি, তাহিলা ম্যাকগ্রাথ, সোফি মলিনিউ, বেথ মুনি, এলিসা পেরি, জর্জিয়া রেডমাইনে, মল্লি স্ট্র্যানো, অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড, টায়লা ভ্লাইমিঙ্ক, জর্জিয়া ওয়ারহ্যাম।

—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

টি-২০ বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের খেলা নিয়ে সংশয়, পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে আইসিসি

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট (হি.স.) : মাত্র কয়েক বছরেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সসম্মানে আলাদা জায়গা করে নিয়েছে আফগানিস্তান ক্রিকেট দল। বিশ্বের মঞ্চে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রশিদ খান, মহম্মদ নবিরা। এই সাফল্যের যাত্রাপথে চ্যালেঞ্জ কম ছিল না। উত্থানের কয়েক বছরের মধ্যে ফের বেনজির চ্যালেঞ্জের মুখে আফগান ক্রিকেট।

আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপে রশিদ খানদের দেখা যাবে তো? প্রস্তুতির চূড়ান্ত মুহূর্তে এসে এমন হাজারো প্রশ্নের মুখে আফগান ক্রিকেট। পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছে আইসিসিও। সূত্রের খবর, দুবাইয়ের সদর দফতর থেকে আইসিসির শীর্ষকর্তারা আফগান ক্রিকেট বোর্ডের কর্তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে চলেছেন। স্বস্তির খবর হল, এখনও পর্যন্ত তালিবানরা আফগান ক্রিকেটে নাক গলায়নি।

সূত্রের খবর, শীঘ্রই বিশ্বকাপের জন্য অনুশীলন শুরু করতে চলেছে আফগানিস্তান ক্রিকেট দল। আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের কর্তা আসগর স্তানিকজায়ির দাবি, তাঁদের যাবতীয় ক্রিকেটীয় কর্মসূচি আগের মতোই চলবে। এমনকী, তালিবানের কাবুল দখলের পরও নতুন করে দলের ব্যাটিং কোচ নিয়োগ করেছে আফগান বোর্ড। শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন ব্যাটসম্যান আবিস্কা গুণবর্ধনে আফগানিস্তানের নতুন ব্যাটিং কোচ হিসাবে দায়িত্ব নেবেন। রশিদ খান এবং মহম্মদ নবি এখন আমেরিকায় রয়েছেন। কিছুদিন বাদে তাঁরা খেলবেন আইপিএলে। তাঁদের খেলাতেও এখনও নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি আফগানরা। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোথাও একটা ভয়ের বাতাবরণ চলছে আফগান ক্রিকেটে। অনেকেই সংশয়ে তারা আদৌ বিশ্বকাপে অংশ নিতে পারবে কিনা, তা নিয়ে।

আফগানিস্তান বোর্ডের মূল সমস্যা মহিলা ক্রিকেট নিয়ে। গত বছরই ২৫ জন মহিলা ক্রিকেটারকে কেন্দ্রীয় চুক্তি দিয়েছে তারা। তালিবান শাসনে আদৌ মহিলা ক্রিকেট বেঁচে থাকবে কিনা, সেটা নিয়েও সংশয়ে বোর্ড কর্তারা। তবে, আফগান বোর্ডের কর্তারা আশাবাদী, তালিবানরাও ক্রিকেট ভালবাসে। তাই রশিদদের খেলায় তাঁরা বাধা হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

সিএবি-র আপত্তিতে ঘরোয়া মরসুমের সূচি বদলাল বিসিসিআই

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.) : ঘরোয়া ক্রিকেটের সূচিতে বদল আনল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই। এর আগে ঠিক ছিল সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি শেষ হওয়ার পর রঞ্জি ট্রফি আয়োজিত হবে। তারপর আয়োজিত হবে বিজয় হাজারে ট্রফি। নতুন সূচি অনুসারে রঞ্জি ট্রফি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। সৈয়দ মুস্তাকের পর বিজয় হাজারে ট্রফি আয়োজিত হবে।

গত মরসুমে করোনা অতিমারির কারণে বন্ধ রাখা হয়েছিল রঞ্জি ট্রফি। এ বার তা শুরু করতে চায় বিসিসিআই। গত ৩ জুলাই যে সূচি প্রকাশিত হয়েছিল তাতে ২০ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল মুস্তাক আলি। নতুন সূচিতে সেই প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে ২৭ অক্টোবর থেকে। চলবে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত।

বিজয় হাজারে ট্রফি শুরু হবে ১ ডিসেম্বর থেকে। চলবে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। রঞ্জি ট্রফিকে পরের বছরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নতুন সূচি অনুসারে রঞ্জি শুরু হবে ৫ জানুয়ারি। চলবে ২০ মার্চ পর্যন্ত। বোর্ড জানিয়েছে, প্রতি দলে সর্বোচ্চ ৩০ জন সদস্য থাকতে পারবেন। কোচ এবং সাপোর্ট স্টাফের সংখ্যা ১০-এর বেশি হওয়া চলবে না। করোনার জন্য প্রতি দলে অন্তত একজন ফিজিয়োথেরাপিস্ট রাখার কথা বলা হয়েছে।

জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির কোচের পদে ফের দ্রাবিড়ের নাম

মুম্বই, ১৯ আগস্ট (হি.স.) : বিরাট কোহলীদের কোচ হিসেবে মেয়াদ শেষ হচ্ছে রবি শাস্ত্রীর। মনে করা হচ্ছিল, এরপর বিরাটদের কোচ হতে পারেন রাহুল দ্রাবিড়। সেই জল্পনায় সম্ভবত ইতি পড়ল। এখনই হয়ত ভারতের সিনিয়র দলের কোচ হিসেবে দ্রাবিড়কে দেখা যাবে না। কারণ জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির (এনসিএ) কোচের পদে ফের আবেদন করেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, আর কেউ আবেদন করেননি। তাই সম্ভবত আরও একবার এনসিএ-র কোচ হচ্ছেন দ্রাবিড়।

সদ্য সমাপ্ত শ্রীলঙ্কা সফরে ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে শিখর ধবনদের সঙ্গে গিয়েছিলেন দ্রাবিড়। তারপর থেকেই তাঁর সিনিয়র দলের কোচ হওয়া নিয়ে জল্পনা বেড়েছিল।

জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির কোচ হওয়ার জন্য উতসাহী প্রার্থীদের আবেদন চেয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও দ্রাবিড় ছাড়া কেউই আবেদন করেননি। সময়সীমা বাড়ানোরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় বোর্ড। তবে কিছুদিন আগেই বোর্ডের এক সূত্র মারফত জানা গিয়েছিল, দ্রাবিড় যদি আবেদন করেন তবে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির কোচ তিনিই হবেন। বিসিসিআই-এর এক সূত্রের দাবি, """এনসিএ-এর ভোল পাল্টে দিয়েছেন দ্রাবিড়। সেই কারণে তিনিই যে ফের নির্বাচিত হতে চলেছেন, তা জানার জন্য বিশেষ বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না।""

নিউজিল্যান্ড সিরিজের বাংলাদেশ দল ঘোষণা

ঢাকা, ১৯ আগস্ট (হি.স.) : পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ খেলতে আগামী ২৪ আগস্ট বাংলাদেশে আসছে নিউজিল্যান্ড জাতীয় ক্রিকেট দল। কিউইদের বিপক্ষে ঘরের মাঠে এই সিরিজের জন্য ১৯ সদস্যের বড় স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। অস্ট্রেলিয়া সিরিজে না থাকা তিন ক্রিকেটার ফিরেছেন এই দলে।

জিম্বাবুয়ে ও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বাংলাদেশ দলের টি-২০ স্কোয়াড ছিল ১৭ সদস্যের। বৃহস্পতিবার ঘোষিত দলে সেখান থেকে বাদ পড়েছেন মহম্মদ মিঠুন। পারিবারিক কারণে এই দুই সিরিজ খেলতে না পারা ৩ ক্রিকেটার মুশফিকুর রহিম, লিটন দাস ও আমিনুল ইসলাম বিপ্লব এবার ফিরেছেন। চোটের কারণে এ সিরিজেও নেই একদিনের দলের অধিনায়ক তামিম ইকবাল।

পাঁচ ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-২০ শুরু হবে ১ সেপ্টেম্বর। পরের চারটি ম্যাচ ৩, ৫, ৮ ও ১০ সেপ্টেম্বর। প্রতিটি ম্যাচই হবে বিকেল ৪টায়।

মিরপুরের শের-ই-বাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে।

নিউজিল্যান্ড সিরিজের জন্য ১৯ সদস্যের বাংলাদেশ দল- মাহমুদউল্লাহ (অধিনায়ক), সাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহিম, সৌম্য সরকার, লিটন কুমার দাস, মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত, আফিফ হোসেন, নাইম শেখ, নুরুল হাসান সোহান, শামীম হোসেন, রুবেল হোসেন, মুস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদ, সাইফউদ্দিন, শরিফুল ইসলাম, তাইজুল ইসলাম, মেহেদী হাসান, আমিনুল ইসলাম বিপ্লব, নাসুম আহমেদ।

বায়ার্ন মিউনিখ ছাড়তে চান তারকা স্ট্রাইকার রবার্ট

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.): সাত বছরে বার্য়ান মিউনিখের হয়ে সব রেকর্ড করা হয়ে গেছে পোলিশ স্ট্রাইকার রবার্ট লেওয়ানডোস্কির।এবার নতুন চ্যালেঞ্জ'র খোঁজে বায়ার্ন ছাড়তে আগ্রহী লেওয়ানডোস্কি। বৃহস্পতিবার হঠাৎই খবর বেরোয় লেওয়ানডোস্কি দল ছাড়তে আগ্রহী।

আগামী ২১ আগস্ট শনিবার ৩৩ বছরে পদার্পন করবেন পোলিশ তারকা স্ট্রাইকার রবার্ট লেওয়ানডোস্কি। বাভেরিয়ান ক্লাবের হয়ে এখনও পর্যন্ত মোট ১৭টি ট্রফি জিতেছেন পোলিশ তারকা। এই সপ্তাহেই দিন দু"য়েক আগে জোড়া গোল করে জার্মান চ্যাম্পিয়নদের সুপার কাপ ঘরে তুলতে সাহায্য করা লেওয়ানডোস্কির বায়ার্নের সঙ্গে ২০২৩ সাল পর্যন্ত চুক্তি রয়েছে। দলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে কোনরকম ঝামেলায় জড়াতেই না চাইলেও, এক রিপোর্টে দাবি করা হয় ৩৫ বছরের আগেই দল ছেড়ে অন্য জায়গায় খেলতে চান। বায়ার্ন তাঁকে ছাড়তে রাজি না হওয়ায় অল্পবিস্তর ক্ষোভও জমা হয়েছে তাঁর মধ্যে। উয়েফার বর্ষসেরা ফুটবলারের জন্য ১০০ মিলিয়ন ইউরোরও অধিক দাম ধার্য করেছে বায়ার্ন।

ফলে তাঁকে দলে নেওয়া কারুর পক্ষেই খুব সহজ হবে না। তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন দলে যোগ দেওয়াও লেওয়ানডোস্কির পক্ষে কঠিন হয়ে যাবে। মাঝে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল যে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি তাঁকে দলে নিতে আগ্রহী। পেপ গুয়ার্দিওলা ও জুরগেন ক্লপ, লেওয়ানডোস্কির দুই প্রাক্তন ম্যানেজারই তাঁর বড় ভক্ত, একসময় রিয়াল মাদ্রিদও তাঁকে দলে নিতে আগ্রহী ছিল। এমন অবস্থায় বিশ্বের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকারের ভবিষ্যৎ নিয়ে ঘোরতর জল্পনা সৃষ্টি হয়েছে।

টি ২০ বিশ্বকাপ : ১৫ জনের দল ঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়া

সিডনি, ১৯ আগস্ট (হি.স.): আগামী ১৭ অক্টোবর থেকে বসতে চলেছে টি ২০ বিশ্বকাপের আসর। বৃহস্পতিবার টি ২০ বিশ্বকাপের জন্য ১৫ জনের দল ঘোষণা করল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চের সঙ্গেই ফিরলেন দলের আরও চার তারকা- স্টিভ স্মিথ ,ডেভিড ওয়ার্নার ,প্যাট কামিন্স ও গ্লেন ম্যাক্সওয়েল।

একনজরে অস্ট্রেলিয়া দল

অ্যারন ফিঞ্চ ,প্যাট কামিন্স, অ্যাশটন আগার, জোশ হ্যাজেলউড, জোশ ইংলিস, মিচেল মার্শ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, কেন রিচার্ডসন, স্টিভ স্মিথ, মিচেল স্টার্ক, মার্কাস স্টোইনিস, ম্যাথিউ ওয়েড, ডেভিড ওয়ার্নার ও অ্যাডাম জাম্পা। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

এবার আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডে পা পড়ল তালিবানের

কাবুল, ১৮ আগস্ট (হি.স.) : গোটা দেশ দখল করার পর এবার তালিবান জঙ্গিদের পা পড়ল আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডে। বৃহস্পতিবার আফগানিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার আব্দুল্লা মাজারিকে সঙ্গে নিয়ে কাবুলে আফগান ক্রিকেট বোর্ডের সদর দফতরে পৌঁছয় তালিবানরা।

আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সিইও হামিদ সিনওয়ারি ক"দিন আগেই সমর্থকদের আশ্বস্ত করেছিলেন যে, তালিবানরাও ক্রিকেট পছন্দ করে। তাই দেশের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যেও ক্রিকেট খেলা চালিয়ে যেতে অসুবিধা হবে না। তিনি এও জানিয়েছিলেন যে, আফগান ক্রিকেটাররা ও তাঁদের পরিবারের লোকজন নিরাপদেই রয়েছেন।

আফগান বোর্ড কর্তার এমন ঘোষণার রেশ কাটতে না কাটতেই ধরা পড়ল অন্য ছবি। আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের কনফারেন্স রুমে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে তালিবানের ছবি দেখে বোঝা মুশকিল, এখান থেকে পরিচালিত হয় ব্যাট-বলের লড়াই।

আফগানিস্তান ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলা ত্রিদেশীয় সিরিজেও অংশ নেবে। তবে তার জন্য অন্য কোনও দেশে টুর্নামেন্ট আয়োজনের চেষ্টায় রয়েছে এসিবি। এখন দেখার যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আফগান ক্রিকেটের ভবিষ্যত কোন দিকে গড়ায়।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বন্যার জন্য সর্বদাই প্রস্তু রয়েছে দপ্তর

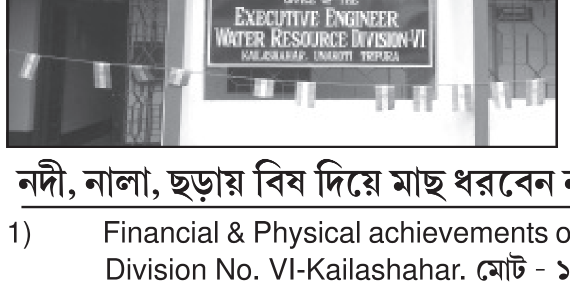

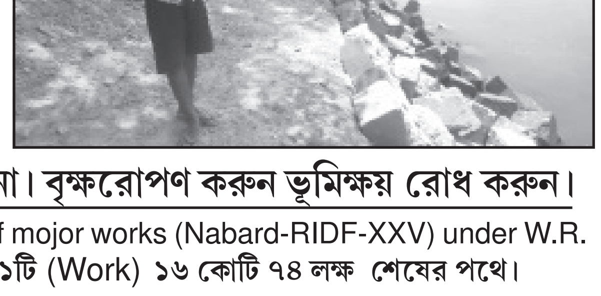

নদী, নালা, ছড়ায় বিষ দিয়ে মাছ ধরবেন না। বৃক্ষরোপণ করুন ভূমিক্ষয় রোধ করুন।

1) Financial & Physical achievements of mojor works (Nabard-RIDF-XXV) under W.R. Division No. VI-Kailashahar. মোট - ১১টি (Work) ১৬ কোটি ৭৪ লক্ষ শেষের পথে।
2) Financial & Physical achievements of mojor works (State Plan) under W.R. Division No. VI-Kailashahar. মোট - ১৩টি (Work) ৭ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা কাজ শেষের পথে।
3) Protection work at Tirupati Mandir. Completed during the year 2021-2022.
4) Protection work at Latiapura under BADP Scheme. Complete during the year 2021-2022.
5) Protection work at Kamrangabari Gr. II/II. Completed during the year 2019-2020.
6) Protection work at Daspara. Completed during the year 2020-2021.
7) Protection work at Kamrangabari Gr. I/II. Completed during the year 2019-2022.
8) Protection work at Kamrangabari Gr. II/II. Completed during the year 2020-2021.
9) Protection work at Daspara. Completed during the year 2020-2021.
10) Protection work at Latiapura under BADP SCHEME. Completed during the year 2021-2022

Executive Engineer
Water Resource Division -VI
Kailashahar, Unakoti Tripura

জাগরণ 20 August, 2021, Friday আগরতলা ২০আগস্ট , ২০২১ ইং, ■ ৩ ভাদ্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্যের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাজমাতা বিভু কুমারী। ছবি নিজস্ব।

১০৩২৩ এর আরও এক শিক্ষকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। আবারো সংবাদ শিরোনামে ১০৩২৩ শিক্ষক শিক্ষিকারা। এবারের ঘটনা উদয়পুর মহকুমা রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের ফুলকুমারী বাঘের খোয়ার এলাকায়। গতকাল গভীর রাতে ১০৩২৩-এর শিক্ষক বীরচন্দ্র নমঃ হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। উনার মৃত্যু ১০৩২৩-এর শিক্ষকদেরমধ্যে ১০৬ তম।আজকে উদয়পুরে 'আমরা ১০৩২৩' বিভাগের পক্ষ থেকে স্বর্গীয় চাকুরী চ্যুত শিক্ষক বীরচন্দ্র নমের বাড়ীতে এক প্রতিনিধি দল আসেন।উনার এক কন্যাও একপুত্র আছে।দুজনেই ডি এল এড পাঠরত।পারিবারিক অবস্থা একেবারে শোচনীয়। প্রতিনিধি দল আসার সঙ্গে সঙ্গে ওনার পরিবার কান্নায় ভেঙে পরেন। মৃতের পরিবারের সদস্যরা দিশেহারা হয়ে পড়েছে।
এমতাবস্থায় পারিবারটি অসহায়ত্ব বোধ করছে। ১০৩২৩ এর পুরো পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্য সদস্যা মৃতের পরিবারের পাশে থাকবে বলে আশ্বস্ত করেছেন। ওনার মৃত্যুতে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

প্রশাসনের দ্ধারে দ্ধারে ঘুরছেন বাবা মা অপহৃত ছেলেকে উদ্ধারের জন্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৯ আগস্ট।।বিগত ৩১.৭.২০২১ ইং তারিখে বক্সনগর সীমান্ত বর্তী গ্রাম নজুর পুরা ১৯০ নং গেইট সংলগ্ন এলাকায় এক কোটি বিশ লাখ টাকা সোনা পাঁচারকে কেন্দ্র করে ই,আবু কালামের নাবালক কিশোর ফয়সাল আহমেদ অপহৃত হতে হয়ে ছিল। ফয়সাল কে সোনা পাঁচার কারি নাছির মিয়া এবং শ্যালক মিলে অপহরন করিয়া বাংলাদেশের গোপন আস্থানায় নিয়ে গেছে। আজ প্রায় ঊনিশ দিন অতিক্রান্ত হতে চলেছে।কিন্ত অপহরণের এক সপ্তাহের পর অপহরণ কারীরা ফয়সাল কে দিয়ে তার বাবা র সহিত মোবাইলের মাধ্যমে একটু কথা বলার সুযোগ দেয়।
পড়ে অন্যের মারফত বিশাল অংকের টাকার বিনিময়ে ফয়সাল কে মুক্তি দিয়ে দেবে,হয়তোবা এপার থেকে ওপারের ঢিল ছোড়া সোনার বিস্কুট গুলো ফিরিয়ে দিতে হবে,তখনই গোপন ডেরা থেকে নিজ বাড়িতে ফিরতে পারে ফয়সাল।আবুকালাম পাঁচার কারি ও অপহরণ কারিগরদের বিরুদ্ধে গত১-৮-২০২১ইং কলমচৌড়া থানায় মামলা রুজু করেন। ও,সি বিষুও পদ ভৌমিক যতারিতি সেকশান অনুসারে ৪৪৭/৩২৫/৩৬৩/৩৮২/৫০৬ ধারা মামলা কোর্টে পাঠিয়ে দ্ধায়িত্য খালাস।তারপর ফয়সালের পিতা আবুল কালাম এবং মাতা ফাতেমা খাতুন আরো আত্মীয় পরিজন মিলে সোনামুড়া মহকুমা প্রশাসক এবং পুলিশের উচ্চ আধিকারিক সঙ্গে দেখা করেন ও লিখিত অভিযোগ দায়ের করিয়া ,নিজ ছেলে কে বাংলাদেশ থেকে উদ্ধার করার জন্য প্রশাসনের নিকট আকুলের প্রার্থনা করেন। প্রশাসন আস্বাসের বানি শুনিয়েছেন এবং ধর্য্য থাকার পরামর্শ দিয়েছিল। এমনকি বাংলাদেশের প্রশাসনের নিকট সমস্থ ঘটনাবলি র তথ্য দিয়ে ম্যাজেজ পাঠিয়ে দেবে কিন্তু নির্মম ভ্যাগ্যের কি পরিহাস। আজ ঊনিশ দিন অতিক্রান্ত হতে চলল ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মত্রনালয় থেকে বাংলাদেশের থানা গুলো তে এখনো ফয়সাল কে অপহরণের অভিযোগ জমা পড়েনি। যার কারনে বাংলাদেশ পুলিশ কনো সর্দথক ভূমিকা গ্রহন করতে পারনি অপহরণ কারিদের বিরুদ্ধে।নেই কোনো প্রসাশনের হেল দৌল,আদৌ কি ফয়সাল তার পিতা মাতার নিকট ফিরে আসতে পারবে? নাছির অপহরণ কারি কলমচৌড়া থানায় বড় রকমের প্রণামি দিয়াছে বলিয়া গোপন সুত্রে জানা যায়। মা তার সন্তান কে হারিয়ে এখন পাগলের মত চিৎকার করছে।প্রশাসনের গাফিলতি র জন্যে ই আমার ছেলে কে ফিরিয়ে পাচ্ছিনা না বলে দাবি করেন, ফয়সালের মা ফাতেমা খাতুন।

অল্পেতে দূর্ঘটনা থেকে বাঁচলেন এক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি,তেলিয়ামুড়া, ১৯ আগস্ট।। লরি চাকার চাপা থেকে অল্পেতে বেঁচে পেল গাড়ির সহ চালক।আহত যুবকের নাম সূরজ রায়। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমা ঘাট এলাকায় বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক সাড়ে দশটা নাগাদ।ঘটনার বিবরণে জানা যায় আগরতলা থেকে কলকাতা যাবার পথে চাকমা ঘাট এলাকায় লরিটিকে থামায় জন্য ভাত খাওয়ার জন্য। খাওয়া-দাওয়া শেষে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার সহ চালক গাড়িতে উঠতে না পেরে পড়ে যায়। যদিও পরে চালক তা বুঝতে পেরে গাড়িটিকে থামানোর ফলে চাকার নিচে নিচে পিষ্ট হওয়া থেকে অল্পেতে বেঁচে যায় সহ চালক।এতে গুরুতর আহত হয় সূরজ রায়।পরে গাড়ির চালক আহত যুবককে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে পরে হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়।

'বাংলায় ফিরতে মমতার উপর ভরসা করলে তালিবানদের গুলি নিশ্চিত', খোঁচা দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : তালিবানের দেশে আটকে পশ্চিমবঙ্গের বহু মানুষ। তাঁদের ঘরে ফেরা নিয়ে রীতিমতো সংশয়ে পরিবার। এই পরিস্থিতিতে নরেন্দ্র মোদীর উপর ভরসা রাখার পরামর্শ দিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তুলোধোনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
তালিবানি আতঙ্কে ত্রস্ত আফগানিস্তান। সেদেশের ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে আঁতকে উঠেছে বিশ্ব। বুধবারই রাজ্যের তরফে জানানো হয় আফগান ভূমে আটকে পড়েছেন বাংলার ২০০ জন। তাঁদের ফেরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। সেই প্রসঙ্গেই বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীকে তুলোধোনা করলেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, "লকডাউনের সময়ও প্রধানমন্ত্রী মোদী দেশবাসীকে ফেরানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। এবারও তিনিই ব্যবস্থা করবেন ভরসা করুন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ভরসা করলে তালিবানদের গুলিতে মৃত্যু নিশ্চিত।" আরও একাধিক ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীকে বেঁধেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি। পেটের টানে বিভিন্ন দেশ থেকে বহু মানুষ গিয়েছিলেন আফগানিস্তানে। তাঁরা ভাবতেও পারেননি এহেন বিপদ তাঁদের অপেক্ষায়। কয়েকমাস আগে থেকেই অশান্তি বাড়তে থাকে আফগানিস্তানে। তবে এত সহজে তালিবানরা কাবুল দখল করে নেবে তা হয়তো ভাবেননি কেউই। তাই ক্রমাগত অশান্তি বাড়তে থাকলেও সে দেশ ছেড়ে ঘরে ফেরার সিদ্ধান্ত নেননি বহু মানুষ। অবশেষে তালিবানরা কার্যত গোটা আফগানিস্তান দখল করে নিতেই দেশ ছাড়ার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে। কোনও মতে প্রাণ নিয়ে তালিবানদের দেশ ছাড়তে চাইছেন প্রত্যেকেই।এদিকে, রাজ্যবাসীর সুবিধার্থে ফের 'দুয়ারে সরকার' চালু করেছে রাজ্য। সেখানে প্রতিদিন বহু মানুষ ভিড় করছেন। বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। দুর্ঘটনাও ঘটছে। সেই প্রসঙ্গেও রাজ্যকে তোপ দাগলেন দিলীপবাবু। প্রশ্ন তুললেন কর্মসংস্থান নিয়ে। তাঁর কথায়, কেন টাকার জন্য মানুষকে এভাবে লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে? 'বাংলা ডেয়ারি' প্রসঙ্গেও রাজ্যকে বিঁধলেন বিজেপি সাংসদ।

এআইডিএসও-এর প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। বৃহস্পতিবার রাজধানীর আগরতলা শহরের কর্নেল চৌমুহনীতে অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন পক্ষ থেকে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচি পালন করা হয়।একদিকে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে মানুষের আর্থিক অবস্থা তলানিতে এসে ঠেকেছে। দেশের কলকারখানাসহ সমগ্র ক্ষেত্রেই কাজের চাহিদা অনেকটাই কমে গেছে। ফলে বিশেষ করে শ্রমিক অংশের মানুষ আরো অসহায় হয়ে পড়েছেন। কর্মহীন এসব মানুষজন পরিবার প্রতিপালন করতে গিয়ে রীতিমত হিমশিম খাচ্ছেন। মধ্যপ্রদেশের ভূপালে শ্রমিক অংশের মানুষ কাজের দাবিতে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। আন্দোলনরত শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ জনের ওপর পুলিশ নির্মম ভাবে অত্যাচার চালিয়েছে। পুলিশের অত্যাচার এর তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছে অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন। সংগঠনের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার রাজধানীর আগরতলা শহরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচি পালন করা হয়। আন্দোলন কর্মসূচিতে শামিল হয় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন,মধ্যপ্রদেশের ভূপালে কাজের দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের বর্বরতার প্রতি ধিক্কার জানিয়ে এবং অবিলম্বে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সকল শূন্য পদ পূরণের দাবিতে অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ অরগানাইজেশনের উদ্যোগে কর্নেলচৌমুনী বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে। দেশের অন্যান্য রাজ্য এ ধরনের আন্দোলন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন নেতৃবৃন্দ। কেন্দ্রীয় সরকার দেশের শ্রমিক অংশের মানুষের কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ না করলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ফর্ম তোলা নিয়ে বিশৃঙ্খলা এড়াতে বিশেষ ব্যবস্থা

হাওড়া, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : দুয়ারে সরকারের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হতেই জেলায় জেলায় দেখা যাচ্ছে মানুষের ভিড়। দ্বিতীয় দফায় দুয়ারে সরকারে যোগ হয়েছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প। যার ফর্ম তুলতে গিয়ে রীতিমত ঝামেলা বাঁধছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। হাওড়া পুরসভাতেও দুয়ারে সরকার এবং লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের ফর্ম তোলা নিয়ে বচসা দেখা দিলে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে পুরসভা।
যাতে সকলে সুষ্ঠ ভাবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ফর্ম পান সেই জন্য তৃণমূল নেতা প্রাক্তন কাউন্সিলার শৈলেশ রাইয়ের উদ্যোগে এবং হাওড়া পুরসভার কমিশনারের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে হাওড়ার শরৎ সদনে জিকজ্যাক সিস্টেমে বাঁশের ব্যারিকেড করে মহিলাদের সুষ্ঠ ভাবে এবং শৃংখলাবদ্ধ ভাবে লাইনে দাঁড় করিয়ে ফর্ম দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। শৈলেশ রাই জানান, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কমিশনার থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসন, সকলে উদ্যোগ নিয়ে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ফর্ম তোলার ব্যবস্থা করেছেন।
যে রকম ভাবে বড় মন্দিরে মানুষ জিকজ্যাক সিস্টেমের ব্যারিকেডে লাইন দিয়ে সুশৃংখল ভাবে মন্দিরে প্রবেশ করেন, ঠিক সেই ভাবেই এখানেও এই ভাবে লাইন দিয়ে মহিলারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ফর্ম তুলতে পারছেন। আজকে এই শরৎ সদন কেন্দ্র থেকে প্রায় ৫,০০০ লক্ষীর ভাণ্ডারের ফর্ম মহিলাদের হাতে তুলে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।

বাংলায় ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস মামলায় সুপ্রিম কোর্টে 'ক্যাভিয়েট' দাখিল

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : "ভোট পরবর্তী হিংসা" মামলায় হাইকোর্টের রায় চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারের যাওয়ার সম্ভাবনা জোরালো হওয়ায় শীর্ষ আদালতে 'ক্যাভিয়েট' দাখিল করলেন মামলাকারীর আইনজীবী।
মামলাকারীদের বাদ দিয়ে যাতে শুনানি না হয় সে জন্য আগাম আর্জি করা হয়েছে। হাইকোর্টের রায়ে "অখুশি" তৃণমূল নেতৃত্ব। রায় চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার আভাস দিয়েছেন নেতারা। হাইকোর্টের রায়ের প্রতিক্রিয়ায় দলের সাংসদ সৌগত রায় বলেন,"হাইকোর্টের রায়ে আমি অখুশি। তার কারণ আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের ব্যাপার। সেখানে হাইকোর্ট সিবিআই-কে তদন্ত করতে বললে আমার মনে হয় তা রাজ্যের অধিকারে হস্তক্ষেপের সামিল। রাজ্য সরকার না মানলে আপিলে করতে পারে ডিভিশন বেঞ্চে বা সুপ্রিম কোর্টে। আমি নিশ্চিত যে সব কিছু বিচার করে রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে।"তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের কথায়,"অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। দল নিশ্চিতভাবে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ করবে। সরকারও করবে।" তৃণমূল যখন শীর্ষ আদালতে যাওয়ার ভাবনাচিন্তা করছে তখন আগেভাগে সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট দাখিল করলেন মামলাকারীর আইনজীবী। প্রসঙ্গত, "ভোট পরবর্তী হিংসা" মামলায় খুন, ধর্ষণ ও অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাগুলির তদন্ত সিবিআই করবে বলে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার তদন্ত করবে সিট।

অমরপুরে তিন শতাধিক ভোটার যোগ দিলেন তৃণমূলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। বৃহস্পতিবার গোমতী জেলার অমরপুরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে প্রায় সাড়ে তিন শতাধিক কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেনছেন। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন প্রাক্তন সাংসদ তৃণমূল নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সহ রাজ্য তৃণমূল নেতা সুবল ভৌমিক। রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদানের হিড়িক পড়েছে। রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনকে চাঙ্গা করার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে এক ঝাঁক তৃণমূল নেতৃত্ব রাজ্যে অবস্থান করছেন। তারা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা চষে বেড়াতে শুরু করেছেন। রাজ্যে আসাম বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতাসীন করার লক্ষ্যেই তারা কোমর বেঁধে ময়দানে নেমেছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ তৃণমূল কংগ্রেসের ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে অবস্থান করে যাবতীয় সাংগঠনিক বিষয়গুলো খতিয়ে দেখছেন। এছাড়াও বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতৃত্ব রাজ্যে অবস্থান করছেন। রাজ্যের বর্ষীয়ান নেতা সুবল ভৌমিকে সামনে রেখে তারা সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু করে দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার অমরপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। যোগদান সভায় ৬০ পরিবারের ৩৫০ জন সদস্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকাতলে সামিল হন। তাদের হাতে পতাকা তুলে দিয়ে প্রাক্তন সাংসদ তৃণমূল নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রাজ্যে জঙ্গলের রাজত্ব চলছে। আইনের শাসন বলতে কিছুই নেই। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা রাজধানীর একটি হোটেলে থাকতেন। চক্রান্ত করে ওই হোটেল থেকে তাদেরকে বের হয়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। ঋতব্রত বাবু বলেন হোটেল থেকে বের করে দিলেও রাজ্যের জনগণ তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করছেন। ২০২৩ সালে রাজ্যের জঙ্গল রাজত্বকে উৎখাত করে রাজ্যে মা মাটির মানুষের সরকার গঠন করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে সরকার গঠন করাই লক্ষ্য বলেও তিনি উল্লেখ করেন।রাজ্যের বিভিন্ন দলে থাকা কর্মীদের কাছে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকাতলে শামিল হয় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন সরকার গঠনের কাজে এগিয়ে আসার জন্য।

ধর্মনগরে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্যের ১১৩ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৯ আগস্ট।।গোটা রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরেও মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর দেববর্মণের ১১৩ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটায় ধর্মনগর শহরের রাজবাড়িতে অবসিত মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর দেববর্মণের মূর্তিতে মাল্যদান করে যথাযোগ্য মর্যাদায় জন্মদিন পালন করা হয়। ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ তথা ধর্মনগরের বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্যের মূর্তির পাদদেশে মোমবাতি ও আগরবাতি জ্বালিয়ে মাল্যদান করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। মহারাজার মূর্তি সহ গোটা চত্বরকে সাজানো হয়েছে রকমারি ফুল ও বেলুন দিয়ে। উপাধ্যক্ষ তথা বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন সহ আজকের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্যামল নাথ এবং এলাকার বিশিষ্ট জনেরা। মূলত রাজবাড়ি শক্তিকেন্দ্রের উদ্যোগে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর দেববর্মণের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়েছে আজ।
এদিকে জন্মজয়ন্তী উদযাপনের পর উপাধ্যক্ষ তথা বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন বলেন, রাজ্যে বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ত্রিপুরার রূপকার তথা রাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্যের জন্মজয়ন্তী পালন করে আসছে। তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের দিনে সরকারিভাবে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। যা একমাত্র বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারের আমলে শুরু হয়েছে কেবল রাজ্যের সকল জাতি জনগোষ্ঠীকে যথার্থ শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতে। এ ধরনের পদক্ষেপ দীর্ঘ বাম আমলে কোনও গ্রহণ করার কথা ভাবাই হয়নি, জানান বিশ্ববন্ধু সেন।

আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক সংযোগকারী উপ্তাকালী রাস্তা মরণ ফাঁদে পরিণত, প্রশাসন নীরব

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৯ আগস্ট।। উত্তর জেলার ধর্মনগরের বটরসি সিত জোর কালভার্ট থেকে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক সংযোগকারী উপ্তাকালী পর্যন্ত রাস্তাটি সংস্কারের অভাবে মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে।
কুড়ি হাজারের অধিক মানুষের যাতায়াতের একমাত্র রাস্তার বেহাল দশা, দাবি উঠেছে সংস্কারের। কুড়ি হাজারের অধিক মানুষের যাতায়াতের একমাত্র রাস্তারটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে।বাম অথবা রাম কোন আমলে সমস্যা সমাধানের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। সমস্যা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে।সংস্কারের অভাবে কৃষি জমিতে পরিনত ধর্মনগর জোর কালভার্ট থেকে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক সংযোগকারী উপ্তাকালী প্রধান মন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় নির্মিত রাস্তাটি।১৫ কিঃমিঃ পথের অধিকাংশেই বড় বড় গর্ত।দাবি উঠছে দ্রুত সংস্কারের।
ঘটনার বিবরণে জানা যায়,উত্তর জেলার ধর্মনগরের বটরসি সিত জোর কালভার্ট থেকে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক সংযোগকারী উপ্তাকালী পর্যন্ত প্রধান মন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় নির্মিত রাস্তাটি দীর্ঘ বছর যাবৎ বেহাল অবস্থায় ধুঁকছে। সংস্কারের অভাবে ব্যস্ততম প্রায় ১৫ কিঃমিঃ রাস্তাটি আজ চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।মূলত এই রাস্তা দিয়ে ডুপিরবন্ধ লালছড়া, উত্তর লালছড়া, দক্ষিণ লালছড়া,উপ্তাকালী,গঙ্গানগর, টিপরাগুল সহ ৭/৮ টি গ্রামের কুড়ি হাজারের অধিক লোকের যাতায়াতের একমাত্র ভরসা।এই রাস্তা দিয়েই উক্ত গ্রামের জনগণকে ধর্মনগরে প্রবেশ করতে হয়।দীর্ঘ বাম আমল থেকে ব্যস্ততম এই রাস্তাটি সংস্কার না করে রেখেছিল,যা রাম আমলেও বিদ্যমান।
উক্ত এলাকার গ্রামবাসীদের একটাই দাবি,বর্তমান উন্নয়নমুখী সরকার ধর্মনগর বটরসিসিত জোর কালভার্ট থেকে আসাম আগরতলা সংযোগকারী উপ্তাকালী প্রধান মন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার রাস্তাটি মেরামতি করে মানুষ চলাচলের উপযোগী করে তুলুক।গ্রামবাসী আরো জানান, ডুপিরবন্ধ লাল ছড়া, উত্তর লাল ছড়া, দক্ষিণ লালছড়া,উপ্তাকালী,গঙ্গানগর ও টিপরাগুল এলাকার অধিকাংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। সারা বছর কৃষি কাজ করে উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করে পরিবার প্রতিপালন করেন উক্ত এলাকার জনগণ।

বিভিন্ন দাবীতে আগরতলায় এআইডিওয়াইও এর ধরণা আন্দোলন কর্মসূচী। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।